

# সূরা আল্ কাহফ-১৮

## (হিজরতের পূর্বে অবতীর্ণ)

### অবতীর্ণ হওয়ার তারিখ এবং প্রসঙ্গ

হয়রত ইবনে আববাস এবং যুবায়েরের মতে, এই সূরার সম্পূর্ণ অংশ মকায় অবতীর্ণ হয়েছে (মনসুর)। কুরআন শরীফের অধিকাংশ তফসীরকার এই মতকে সমর্থন করেন। পাশ্চাত্যের পণ্ডিতবর্গ নবুওয়তের ষষ্ঠি বছরে এই সূরা অবতীর্ণ হয়েছে বলে মত পোষণ করেন। কিন্তু খুব সত্ত্ব এই সূরাটি ৪০০ কিংবা ৫০০ মেট্রিক মিলি বছরে অবতীর্ণ হয়েছিল। হয়রত আনাসের বর্ণনানুযায়ী এই সমগ্র সূরাটি একবারে অবতীর্ণ হয় এবং ৭০,০০০ (সপ্তাহ হাজার) ফিরিশ্তা এর প্রহরী হিসাবে কাজ করে (মনসুর, ৪০ খণ্ড, পৃষ্ঠা-২১০)। সূরা নাহলে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিল যে ইহুদী এবং খৃষ্টান এই উভয় সম্প্রদায় থেকে হয়রত মুহাম্মদ (সাঃ) কঠোর বিরোধিতার সম্মুখীন হবেন। এই বিষয়টি সূরা বনী ইস্রাইলে আরো বিষদভাবে উল্লেখ করে বলা হয়েছিল, তিনি অচিরেই এমন এলাকায় গমন করবেন যেখানে তাঁকে ইহুদীদের মধ্যে বসবাস করতে হবে। তিনি তাদের সংস্পর্শে এসে নতুন করে যোগাযোগের সূত্র স্থাপন করবেন। পরিশেষে ইহুদী এবং খৃষ্টান উভয় সম্প্রদায় থেকেই তাঁর সাথে তীব্র বিরোধিতা করা হবে। কিন্তু পরিণামে তিনিই বিজয়ী হবেন। সূরা বনী ইস্রাইলে হয়রত রসুলুল্লাহ (সাঃ) এর ইস্রার বা একটি আধ্যাত্মিক নৈশভ্রমণের ঘটনা বর্ণিত হয়েছিল, যার মধ্যে এই ভবিষ্যদ্বাণী নিহিত ছিল যে তিনি ইহুদীদের পবিত্রভূমি জয় করবেন। প্রসঙ্গক্রমে আরো উল্লেখ করা হয়েছিল, তওরাতের দ্বিতীয় বিবরণের ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী ইহুদীদের দুবার জাতীয় বিপর্যয় সংঘটিত হবে। ইহুদীদের প্রথম বিপর্যয় ঘটে হয়রত দাউদ (আঃ) এর পরবর্তী সময়ে, যার পরিণতিতে তারা তাদের মাত্ভূমি থেকে বিতাড়িত হয়। কিন্তু তারা তাদের অন্যায় কর্মের জন্য অনুশোচনা করলে আল্লাহর অনুগ্রহে তারা আবার নিজ মাত্ভূমি ফিরে পায়। পরে তারা আবার পাপকার্যে রত হয়, আল্লাহর বিধান অমান্য করে এবং হয়রত ঈসা (আঃ) এর সময় দ্বিতীয়বারের মতো বিদ্রোহী হয়ে পড়ে। এই দ্বিতীয়বারের বিদ্রোহ তাদের জন্য অধিকতর আযাবের কারণ হয়, যার ফলে তাদের পবিত্র স্থানগুলো ধ্বংস করা হয় এবং তাদের প্রতিশ্রূত পবিত্রভূমি থেকে তাদেরকে বিতাড়িত করা হয়। এই ভবিষ্যদ্বাণীগুলোতে বনী ইস্রাইলের প্রথম অংশ অর্থাৎ ইহুদীরা কী অবস্থার মধ্য দিয়ে অতিবাহিত করবে সেই বিষয়ের দৃঢ়বজ্ঞক ইঙ্গিত রয়েছে। তাদের এই অবস্থা বিশ্বেষণে দুটি প্রশ্ন উত্থাপিত হওয়া স্বাভাবিক। প্রথমত খৃষ্টানরা, যারা মুসায়ী শরীয়তের দ্বিতীয় অংশ, তারা যদি ইহুদীদের সদৃশ ঐশ্বী আযাব থেকে বেঁচে যায় তা তাহলে কি বুঝা যায় না যে ইহুদীদের কাছে প্রতিশ্রূত ঐশ্বী অনুকূল্পার যোগ্য উত্তরসূরী হচ্ছে তারাই অর্থাৎ খৃষ্টান সম্প্রদায়? আর দ্বিতীয়ত মুসলমানদেরকে কেনইবা বারবার সতর্ক করা হচ্ছে তারা যেন ইহুদীদের অনুসরণ করে ঐশ্বী কোপস্ত হয়ে না পড়ে? এই সতর্কবাণীর পচাতে কী পটভূমি রয়েছে বা তাদের জন্য ভবিষ্যতের গর্ভেইবা কী নিহিত রয়েছে তা অবশ্যই গভীরভাবে অনুধাবন করা প্রয়োজন।

### বিষয়বস্তু

উল্লেখিত দুটি স্বাভাবিক ও প্রাসঙ্গিক প্রশ্নেরই জবাব সুন্দরভাবে এই সূরাতে দেয়া হয়েছে। সাথে সাথে মুসায়ী বিধানের দ্বিতীয় শাখা, অর্থাৎ খৃষ্টান সম্প্রদায়ের প্রারম্ভ এবং শেষ পরিণতি সম্পর্কেও সূরাটিতে আলোকপাত করা হয়েছে। সেই সঙ্গে মুসলমান জাতি ইহুদী জাতির সদৃশ পাপাচারে লিঙ্গ হওয়ার ফলে কীভাবে আল্লাহ তালাল কোপস্ত হবে তাও বলা হয়েছে। তারপর এই বিষয়গুলোর সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত আরেকটি উল্লেখযোগ্য প্রশ্নের ভূমিকা পেশ করা হয়েছে এবং তা হলো এই বিষয়গুলোর সাথে আস্থাবে কাহফের ঘটনা, যুল-কারনাইন, ইয়া'জুজ-মা�'জুজ, দুটি বাগিচার প্রসঙ্গ এবং হয়রত মুসা (আঃ) এর 'ইস্রার' বা আধ্যাত্মিক নৈশভ্রমণের সম্পর্ক কী? উভয়ে জানা দরকার, রূপকভাবে এইসব ঘটনার উল্লেখ বা দ্রষ্টান্ত পেশ করে খৃষ্টান জাতির উত্থানপতন, আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ এবং এর দরুণ মুসলমানদের সাথে বিরোধিতা ও খৃষ্টান কর্তৃক মুসলমানদের উপর অত্যাচারের সুদূরপ্রসারী বিষয়ের বর্ণনা এই সূরায় পেশ করা হয়েছে।

বিষয়বস্তুর সম্প্রসারণ ও সহজ অনুধাবনের জন্য হয়রত মুসা (আঃ) এর 'ইস্রার' বা আধ্যাত্মিক নৈশভ্রমণের ঘটনাটি 'দুটি বাগানের' দ্রষ্টান্তের পরে উল্লেখ করা হয়েছে। হয়রত মুসা (আঃ) এর আধ্যাত্মিক ভ্রমণের মাধ্যমে রূপকভাবে বুঝানো হয়েছে, তাঁর অনুসারীরাও বিপুল জাগতিক ও নৈতিক উন্নতি সাধন করবে, যেরূপে সূরা বনী ইস্রাইলে বর্ণিত হয়রত মুহাম্মদ (সাঃ) এর 'ইসরার' মাধ্যমে মুসলমানদের অনুরূপ জাগতিক ও পার্থক্রিক উন্নতি সম্বন্ধে অবহিত করা হয়েছিল। অবশ্য মুসা (আঃ) এর 'ইসরার' বিষয়টি বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হয়েছে, যেমন- কখন, কীভাবে এই যাত্রা শুরু হবে, কোথায় গিয়ে থামবে এবং কখন বনী ইস্রাইল সম্প্রদায় ঐশ্বী অনুগ্রহ থেকে বাস্তিত হবে এবং তা বনী ইস্রাইলে স্থানান্তরিত হবে। অতঃপর বলা হয়েছে, বনী ইস্রাইলে ঐশ্বী অনুগ্রহ স্থানান্তরিত করা হলেও নিজেদের দোষে আল্লাহর বিধিবিধান অমান্য করার ফলে তারা ঐশ্বী অসন্তোষে পড়বে ও ইয়া'জুজ-মা�'জুজ কর্তৃক নিগৃহীত হবে। তখন ইয়া'জুজ ও মা�'জুজ সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়বে এবং সমগ্র পৃথিবীতে তাদের প্রাধান্য হবে। সূরাটির শেষ দিকে যুল-কারনাইনের প্রসঙ্গ বর্ণিত হয়েছে, যিনি ইয়া'জুজ-মা�'জুজের দুনিয়াজোড়া প্রভাব বিস্তারকে রোধ করার জন্য দণ্ডয়নান হবেন। কাজেই বুঝা যাচ্ছে, সূরা কাহফে খৃষ্টানদের প্রথম ও শেষ উভয় যুগের জাগতিক ও আধ্যাত্মিক অবস্থার কথা বলা হয়েছে। আসহাবে কাহফ হচ্ছে তাদের প্রাথমিক

যুগের অবস্থার প্রতীকী বর্ণনা যখন তারা দুর্বল ছিল, আর ইয়া'জুজ-মাজুজ হচ্ছে আধেরী যামানায় তাদের পার্থিব উন্নতি ও রাজনৈতিক গৌরবের চিত্র। সূরাটি ইসলামের অনুসারীদের এই আশ্বাসবাণী শুনিয়ে পরিসমাপ্তি টেনেছে যে আল্লাহ্ তাআলা শেষ যুগে ইয়া'জুজ-মাজুজের অধার্মিকতা ও বিপর্যয় রোধ করার লক্ষ্যে একজন দ্বিতীয় যুলকারণাইনের আবির্ভাব ঘটাবেন। তিনি তৎকালীন মুসলমানদের ইয়া'জুজ-মাজুজের আক্রমণ থেকে রক্ষা করবেন। এই দ্বিতীয় যুলকারণাইন হচ্ছেন আহম্দীয়া জামায়াতের প্রতিষ্ঠাতা, যিনি হ্যরত মুহাম্মদ (সা:) এর উম্মতের অঙ্গভূক্ত এবং তাঁর (সা:) পূর্ণ অনুগত অনুসারী।

সূরা কাহফ যেহেতু একটি খুবই শুরুত্তপূর্ণ সূরা, তাই প্রসঙ্গত এর বিষয়বস্তুর আরো কতিপয় দিকের উল্লেখ করা প্রয়োজন। এতে বলা হয়েছে, আল্লাহ্ তাআলা তাঁর বান্দার প্রতি পবিত্র কুরআন অবতীর্ণ করেছেন, যাতে পূর্ববর্তী ত্রিশী গ্রন্থগুলোতে যে বক্রতা চুকে পড়েছে তা দূর করা যায়। এটা তাদের জন্য এক ভীষণ শাস্তির সতর্কবাণী উচ্চারণ করে যারা বলে, আল্লাহ্ পুত্র গ্রহণ করেছেন। এই সমস্ত লোক ইসলামকে শুণা করে এবং তাদের প্রারম্ভ এবং বর্তমান অবস্থা এক নয়। শুরুতে তারা খুবই দুর্বল ছিল এবং তাদের বিরুদ্ধে তীব্র বিরোধিতা হয়েছিল। আল্লাহ্ তাআলা তাদের প্রতি কৃপা করেন, তাদেরকে কষ্ট থেকে উদ্ধার করেন এবং উন্নতি ও স্বচ্ছতা লাভের পর তারা আল্লাহ্ ছাড়া অপরকে উপাস্য বলে গ্রহণ করে এবং আল্লাহহুয়ী না হয়ে তারা সম্পূর্ণভাবে পৃথিবীর দিকে বুঁকে পড়ে। মুসলমানদেরকে সতর্ক করে বলা হয়েছে, এথেকে তারা যেন শিক্ষা গ্রহণ করে। তাদের গৌরব ও প্রতিপত্তির সময় যেন আল্লাহকে ভুলে না যায়, বিশেষ করে আল্লাহর ইবাদতে তারা যেন শিথিল হয়ে না পড়ে। তারা যেন পার্থিব সম্পদ, সুখসংগ্রহ এবং আরামায়ায়েশের প্রতি অধিক মাত্রায় লালায়িত না হয়। খৃষ্টান জাতির পার্থিব গ্রিশ্বর্য এবং ক্ষমতা অন্য দিকে মুসলমানদের দীনহীন অবস্থার একটি তুলনামূলক চিত্র দুর্ব্যক্তির উদাহরণ দিয়ে বুঝানো হয়েছে। এদের মধ্যে একজন ধনী, অন্য জন দরিদ্র। ধনী লোকের দ্বিতীয় খৃষ্টান জাতি যারা তাদের ধনসম্পদের জন্য গর্বিত, কিন্তু গরীব লোক অর্ধাং মুসলমান জাতি সর্বাবস্থায় আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞ। পরিশেষে দেখা গেল, ধনী লোকটির উদ্যান একদিন সত্য সত্যই আল্লাহর কোপে পড়ে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়ে গেছে। তখন দেখা গেল, তার আর পূর্বের গৌরব নেই এবং সে নিজেই আফসোস আর ঘাট্টির মধ্যে আহাজারি করছে। এই পরিবর্তন কোন মানবীয় শক্তিতে নয়, বরং আল্লাহ্ কর্তৃক সম্পন্ন হবে। সূরাটিতে হ্যরত মুসা (আ:) এর কাশ্ফে প্রদর্শিত একাধিক বিষয়ের রূপক বর্ণনায় বুঝানো হয়েছে যে মুসায়ী শরীয়তের জ্ঞান, শিক্ষা ও সার্বিক উন্নতি পরবর্তী শরীয়তের জ্ঞান ও শিক্ষার তুলনায় নিতান্তই অকিঞ্চিতকর। এই পরবর্তী শরীয়ত 'ইসলাম' যার মাধ্যমে মুসায়ী শরীয়তের অপূর্ণ শিক্ষা পূর্ণতাপ্রাপ্ত হবে এবং তা অধিঃপতিত এবং ক্ষয়িয়ত খৃষ্টান জাতির ভস্তৃপ্ত হতে বিজয়ীর বেশে উপ্থিত হবে। খৃষ্টান জাতির উত্থানপতন এবং মুসলমানদের পুনর্জীবনের এই ইঙ্গিত প্রদানের পর সূরাটিতে মুসলমানদের সাফল্য ও তৎপরবর্তী অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে। বলা হয়েছে, এক সময় আসবে যখন মুসলমানরা সত্যকার ধর্ম থেকে মুখ ফিরিয়ে নিবে এবং শুধুমাত্র পার্থিব গ্রিশ্বর্য ও ক্ষমতার পিছনে সার্বিকভাবে ধাবিত হবে। তাদের তৎকালীন হীন অবস্থার শাস্তি প্রদানর্থে আল্লাহ্ তাআলা পুনরায় খৃষ্টান জাতিকে সাফল্য ও অগ্রগতি দান করবেন, যারা কিছুকালের জন্য দক্ষিণ এবং পূর্বাঞ্চলসমূহে অংসর হওয়া থেকে বিরত ছিল। সেই সময় পৃথিবীতে এক মহা বিপর্যয় উপস্থিত হবে, পৃথিবীর বিভিন্ন জাতি দৃটি পরম্পর বিরোধী শিবিরে বিভক্ত হয়ে একে অপরের বিরুদ্ধে দণ্ডযামান হবে। পাপ এবং অনাচারে পৃথিবী ছেয়ে যাবে এবং অন্যায় ও বিদ্রোহ দ্রুত বর্ধিত হবে। অবস্থা যখন এইরূপ চরমে পৌছবে তখন আল্লাহ্ তাআলা স্থীয় অনুযায়ে এমন অবস্থার সৃষ্টি করবেন যার ফলে এই বিরাট ধ্বংসযজ্ঞ শুভ পরিণতির দিকে মোড় নিবে। এই বিষয়টির প্রতি ইঙ্গিত করে বলা হয়েছে, সেই সব লোক যারা তখন ইয়া'জুজ-মাজুজ এর বিপ্লব প্রতিরোধ করে আল্লাহর যমীনে শাস্তি স্থাপন করবেন তারা হলেন হ্যরত মুহাম্মদ (সা:) এর খাঁটি অনুসারী (দি লারজার এডিশন অব দি কমেন্টারীয় ১৪৭৪-১৪৮০ পৃষ্ঠা দ্বষ্টব্য)।

سُورَةُ الْهَجِفِ مِكْتَبَةٌ وَهِيَ مَعَ الْبِسْمَلَةِ مِائَةٌ وَأَخْدُو عَشْرَةً أَيْةً وَشَانَاعَشَ رُكْوَعًا

## সূরা আল কাহফ-১৮

মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহসহ ১১১ আয়াত এবং ১২ রুক্ত

১। ﴿আল্লাহর নামে, যিনি পরম করণাময়, অযাচিত-অসীম দানকারী, বার বার কৃপাকারী।

★ ২। ﴿সকল প্রশংসনা আল্লাহরই, যিনি তাঁর বান্দার প্রতি এ কিতাব অবতীর্ণ করেছেন আর তার বা এর মাঝে কোন বক্রতা রাখেননি।﴾

৩। (তিনি তাকে বা এটিকে) তত্ত্বাবধায়করণপে<sup>১৬৬২</sup> (অবতীর্ণ করেছেন) যেন 'সে বা এটি তাঁর পক্ষ থেকে (মানুষকে) এক কঠোর আয়াব সম্বন্ধে সতর্ক করে এবং সৎকর্মশীল মুম্মিনদের সুসংবাদ দেয়। নিশ্চয় তাদের জন্য রয়েছে এক উত্তম প্রতিদান।

৪। তারা এ (প্রতিদানের স্থানে) চিরকাল থাকবে।

৫। আর সে যেন তাদের সতর্ক করে 'যারা বলে, 'আল্লাহ এক পুত্র গ্রহণ করেছেন'<sup>১৬৬৩</sup>।'

৬। এ বিষয়ে তাদের 'কোন জ্ঞানই নেই এবং তাদের পূর্ব পূর্বদেরও ছিল না। তাদের মুখ থেকে যা বের হচ্ছে তা এক 'বড়' (ভয়ঙ্কর) কথা। তারা মিথ্যা ছাড়া আর কিছুই বলছে না।

দেখুন ৪. ক. ১৪১ খ. ২৫৪২; ৫৭৪১০ গ. ১৭৪১০, ১১ ঘ. ১৭৪১১২; ১৯৪৩৬; ২১৪২৭; ২৫৪৩; ৩৯৪৫; ৭২৪৪ ঙ. ২২৪৭২; ৪০৪৪৩ চ. ১৯৪১৯, ৯২।

★ 'লাহু' এর 'হু' সর্বনামটি এ কিতাবের বাহক আল্লাহর দাস মহানবী (সা:) আর এ কিতাব (কুরআন) উভয়ের ক্ষেত্রে সমভাবে প্রযোজ্য। কাজেই এমন কোন সর্বনামের মাধ্যমে 'লাহু' শব্দটির অনুবাদ করা যান না যা উভয়ের ক্ষেত্রে একই সাথে প্রযোজ্য হতে পারে। 'আল্লাহ' এর মাঝে কোন বক্রতা রাখেননি'-এরপ অনুবাদ করলে মহানবী (সা:) উক্ত বিশেষত্ব থেকে বাদ পড়ে যান। আবার 'তিনি তার মাঝে কোন বক্রতা রাখেননি'-এরপ অনুবাদ করা হলে 'এ কিতাব' উক্ত বিশেষত্ব থেকে বাদ পড়ে যায়। এ সমস্যার সমাধানে আয়াতটির এভাবে অনুবাদ করা হলো (মাওলান শের আলী সাহেবের ইংরেজিতে অনুবাদকৃত কুরআন করীমের পরিশিষ্ট হয়েরত খলীফাতুল মসীহ রাবে' (রাহে:) কর্তৃক প্রদত্ত চীকা দ্রষ্টব্য)।

১৬৬২। 'কায়য়েম' অর্থাৎ তত্ত্বাবধায়করণপে পবিত্র কুরআন দ্বৈত কর্তব্য পালন করে। এটা পূর্ববর্তী ধর্মগ্রন্থের উপর তত্ত্বাবধায়করণপে সেগুলোর মধ্যে প্রক্ষিপ্ত তুল্বার্তাসমূহ সংশোধন করে এবং এটা ভবিষ্যত মানবজাতির উপরও তত্ত্বাবধায়করণপে বিদ্যমান রয়েছে। কারণ এটা তাদের আত্মিক পরিচয়ার ব্যবস্থাও নিজের উপর ন্যস্ত করে এবং পরিচালিত করে সেই পথে যা মানব জীবনের সর্বোচ্চ ও মহোত্তম উদ্দেশ্য উপলক্ষ করার স্তরে পৌছে দেয়।

১৬৬৩। কুরআন মজীদকে প্রথমে সতর্কবাণী উচ্চারণকারী, তৎপর সুসংবাদদানকারীরূপে উল্লেখ করা হয়েছে (আয়াত-৩) এবং পরে পুনর্বার বর্তমান আয়াতে, 'সে যেন তাদের সতর্ক করে' বলা হয়েছে। অবিশ্বাসীদেরকে দুবার সাবধান করা হয়েছে এবং দু' সতর্কবাণীর মধ্যখানে বিশ্বাসী বা মুম্মিনদের শুভ সংবাদ দান করা হয়েছে। এই দ্বিভাগবিশিষ্ট সতর্কবাণীর মধ্যভাগে মুসলমানদের জন্য সুসংবাদের ভিতরে তিনিটি ভবিষ্যদ্বাণী নিহিত রয়েছেঃ (ক) মহানবী হ্যরত মুহাম্মদ মুস্তাফা (সা:) এর জীবদ্ধশায় তাঁর বিরুদ্ধবাদীদের ছত্রভঙ্গ অবস্থায় পরাজয় এবং ধ্বন্দ্ব, (খ) শক্তি ও গৌরবের সাথে মুসলমানের বিশ্বয়কর উত্থান, এবং (গ) যশ ও গৌরবের বিলুপ্তির পর সেই জাতিসমূহের জন্য শান্তি অবধারিত, যারা বলে 'আল্লাহ এক পুত্র গ্রহণ করেছেন।'

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ ①

الْحَمْدُ لِلّٰهِ الرَّبِّ الْعَظِيمِ  
الْحَمْدُ لِلّٰهِ الرَّبِّ الْعَظِيمِ ②

قَيْمًا لِيُنْذِرَ بَاسَ شَيْءًا مِمْنَ لَدُنْهُ  
وَيَبْشِّرُ الْمُؤْمِنَاتِ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ  
الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا ③

مَا كَيْثِيَتْ فِينِوْ آبَدًا ④

وَيُنْذِرَ الَّذِينَ قَاتُوا تَحْكَمَ اللّٰهُ وَلَدًا ⑤

مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا يَأْتِيهِمْ  
كَبَرَتْ كَلِمةٌ تَخْرُجُ مِنْ آفَوَاهِهِمْ  
إِنْ يَقُولُونَ إِلَّا كَذَبًا ⑥

৭। অতএব তারা এ (মর্যাদাপূর্ণ) বাণীর প্রতি ইমান না আনলে তুমি কি তাদের জন্য দুঃখ করে নিজেকে বিনাশ করে<sup>১৬৪</sup> ফেলবে?

৮। পৃথিবীতে যা-ই আছে তা আমরা নিশ্চয় এর (অধিবাসীদের) জন্য সৌন্দর্যরূপে<sup>১৬৫</sup> সৃষ্টি করেছি যাতে করে আমরা তাদেরকে পরীক্ষা করে দেখি তাদের মাঝে কর্মে কে সবচেয়ে উত্তম।

৯। “আর এ (পৃথিবীতে) যা-ই রয়েছে নিশ্চয় আমরা তা (ধর্ম করে) এটিকে (একদিন) বিরান ভূমিতে পরিণত করবো<sup>১৬৬</sup>।

১০। তুমি কি মনে কর, আমাদের নির্দশনাবলীর মাঝে গুহাবাসীরা<sup>১৬৬</sup>-ক এবং শিলালিপির লেখকরা এক অদ্ভুত নির্দশন<sup>১৬৭</sup> ছিল?<sup>★</sup>

দেখুন : ক. ২৬৪৪ খ. ৫৪৯; ৬১৬৬; ১১৪৮; ৬৭৩ গ. ১৮৪১।

১৬৬৪। ‘বা-খেউন’ (সকর্মক ক্রিয়া বিশেষ) ‘বাখাআ’ থেকে উৎপন্ন, যার অর্থ, সে যথোপযুক্তভাবে এটা করলো। নিজের জাতির আধ্যাত্মিক মঙ্গলের জন্য নবী করীম (সা:) এর উদ্দেশ্য ও উৎকর্ষার একটি জোরালো প্রমাণ এই আয়াত। তারা যে ঐশ্বীবাণী ও শিক্ষার বিরোধিতা করেছে এবং তা প্রত্যাখ্যান করেছে সে জন্য তাঁর মর্মবেদনা তাঁকে প্রায় মৃত্যুর নিকটবর্তী করে দিয়েছিল। আল্লাহ্ তাআলার নবী ও রসূলগণ পরম মেহময়ী ও হিতাকাঞ্জিনী মাঝের ন্যায় মানবের প্রতি অশেষ দয়া ও করুণা প্রদর্শন করে থাকেন। তাঁরা মানবজাতির জন্য নিদারুণ দুঃখ পান এবং আকুল ত্রুট্য করেন এবং মর্মবেদনায় কাতর হয়ে পড়েন। কিন্তু অকৃতজ্ঞ মানুষ, তাদের মঙ্গলের জন্য আল্লাহ্ তাআলার নবীগণ নিদারুণ কষ্ট পেয়ে থাকেন, তারাই আল্লাহর নবীগণকে নির্যাতন, উৎপীড়ন করে এবং হত্যারও ঘড়িয়ে করে থাকে।

১৬৬৫। আল্লাহ্ তাআলার সৃষ্টি অগণিত বস্তুসমূহের মধ্যে একটিও এমন নেই যার বিশেষ ব্যবহার বা কার্যকারিতা নেই অথবা যার কোন উপকারিতা নেই। সকল সৃষ্টি বস্তুই মানবজীবনের সৌন্দর্য বৃদ্ধির সহায়। মুসলমানদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে, সর্বদাই তারা যেন এই আয়াতের সরল শব্দগুলোর অন্তর্নিহিত মহান সত্যকে মনে রাখে এবং প্রকৃতির মধ্যে লুকায়িত মহান তত্ত্ব আবিষ্কারে গভীর গবেষণায় তাদের সময় ও শক্তি নিয়োজিত করে এবং এর (প্রকৃতির) উপাদান এবং উৎসের অসংখ্য গুণ ও বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে পুঞ্চাগুপ্তজ্ঞরূপে গবেষণা করে।

১৬৬৬। এই আয়াতে একটি ভবিষ্যদ্বাণীর ইঙ্গিত রয়েছে যে পাশ্চাত্যের খ্টানজাতিগুলো অর্থসম্পদ, ক্ষমতা ও রাজ্য অর্জনের পর এবং বহু আবিষ্কার ও উদ্ভাবন দ্বারা আল্লাহর যমীনকে কুরআন ও হাদীসের বিবরণ অনুযায়ী এবং বাইবেলে উল্লিখিত আল্লাহর নবী-রসূলগণের মুখ নিঃস্তু ভবিষ্যদ্বাণীসমূহ অনুযায়ী অন্যায়, অবিচার ও পাপাচারে আচ্ছন্ন করে ফেলবে। তখন আল্লাহ্ তাআলার ক্রোধ উত্তোজিত ও সক্রিয় হয়ে উঠবে। ফলে সুদূর বিস্তৃত চরম দুর্দশাপূর্ণ বিপদাবলী পৃথিবীতে নেমে আসবে এবং তাদের (খ্টান জাতিগুলোর) উন্নতির অগ্রযাত্রা এবং তাদের সকল সৃষ্টি ও কর্ম, তাদের অত্যুচ্চ ইমারতসমূহ, তাদের দেশ এবং তাদের সমস্ত শৌরিব, আঘাতিতা এবং সকল জাঁকজমক সম্পূর্ণরূপে ধৰ্ম হয়ে যাবে।

১৬৬৬-ক। ‘আসহাবুল কাহফ’ শব্দের বিভিন্ন অর্থ করা হয়েছে, যেমন— ‘গুহাবাসী জাতি’, ‘পর্বত-গুহার লোক সকল’, ‘গুহার সঙ্গী বা সাথী’, ‘গুহার অধিকারী’ এবং ‘গুহার অধিবাসীগণ’।

১৬৬৭। এই আয়াত মৌলগ করেছে যে গুহার অধিবাসীবৃন্দ কোন আশ্র্য বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত ছিল না। তাদের সম্পর্কে এমন কিছুই ছিল না যাকে সাধারণ প্রাকৃতিক নিয়মের ব্যতিক্রম বলা যেতে পারে। তাদেরকে কেন্দ্র করে অনেক উন্নত কাহিনী রচনা করা হয়েছে। উল্লেখযোগ্য গল্প হচ্ছে “সেভেন প্রিপার্স” যা মিঃ গিবন প্রণীত “ডিক্রাইন এন্ড ফল অব দি রোমান এম্পায়ার” পুস্তকে লিপিবদ্ধ রয়েছে, যা গুহাবাসী সম্বন্ধে রহস্য সমাধানে গুরুত্বপূর্ণ সূত্র যোগান দেয়। গিবন লিখেছেন “যখন স্বার্য ডিসিয়াস খ্টানদেরকে নির্যাতন করেছিল এফিসাসের সাত জন অভিজাত যুবক নিকটস্থ এক প্রশস্ত গভীর গিরিশুভাতে আঘাতে পুরণ করেছিল। সেখানেই তারা যালেম কর্তৃক মৃত্যু দণ্ডিত হয়েছিল। সে হৃকুম দিয়েছিল, গিরিশুভাত প্রবেশ পথটি বিশাল পাথরের সূত্র দ্বারা বন্ধ করে দেয়া হোক। এটা এখন প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক সত্য যে প্রাথমিক যুগের খ্টানদের আল্লাহর একত্বাদে বিশ্বাসের কারণে পৌতলিক রোমান স্ন্যাটদের হাতে অবর্ণনীয় যুলুম-নির্যাতন ভোগ করতে হয়েছিল। এই অমানুষিক অত্যাচার আরম্ভ হয়েছিল কুখ্যাত রোম স্ন্যাট ‘নীরু’র রাজত্বকালে, যার সম্বন্ধে কথিত আছে, সে রোম শহর আগুনে জ্বালিয়ে দিয়েছিল। সভ্যতার এবং জ্ঞানের পাদপীঠ রোম শহরে যখন আগুন জ্বলছিল নীরু তখন বাঁশি

فَلَعْلَكَ بِإِخْرَاجِ نَفْسَكَ عَلَى أَثَارِ هُمَّا  
لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَا إِلَّا الْحَدِيثُ أَسْفًا

إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِيَّةً لَّهُ  
لِنَبْلُو هُمْ أَيْهُمْ أَخْسَنُ عَمَلاً

وَإِنَّا لَجَاعَلْنَاهُ مَا عَلَيْهِمْ صَعِيدًا  
جُرْزًا

أَمْ حَسِبَتْ أَنَّ أَصْلَحَبَ الْكَهْفِ ذَهَابِ  
الرَّقِيمِ، كَانُوا مِنْ أَيْتَمَا عَجَبًا

১১। কয়েকজন যুবক যখন প্রশংস্ত গুহায় আশ্রয় নিয়েছিল তখন তারা বলেছিল, ‘হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! তোমারই কাছ থেকে আমাদেরকে (বিশেষ) কৃপা দান কর এবং আমাদের বিষয়ে আমাদেরকে সঠিক পথ দেখাও’।

★ ১২। অতএব আমরা কয়েক বছরের<sup>১৬৬</sup> জন্য তাদেরকে সেই প্রশংস্ত গুহায় (বাইরের জগতের খবর) শুনা থেকে নিবৃত্ত রাখলাম।\*

إذَا وَيْدَ أَفْتَيْهُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا  
رَبَّنَا إِنَّا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَّهَيْئَ  
لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا<sup>(۱)</sup>

### فَضَرَبَنَا عَلَى أَذَانِهِ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَادًا<sup>(۲)</sup>

বাজাচ্ছিল। এই যুলুম ও নিপীড়ন সাময়িক বিরতির পর পর চলছিল। প্রায় চল্লিশ বছরের সংক্ষিপ্ত অবকাশের পর এই নির্যাতন প্রচও ক্রোধ ও প্রতিহিংসায় নতুন করে পূর্ণদিমে শুরু হয়েছিল স্বার্ট ডিসিয়াসের আমলে। সে প্রাচীন রোমের ধর্মীয় অনুশাসন পুনঃ স্থাপন করতে চেয়েছিল এবং এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য নিয়মিতভাবে খৃষ্টানদেরকে সম্পূর্ণ ধ্বংস বা নির্মূল করা আবশ্য করেছিল। বিশেষত ৩০৩ খ্রিস্টাব্দে ডাইওক্লিশিয়ানের (Diocletian) অনুশাসন খৃষ্টানদেরকে সকল মাত্রা ছাড়িয়ে গিয়েছিল। এই অনুশাসনের বলে সাম্রাজ্যের সকল প্রদেশে খৃষ্টান উপাসনালয়গুলো (গির্জাসমূহ) ভেঙ্গে ধ্বংস করে ফেলা হয়েছিল, তাদের পরিত্র কিতাবাদি প্রকাশে পুড়িয়ে ফেলা হয়েছিল, গির্জার সম্পত্তিসমূহ বাজেয়াঙ্গ করা হয়েছিল এবং খৃষ্টানদেরকে নিরাপত্তাবিহীন অবস্থায় বহিক্ষার করা হয়েছিল পুড়িয়ে ফেলা হয়েছিল, গির্জার সম্পত্তিসমূহ বাজেয়াঙ্গ করা হয়েছিল এবং খৃষ্টানদেরকে নিরাপত্তাবিহীন অবস্থায় শিকার খৃষ্টানরা (গিবনস্ রোমান এমপায়ার, এনসাইক্লো ব্রিট এন্ড স্টোরি অব রোম)। এই নিষ্ঠুর ও অমানুষিক নির্যাতনের অসহায় শিকার খৃষ্টানরা (গিবনস্ রোমান এমপায়ার, এনসাইক্লো ব্রিট এন্ড স্টোরি অব রোম)। এই উদ্দেশ্যে তারা নিজেদেরকে রক্ষা করার জন্য রোমের ভূগর্ভস্থিত সমাধিগুপ্তে আস্থাগোপন করার জন্য আশ্রয় নিয়েছিল। এই উদ্দেশ্যে তারা ক্যাটাকোম্বগুলোকে বিশ্বাসেরভাবে উপযোগী করে নিয়েছিল, বিশ্বাসযুক্তি রাস্তার গোলক ধাঁ ধাঁ সৃষ্টি করেছিল এবং নানা স্থানে অসংখ্য ছোট ছোট কুঠুরী লুকিয়ে থাকার স্থান তৈরি করে রেখেছিল যাতে অন্ধকারে পশ্চাদ্বাবনকারীরা তাদের অবস্থান ঠাহর করতে না পারে। ক্যাটাকোম্বগুলোতে উৎকীর্ণ শিরোনাম থেকে প্রতীয়মান হয় যে প্রাথমিক খৃষ্টানরা অবচিল একেব্রহ্মবাদী ছিল। শিলালিপিগুলোতে হ্যরত ইস্মাইল (আঃ)কে একজন মেষপালক অথবা আল্লাহর পয়গম্বররূপে এবং তাঁর মাতা মরিয়মকে মাত্র একজন ধার্মিক স্ত্রীলোকরূপে উল্লেখ করা হয়েছে। এও দৃষ্টিগোচর হয় যে খৃষ্টানরা ‘ক্যাটাকোম্ব’ আশ্রয় নিয়েছিল তারা প্রবেশ পথের মুখে কুকুর রাখতো যেন সেগুলো আগস্তুকের আগমন বার্তা চিঙ্কার করে ঘোষণা করতে পারে। এরপে গুহার অধিবাসী সম্পর্কে বর্ণিত বিষয়টি প্রকৃতপক্ষে প্রাথমিক যুগের খৃষ্টানজাতির ইতিহাস তুলে ধরে এবং প্রমাণ করে, তোহীদে বিশ্বাসের কারণে তারা কীরুপ অবর্ণনীয় নিপীড়ন ও নির্যাতন ভোগ করেছিল। ১৮ আয়াতে উল্লেখিত পিরিগুহার অবস্থান ও বিবরণ গুরুত্বের দিক দিয়ে দ্বিতীয় পর্যায়ের। এটি অন্যান্য স্থানের গিরিগুহার তুলনায় রোমের ক্যাটাকোম্বসমূহ সবচেয়ে পূর্ণভাবে, বিস্তারিতভাবে এবং যথাযথ ও নির্ভুলভাবে প্রযোজ্য।

গুহাবাসীদের ঘটনা অ্যারিম্যাথিয়া যোসেফ এবং তার সঙ্গীগণ সম্পর্কেও প্রয়োগ করা যেতে পারে। মালমেসবারির উইলিয়ামের মতে সেন্ট ফিলিপ কর্তৃক যোসেফ বৃটেনে প্রেরিত হয়েছিলেন এবং সমারসেট শায়ারে ছোট একটি দ্বীপ তাকে দেয়া হয়েছিল। সেখানে ক্ষুদ্র ডালপালা দিয়ে তিনি বৃটেনের প্রথম খৃষ্টান গির্জা তৈরি করেন, যা পরবর্তী সময়ে প্লাস্টনবারী মঠরূপে পরিণত হয়। অন্য এক বিবরণ মতে, উদ্দেশ্যবিহীনভাবে ভ্রমণ করে যোসেফ ৬৩ খ্রিস্টাব্দে বৃটেনে পৌঁছেন। লোক-কাহিনী অনুযায়ী প্লাস্টনবারী (Glastonbury) এর প্রথম গির্জা (ডালপালা দ্বারা তৈরি দেয়াল ও ছাদের গৃহ) সেন্ট ফিলিপ কর্তৃক গাউল (Gaul) হতে বৃটেনে প্রেরিত খৃষ্টের দাদশ শিশুর নেতৃত্বে এরিম্যাথিয়া (Arimathaea) যোসেফ নির্মাণ করেছিলেন (এনসাইক্লো ব্রিট, ১০ম ও ১৩শ সংস্করণ, ‘যোশেফ অব এরিম্যাথিয়া’ এবং ‘প্লাস্টনবারী’ অধ্যায়)। সর্বশেষ তত্ত্ব মতে, যা ‘ডেড সী স্ক্র্ল’ বা মৃত সাগরে প্রাণ, যেখানে প্রাথমিক যুগের খৃষ্টানরা আশ্রয় নিয়েছিল এবং যেখানে তারা নিজেদের ধর্মবিশ্বাস ও শিক্ষা লিপিবদ্ধ করার কাজে নিয়োজিত ছিল- তা মৃত সাগরের নিকটবর্তী উপত্যকার গুহাগুলোকে নির্দিষ্ট করে।

‘গুহা’ এবং ‘ফলক শিলালিপি’ খৃষ্টীয় বিশ্বাসের দুটি বিশিষ্ট প্রতিরূপ প্রকাশ করে, অর্থাৎ আত্ম্যাগ এবং পার্থিব জগত থেকে প্রত্যাহারকে ধর্মরূপে গ্রহণ করার পর থেকে খৃষ্টধর্ম যাত্রা শুরু করেছিল এবং পরিণামে সমাপ্তি টেনেছে পার্থিব বিষয়ে সম্পূর্ণ নিমজ্জিত ধর্মরূপে (দি লারাজার এডিশন অব দি কমেন্টেরীও দ্রষ্টব্য, পৃষ্ঠা ১৪৮৬-১৪৯০)।

★[‘আসহাবুর রকীম’ এর অর্থ হলো ‘শিলালিপির লেখকরা’]। এরা তাদের গুহায় গুরুত্বপূর্ণ লেখা ছেড়ে এসেছিল। এ বিষয়ে বর্তমান যুগে ইউরোপবাসীরা অনেক গবেষণা করেছে। এ আয়াতটিতে এক অলোকিকতা রয়েছে। মহানবী (সা:) গুহাবাসীদের সম্পর্কে হ্যাত জানতেন। কিন্তু শিলালিপির লেখক এ কথা বলা একমাত্র অদৃশ্য সম্পর্কে জ্ঞাত খোদা না জানালে মহানবী (সা:) এর পক্ষে এ বিষয়টি জানা কখনো সম্ভব ছিল না। (হ্যাত খলীফাতুল মসীহ রাবে) কর্তৃক উর্দ্ধতে অনুদিত কুরআন করীমে প্রদত্ত টীকা দ্রষ্টব্য)]।

১৬৬৮। আরবী বাক্য ‘যারাবা আলা উয়নিহী’ অর্থ সে তাকে শ্রবণ করতে বাধা দিয়েছিল। কুরআনের বাক্য “অতএব আমরা কয়েক বছরের জন্য তাদেরকে সেই প্রশংস্ত গুহায় (বাইরের জগতের খবর) শুনা থেকে নিবৃত্ত রাখলাম” এর অর্থ এরূপও হয়, ‘কোন শব্দ তাদের কানে প্রবেশ করতে না দিয়ে যাতে তাদের নিদ্রা ভঙ্গ হতে পারতে তাদেরকে আমরা নির্দিত রেখেছিলাম, (লেইন)। আক্ষরিকভাবে আয়াতের অর্থ ‘কোন শব্দ তাদের কানে প্রবেশ করতে বাধা দিয়েছিলাম বা কানে প্রবেশ করতে দেইনি, অর্থাৎ বহুকালব্যাপী তারা বহির্জগতের ঘটনাবলী থেকে সম্পূর্ণ বিছ্বস্ত রয়েছিল এবং সেখানে কি ঘটেছিল কিছুই জানতো না বা শুনতো না।

- ১ | এরপর আমরা তাদের উথিত করলাম যাতে কতকাল  
[১৩] তারা (সেখানে) ছিল এ বিষয়ে উভয় দলের<sup>১৬৬৯</sup> মাঝে কারা  
১৩ বেশি সঠিক হিসাব রেখেছে তা আমরা জানতে পারি।

১৪ | আমরা তাদের গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ তোমার কাছে  
সঠিকভাবে বর্ণনা করছি। নিশ্চয় তারা ছিল কয়েকজন যুবক,  
যারা তাদের প্রভু-প্রতিপালকের প্রতি ঈমান এনেছিল। আর  
আমরা হেদায়াতে তাদের অগ্রগামী করলাম<sup>১৬৭০</sup>।

১৫ | আর তারা যখন (সংকল্পবন্ধ হয়ে) দাঁড়িয়ে গেল (তখন)  
আমরা তাদের হন্দয়কে দৃঢ়<sup>১৬৭১</sup> করে দিলাম। এরপর তারা  
বললো, ‘আমাদের প্রভু-প্রতিপালকতো আকাশসমূহের ও  
পৃথিবীর প্রভু-প্রতিপালক। আমরা তাঁকে ছাড়া অন্য কাউকে  
কখনো উপাস্যরূপে ডাকবো না। (এমনটি করলে) নিশ্চয়  
আমরা মারাত্মক এক অসঙ্গত কথা বলবো’।

১৬ | এরাই হলো আমাদের জাতি যারা তাঁকে ছেড়ে অন্যান্য  
উপাস্য গ্রহণ করেছে<sup>১৬৭২</sup>। এরা কেন তাদের পক্ষে কোন  
অকাট্য প্রমাণ উপস্থিত করে না? অতএব ‘যে আল্লাহ সম্পর্কে  
মিথ্যা বানিয়ে বলে তার চেয়ে বড় যালেম আর কে হতে  
পারে?’

দেখুন : ক. ৮:৩; ৪:১৮ খ. ২:১২৫; ২:৪:৪ গ. ১:৪:৪; ৭:৩৮; ১:৪:১৮; ১:৪:১৯।

★ [এখানে ‘সিনী’ দ্বারা ৯ বছর বুঝায়। কেননা এটা ‘সানাতুন’ এর ‘জয়া কিল্লাত’ (বহুবচন)। এটা ৩ থেকে ৯ সংখ্যার জন্য ব্যবহৃত হয়ে থাকে। যদিও একেশ্বরবাদী খৃষ্টানদের গুহায় আশ্রয় নিয়ে নিজেদের ঈমান রক্ষা করার কাল ৩শ’ বছর থেকে কিছুটা বেশি, তথাপি কার্যত তারা ৯ বছরের বেশি সময় গুহায় থাকেন। কেননা ৩শ’ বছরের বিভিন্ন সময় যখন বিরুদ্ধাচরণ কর করা হতো তখন তারা গুহা থেকে বেরিয়ে আসতো। (হ্যারত খ্লীফতুল মসীহ রাবে’ (রাহে): কর্তক উর্দ্ধতে অনুদিত কুরআন করীমে প্রদত্ত টীকা দ্রষ্টব্য)]

১৬৬৯। প্রাথমিক যুগের খ্স্টানরা দুদলে বিভক্ত হয়েছিল : (ক) যারা মনোভাব গোপন করা বা কপট আচরণের মাধ্যমে ভিন্ন অবস্থার ভান করা পছন্দ করতো না এবং কুফরী ও পৌত্রিকার প্রতি আপোষাহীন ছিল। তারা ঈমানের জন্য ধৈর্য এবং বীরত্বপূর্ণ সহিষ্ণুতার সাথে নির্যাতন ও নিপীড়নের শিকার হয়েছিল এবং একই পর্বত-গুহাতে আশ্রয় গ্রহণ করেছিল, (খ) যারা বিচক্ষণতাকে সাহসিকতার চেয়ে শ্রেণ ও শুভ মনে করে তাদের ঈমানকে গোপন করেছিল এবং অত্যাচার থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করেছিল। ‘দুই দল’ ‘যালেম ও ময়লুম’ (অত্যাচারী ও অত্যাচারিত) এর প্রতি ও ইশারা করতে পারে।

১৬৭০। এই আয়াত ব্যক্ত করছে, রসূল করীম (সাঃ) এর সময়ে গুহা বাসীদের সম্বন্ধে বহু কল্লনাস্ত্র উদ্ভিদ কাহিনী প্রচলিত ছিল। যাহোক তাদের সম্পর্কে আসল সত্য হলো, তারা (গুহার অধিবাসী) সচরিত্র তরঙ্গ ছিলেন, তারা তাদের প্রভুর খাতিরে জীবনের সর্বস্ব বাজি রেখেছিলেন। যুলুম-অত্যাচারের মধ্য দিয়ে তাদের ঈমান দৃঢ়ভাবে পূর্ণতাপ্রাপ্ত হয়েছিল।

১৬৭১। যদিও তাদের জাতির লোকেরা তাদের বিরোধী ছিল এবং নির্মমভাবে তাদেরকে নির্যাতন করেছিল, তথাপি তারা আসহাবে কাহফকে (গুহাবাসীদেরকে) ভীতি প্রদর্শন করে বশে এনে ধর্মত্যাগে বাধ্য করতে পারেন। আল্লাহ তাআলা তাদের হন্দয়কে দৃঢ় ও শক্তিশালী করে দিয়েছিলেন এবং তাদেরকে করেছিলেন অটল বিশ্বাসী।

১৬৭২। আসহাবে কাহফের জাতির অন্যান্য লোকেরা পৌত্রিক ছিল। রোমবাসীরাও তা-ই ছিল।

شَمَّ بَعْثَنَهُمْ لِتَعْلَمَ آيَيُ الْجِزَّابَيْنِ ،  
أَخْضَى لِمَا لَيْثُوا أَمَدًا<sup>১৬</sup>

تَحْنُ نَقْصُ عَلَيْكَ نَبَاهُمْ بِالْحَقِّ ،  
إِنَّهُمْ فَشِيهَةٌ أَمْنُوا إِرْتِهْمَةً وَزَدْ نَهْمَ  
هُدَى<sup>১৭</sup>

وَ رَبَطْنَا عَلَ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا  
فَقَالُوا زَارَنَا رَبُّ السَّمُوتِ وَأَلَّا زَرَ  
لَنْ تَدْعُونَا مِنْ دُوَيْنَهِ إِلَهًا لَقَدْ  
قُلْنَا رَادًا شَطَطًا<sup>১৮</sup>

هُؤُلَاءِ قَوْمَنَا اتَّخَذُوا مِنْ دُوَيْنَهِ  
إِلَهَةَ ، لَوْلَا يَأْتُونَ عَلَيْهِمْ بِسَلْطَنَ  
بَيْنِ ، فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ أَفْتَرَى عَلَى  
الْمُوْكِذِينَ<sup>১৯</sup>

১৭। 'আর তোমরা যখন তাদেরকে এবং আল্লাহকে ছেড়ে তারা যাদের উপাসনা করে (তাদের) পরিহার করেছে সেক্ষেত্রে তোমরা (এখন) আশ্রয় নেয়ার জন্য এ প্রশংস্ত গুহার দিকে চলে যাও<sup>১৬৭৩</sup>। তোমাদের প্রভু-প্রতিপালক তোমাদের জন্য তাঁর করণার (কোন এক পথ) খুলে দিবেন এবং তোমাদের জন্য তোমাদের কাজ সহজ করে দিবেন।'

- ★ ১৮। আর তুমি সূর্যকে যখন উঠতে দেখ তখন (তা) তাদের শুহা অতিক্রম করে ডান দিকে সরে যায় এবং যখন তা ঝুবে যায় তখন (তা) তাদেরকে অতিক্রম করে বাম দিকে সরে যায়। তারা এর মাঝখানে এক প্রশংস্ত জায়গায় ছিল<sup>১৬৭৪</sup>। এ হলো আল্লাহর নির্দশনাবলীর অন্যতম। **ক**-আল্লাহ যাকে হেদায়াত দেন সে-ই হেদায়াতপ্রাণ হয় এবং তিনি যাকে ২  
[৫] পথভ্রষ্ট সাব্যস্ত করেন তার জন্য তুমি কোন পথ প্রদর্শনকারী  
১৪ বস্তু খুঁজে পাবে না।

১৯। আর তারা জেগে আছে বলে তুমি মনে করছ, অথচ তারা ঘুমিয়ে আছে<sup>১৬৭৫</sup>। ★ আর আমরা তাদেরকে ডানদিকেও

দেখুন : ক. ১৬১৭১; ১৭১০৮; ৩৯৩৭-৩৮।

১৬৭৩। এই আয়াত এই বাস্তব ঘটনাই প্রকাশ করে যে এই সকল একেশ্বরবাদী যুবক ছত্রভঙ্গ কিছু ব্যক্তি ছিল না বরং সংস্কৃত ও শৃঙ্খলাপূর্ণ ধর্মীয় জামাতের সদস্য ছিল, যারা আয়ই গোপনে মিলিত হতো। এই আয়াত ব্যক্ত করে, এই সকল যুবক যখন নিজেদের মধ্যে শুহায় আশ্রয় নেয়ার কথা বলাবলি করতো তখন নির্দিষ্ট কোন শুহা তাদের মনে থাকতো। এই শুহা নির্দয় মালিকদের নিকট থেকে পালিয়ে আসা রোমীয় কৃতদাসগণ কর্তৃক পূর্বে আশ্রয়স্থলরূপে ব্যবহৃত হয়েছিল বলে মনে হয়। 'আর তোমরা যখন তাদেরকে পরিহার করেছ' ব্যক্ত করে যে তারা পূর্বেই কঠোর সামাজিক ব্যক্তিতে শিকার হয়েছিল এবং তারা তাদের গোত্র হতে পৃথক্কভাবে ইমান এনেছিল যারা শ্রেণীবদ্ধ হয়ে বাস করেছিল।

১৬৭৪। এ হলো উক্ত শুহার ভৌগোলিক অবস্থান ব্যক্ত হয়েছে। মনে হয় শুহাটি এমনভাবে অবস্থিত ছিল যে তা উত্তর-পশ্চিমমুখী ছিল। কারণ সূর্য প্রদক্ষিণের পথ অর্থাৎ সূর্য কিরণ পতিত হওয়ার স্থান শুহার ডানদিকে এবং সূর্য অন্ত হওয়ার সময় তা শুহার বাম দিকে তখনই হতে পারে। যখন শুহার মুখ উত্তর দিকে হয়। এতে প্রতীয়মান হয়, শুহাটি এক সমতল স্থান জুড়ে অবস্থিত ছিল 'যা প্রশংস্ত জায়গা' শব্দগুলো দ্বারা ব্যক্ত হচ্ছে। রোমে আজও বিদ্যমান 'ক্যাটাকুম্বস' এই মতকেই দৃঢ়ভাবে প্রতিপন্থ করছে। এগুলো এক বিশাল অঞ্চল পরিবেষ্টন করে আছে যা ৮৭০ মাইল বিস্তীর্ণ এলাকা বলে অনুমান করা হয় (এনসাইক, বিট)। এও অনুমান করা হয় যে ক্যাটাকুম্বগুলোতে খুব কম আলো প্রবেশ করতো। এ শুহাকে এমনভাবে প্রশংস্ত করা হয়েছিল যাতে তার মধ্যে আঞ্চলিক পরিবেশ থাকা যায়। খৃষ্টীয় ৪৮ শতাব্দীতে সেন্ট জেরোমি ক্যাটাকুম্বস পরিদর্শন ও পরীক্ষা করার পর বলেন, "এই শুলো এত অদ্ভুত যে মনে হয় নবীর কথা (গীত সংহীতা-৫৫:১৫) পূর্ণ হয়ে গেছে, যথা— 'তারা জীবন্দশায় পাতালে নামুক।'" কখনো কখনো মাত্র সাময়িকভাবে বিশাদ ও হতাশার আতঙ্কের তীব্রতাহীন করার মতো আলো প্রবেশ করতো, তাও জানালার মধ্য দিয়ে নয়, ত্বরিত দিয়ে" (এনসাইক, বিট, ১১শ সংক্রণ)।

১৬৭৫। মহানবী (সা:) এর সময়ের মুসলমানদেরকে পূর্বেই সর্তক করা হয়েছিল, উত্তরাঞ্চলের খৃষ্টান জাতিগুলো সুশাবস্থায় নিষ্ক্রিয় রয়েছে, কিন্তু শীঘ্রই শত শত শত বর্ষের গভীর নিদ্রা থেকে তারা জেগে উঠবে এবং সমগ্র পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়বে এবং পৃথিবীকে তাদের শাসনের প্রতাবাধীনে আনবে।

★ [‘আর তারা জেগে আছে বলে তুমি মনে করছ, অথচ তারা ঘুমিয়ে আছে’-কুরআনের অনেক ব্যাখ্যাকারী এ আয়াতের ব্যাখ্যা করেছেন বাহ্যিক ঘূম। এ অর্থ সঠিক নয়। এর অর্থ হলো, তারা বাইরের জগতের কোন খবরাখবর সম্বন্ধে অবহিত ছিল না। যেন এ সময়টি তাদের জন্য ঘূমের সময় ছিল। বাহ্যিকভাবে ঘুমিয়ে থাকা যদি এর অর্থ হতো তাহলে একথা বলা হতো না, তুমি তাদেরকে দেখলে ভীতি-বিহীন হয়ে পড়বে। ঘুমিয়ে থাকা মানুষকে দেখলে কেউ ভীত হয় না। (হয়রত খলীফাতুল মসিহ বাবে' (রাহেং) কর্তৃক উদ্দৃতে অনুদিত কুরআন করীমে প্রদত্ত টীকা দ্রষ্টব্য)]

وَلَا إِغْنَازْ لِتُمُّهُمْ وَمَا يَغْبُدُونَ إِلَّا  
إِنَّهُ قَادِرٌ إِلَى الْكَهْفِ يَنْشُرُ لَكُمْ رِبْحًا  
مَّنْ رَّحِمَتْهُ وَيُقْرِئُ لَكُمْ مِّمَّا مَنَّ أَمْرَكُمْ  
مِّرْفَقًا<sup>১৪</sup>

وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَّعَثَ تَرَأَوْتُ عَنْ  
كَفِيفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا أَغْرَبَتْ  
شَقِيرَ صُهْمَهُ ذَاتَ الشِّمَاءِلِ وَهُمْ فِي  
قَجْوَةٍ قِشْهُ مَذْلِكٌ مِّنْ أَيْتِ اللَّهِ مَمْنَ  
يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ  
تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُّرْشِدًا<sup>১৫</sup>

وَتَخْسِبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقْبُدُونَ

ফিরাবো এবং বামদিকেও ফিরাবো<sup>১৬৭৫-ক</sup>। আর দোরগোড়ায় তাদের কুকুর সামনের পা দুটি ছড়িয়ে রেখেছে<sup>১৬৭৬</sup>। তুমি যদি তাদের অবস্থা সম্বন্ধে অবহিত হও তাহলে নিচয় তুমি পিঠ দেখিয়ে তাদের কাছ থেকে পালাবে এবং তাদের ভয়ে আতঙ্কিত হয়ে পড়বে<sup>১৬৭৭</sup>।

২০। আর এভাবেই (অসহায় অবস্থা থেকে) আমরা তাদেরকে উত্থিত করলাম। এতে তারা (আশ্র্যাভিত হয়ে) একে অন্যকে জিজ্ঞেস করতে লাগলো (এবং) তাদের মাঝে একজন জিজ্ঞেস করলো, ‘তোমরা (এখানে) কতকাল ছিলে?’ (তখন) তারা বললো, ‘আমরাতো একদিন বা এর একাংশ (এখানে) ছিলাম।’ তারা (অর্থাৎ অন্যেরা) বললো, ‘তোমরা<sup>১৬৭৮</sup> কতদিন ছিলে তা তোমাদের প্রভু-প্রতিপালক ভালো করেই জানেন। অতএব তোমরা নিজেদের একজনকে তোমাদের এ রৌপ্যমুদ্রা দিয়ে শহরের দিকে পাঠাও<sup>১৬৭৯</sup>। এরপর সে দেখবে সবচেয়ে ভালো খাদ্য সামগ্রী কোনটি<sup>১৬৮০</sup>? তখন তা থেকে সে তোমাদের জন্য কিছু খাদ্য সামগ্রী নিয়ে আসবে এবং বিচক্ষণতার সাথে তাদের গোপন বিষয়াবলী জেনে নিবে। কিন্তু সে যেন তোমাদের সম্পর্কে কাউকে অবহিত না করে<sup>১৬৮১</sup>।

দেখুন ৪ ক. ১৬২৬০; ২৩৮১৩-১১৪।

১৬৭৫-ক। ‘আমরা তাদেরকে ডানদিকেও ফিরাবো এবং বামদিকেও ফিরাবো’ এই বাক্য ইঙ্গিত করছে যে তারা পণ্ডবদের চাহিদার নতুন নতুন বাজারের সন্ধানে এবং নব নব বিজয় বলে পৃথিবীর চারদিকে ছড়িয়ে পড়বে।

১৬৭৬। ‘দোরগোড়ায় তাদের কুকুর সামনের পা দুটি ছড়িয়ে রেখেছে’ এই কথা দ্বারা জানা যায় যে আসহাবে কাহফের খৃষ্টানরা পাহারার জন্য কুকুর পুষ্টতো এবং এ থেকেই খৃষ্টান জাতির মধ্যে কুকুর পোষার প্রবণতা চলে এসেছে। এই শব্দগুলোর দ্বারা পাহারাত্ত্বের খৃষ্টান জাতিসমূহের কুকুরাসজ্জির প্রতি ইঙ্গিত করা ছাড়াও সেই সময়ের বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের প্রতি ইশারা করা হয়েছে বলে ধরে নেয়া যায়, যারা তখন মর্মর সাগরের (Sea of Mormora) উভয় তীরে পাহারা বসিয়ে ইউরোপের উপর নজর রাখতো এবং তা (সাগর) দেখতে সামনের পা দুটি দুদিকে প্রসারিত পাহারাদার কুকুরের মতোই।

১৬৭৭। এই শব্দগুলো সেই সময়ের প্রতি ইঙ্গিত করেছে যখন পশ্চিমের খৃষ্টান জাতিগুলো রাজনৈতিক ক্ষমতা অর্জন করবে। কুরআন মজীদ বহু শত বছর পূর্বেই এই ঘটনার ভবিষ্যদ্বাণী করেছিল যখন খৃষ্টান জাতিগুলো বহু শতাব্দীকালব্যাপী গভীর নিদ্রাভিত্তি ছিল এবং তা অলীক কল্পনাতে আসাও অসম্ভব ছিল যে পরবর্তীকালে তারা এরূপ ক্ষমতা ও মর্যাদার অধিকারী হবে। এই আয়াত পূর্ব এবং দক্ষিণের দেশগুলোর উপর পশ্চিমা জাতিসমূহের স্বৈরশাসনের বৈশিষ্ট্যমূলক চিত্র অঙ্কন করেছে, তাদের স্বতন্ত্র জীবনযাপন এবং ভয় ও আতঙ্ক যা এতদঘনের লোকের মনে সঞ্চারিত করেছে— তারই দৃশ্য অঙ্কন করেছে।

১৬৭৮। পাহারাত্ত্বের খৃষ্টান জাতিগুলো পৃথিবীর সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ার পরবর্তী অবস্থার দিকে এই আয়াত নির্দেশ করেছে বলে মনে হয়। ‘আমরা তাদেরকে (অসহায় অবস্থা থেকে) উত্থিত করলাম’ শব্দগুচ্ছ শুরুত্বপূর্ণ উন্নতির দিকে ইঙ্গিত করছে যা এই জাতিসমূহের ভাগ্যে ভবিষ্যতের জন্য পূর্ব নির্ধারিত ছিল। ‘তাদের মাঝে একজন জিজ্ঞেস করলো, তোমরা (এখানে) কতকাল ছিলে?’ এই বাক্য ব্যক্ত করছে, খৃষ্টান জাতিগুলো সচেতন হয়ে অনুভব করতে আরও করবে যে নিজেদেরকে কর্মতংগ করার এবং আলস্য ত্যাগ করার সময় এটাই। এই জাগরণ এসেছিল ক্রুসেডের সময়ে যখন ইংল্যান্ড, ফরাসী এবং জার্মানের নৃপতিগণ একই উদ্দেশ্যে সংঘবদ্ধ হলো এবং সমস্ত ইউরোপ একত্বাদ্ব হয়ে পরম্পরারের সহযোগিতায় পরিকল্পিতভাবে মুসলমানদের হাত থেকে পবিত্র ভূমি জবর দখল করার জন্য আক্রমণ করলো। আরবী ভাষার বাগধারা অনুযায়ী তারা বললো, ‘আমরা একদিন বা এর একাংশ (এখানে) ছিলাম’ বাক্যটি অনিদিষ্ট সময়কে বুঝায়। অন্যত্র কুরআন কৰীম (২০:১০৩-১০৪) পশ্চিমের খৃষ্টান জাতিগুলোর নিন্দিত বা নিষ্ক্রিয় থাকার যুগকে ১০০০ (এক হাজার) বছর বলে নির্দিষ্ট করেছে। ২০:১০৩ ১০৪ আয়াতে “দশ দিন” শব্দদ্বয় দ্বারা দশ শতাব্দী এবং নীল চক্রবিশিষ্ট শব্দ দ্বারা পাহারাত্ত্বের অধিবাসী বুঝায়, যারা সাধারণত নীল চক্রবিশিষ্টই। এটা প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক সত্য যে প্রাচ্যের দেশসমূহে বৃটিশ শক্তির ভিত্তি স্থাপিত হয়েছিল সংগৃহণ শতাব্দীর গোড়ার দিকে (যার্চ অব ম্যান)। এই সময়টা মোটামুটিভাবে মহানবী (সা:) এর পরবর্তী এক হাজার বছর।

১৬৭৯। শুহাবাসীরা যখন দেখলো, তাদের বিরুদ্ধে যুলুম-অত্যাচার প্রশংসিত হয়ে এসেছে তখন তারা তাদের একজনকে কিছু পুরান মুদ্রাসহ খাদ্য সংগ্রহ করতে এবং পরিস্থিতি কেমন তা জানতে শহরে পাঠিয়ে দিল। ‘তাআম’ এমন খাদ্যদ্বয় বুঝায়, যেমন গম, বার্লি, জোয়ার, খেজুর ইত্যাদি (লেইন)। এটা পৃথিবীর সর্বত্র পাহারাত্ত্বে জাতিগুলোর বাণিজ্যিক অভিযানের প্রতিও ইশারা করে।

نَقْلِهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ  
الشَّمَائِلِ مِنْ وَكَلْبِهُمْ بِاسْطُ ذَرَاعِيْهِ  
بِالْوَصِيدَوْلَةِ طَلَقَتْ عَلَيْهِمْ لَوْلَيْتَ  
مِنْهُمْ فِرَاادَ لَمْلِسْتَ مِنْهُمْ رُغْبَا

وَكَذِيلَكَ بَعْشَهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ  
قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ كَمْ لِيَشْتَهِ قَالُوا  
لَيَشْتَهِ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمِهِ قَالُوا  
رَبُّكُمْ أَغْلَمُ بِمَا لِيَشْتَهِ قَابَعَتْ  
أَحَدَ كَمْ بِوَرِقَلْمَهْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ  
فَلَيَنْظِرْ أَيْهَا آزْكِ طَعَامًا فَلَيَأْتِيَ رَبُّكُمْ  
بِرِزْقٍ مِنْهُ وَلَيَتَلَطَّفَ وَلَآ يُشَعِّرَ  
بِكَفَ أَحَدًا

★ ২১। কেননা তারা যদি তোমাদের ওপর প্রাধান্য লাভ করে তাহলে নিশ্চয় তারা তোমাদেরকে পাথর মেরে হত্যা করবে অথবা তোমাদেরকে তাদের ধর্মে ফিরিয়ে নিবে এবং সেক্ষেত্রে তোমরা কখনো সফল হ'তে পারবে না<sup>১৬৮২</sup>।

★ ২২। আর এভাবেই আমরা তাদের সম্পর্কে (মানুষকে) জানিয়ে দিলাম, যাতে তারা জেনে যায় ‘আল্লাহ’র প্রতিশ্রূতি সত্য। আর নিশ্চয় প্রতিশ্রূত মুহূর্ত সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই। আর (স্মরণ কর) তারা যখন নিজেদের বিষয়ে পরম্পর বিতর্ক করছিল তখন তাদের (মাঝে কোন কোন লোক) বললো, ‘তাদের ওপর একটি দালান নির্মাণ কর★। তাদের প্রভু-প্রতিপালক তাদের ভালো করেই জানেন। যারা নিজেদের যুক্তিকে জিতে গেল তারা বললো, ‘আমরা অবশ্যই তাদের ওপর উপাসনালয় নির্মাণ করবো’<sup>১৬৮৩</sup>।

দেখুন : ক. ৩১:৩৪; ৩৫:৬ খ. ১৫:৮৬; ২০:১৬; ২২:৮।

১৬৮০। বাণিজ্যিক আচরণে ইউরোপীয় ব্যবসায়ীদের ভদ্রতা ও শিষ্টাচারের এক বিশেষ রূপ রয়েছে। ‘বিচক্ষণতার সাথে তাদের গোপন বিষয়াবলী জানার’ কথাগুলো তাদের বৈশিষ্ট্যের প্রতি ইঙ্গিত করেছে। এর অর্থ এরূপও হয়, ‘সে যেন নয় ও ভদ্র হয়।’

১৬৮১। ‘সে যেন তোমাদের সম্পর্কে কাউকে অবহিত না করে’, বাক্যটি আচেরের উপর পাঞ্চাত্যের ধীরে সুন্দে ও সতর্কভাবে আধিপত্য বিস্তারের দিকে ইঙ্গিত করে।

১৬৮২। এ স্থলে বলা হয়েছে, যাদের নিকট তোমরা বণিক দল প্রেরণ করেছ তারা যদি তোমাদের আসল উদ্দেশ্য বুঝতে পারে অথবা তাদের দেশে তোমাদের অবস্থান দৃঢ় হওয়ার পূর্বে কোন রাজনৈতিক কলহ বা বাণিজ্যিক মত-বিরোধ মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে এবং তোমরা পরাজিত হও তাহলে তোমাদেরকে হয় তাদের দেশ ত্যাগ করতে হবে, নয়তো তাদের বিশ্বাস গ্রহণ করতে হবে। উভয় অবস্থাতেই তোমরা স্থায়ী অধিকার ও প্রতিষ্ঠা অর্জনে ব্যর্থ হবে এবং তাদের দেশে তোমাদের বিশাল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করার স্বপ্ন শূন্যে মিলিয়ে যাবে।

★ [‘তাদের ওপর উপাসনালয় নির্মাণ করবো’ এর অর্থ হলো তাদের গুহায় একটি স্মৃতিসৌধ নির্মাণ করবো। (মাওলানা শের আলী সাহেবের ইংরেজীতে অনুবাদকৃত কুরআন বরীমের পরিশিষ্টে হ্যরত খলীফাতুল মসীহ রাবে’ (রাহেং) কর্তৃক প্রদত্ত টীকা দ্রষ্টব্য)]

১৬৮৩। ‘আমরা অবশ্যই তাদের ওপর উপাসনালয় নির্মাণ করবো’ এর মধ্যে গুহাবাসীদের পার্থক্যসূচক এক চিহ্ন উল্লেখ করা হয়েছে যে তাদের উত্তরাধিকারী বা পরবর্তী খৃষ্টান জাতিগুলো তাদের অতীত বা মৃত সাধু ব্যক্তিদের স্মরণে চার্চ এবং গির্জা নির্মাণ করবে। এটা আরো লক্ষ্য করার ব্যাপার, এইরূপ বহু গির্জা ক্যাটাকম্বসে দেখা গেছে।

إِنَّمَا إِنْ يَظْهِرُوا عَلَيْهِ كُمْ يَزْجُمُونَ  
أَذْيَعَيْهُ دُكْمَ فِي مَلَّتِهِمْ وَلَنْ تُفْلِحُوا  
إِذَا أَبَدُوا

وَكَذَلِكَ آغْزَنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ  
وَغَدَ الْمُلْكُ وَأَنَّ السَّعَةَ لَا رَبَّ  
فِيهَا فَإِذَا دَيَّنَا زَعْنَوَ بَيْتَهُمْ أَمْرَهُمْ  
فَقَالُوا أَبْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَادًا دَرْبَهُمْ  
آخَلَمُ بِهِمْ قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَى  
أَمْرِهِمْ لَنَتَّخَذُنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا<sup>⑩</sup>

★ ২৩। তারা অবশ্যই বলবে, ‘তারা ছিল তিনজন এবং চতুর্থটি ছিল তাদের কুকুর।’ তারা না জেনে অনুমান করে বলবে, ‘তারা ছিল পাঁচজন এবং ষষ্ঠিটি ছিল তাদের কুকুর।’ আর তারা বলবে, ‘তারা ছিল সাতজন এবং অষ্টমটি ছিল তাদের কুকুর।’<sup>১৬৪৪</sup> । তুমি বল, ‘তাদের প্রকৃত সংখ্যা কত ছিল তা আমার প্রভু-প্রতিপালক সবচেয়ে ভালো জানেন।’ আর অতি অল্প সংখ্যক লোকই তাদের সম্পর্কে জানে<sup>\*</sup>। কাজেই ৩ প্রাসঙ্গিক আলোচনা ছাড়া তুমি তাদের ব্যাপারে বিতর্ক করো [৫] না এবং তাদের কারো কাছ থেকেই তাদের সম্পর্কে তথ্য ১৫ জানতে চেয়ো না।’

২৪। <sup>ক</sup>‘আর তুমি কোন বিষয় সম্বন্ধে কথনো বলো না, ‘আমি নিশ্চয় এটা আগামীকাল করবো’<sup>১৬৪৫</sup>।

২৫। তবে (এ কথা বলো) আল্লাহ যেভাবে চাইবেন। আর তুমি যখন ভুলে যাও তখন তুমি তোমার প্রভু-প্রতিপালককে স্মরণ করো এবং বলো, ‘আশা করি আমার প্রভু-প্রতিপালক এর চেয়ে অধিক সঠিক বিষয়ের দিকে আমাকে পথ দেখাবেন।’

২৬। আর তারা তাদের প্রশংস্ত গুহায় তিনশ’ বছর অবস্থান করেছিল এবং তারা (এতে আরও) নয় (বছর) বাড়িয়েছিল<sup>১৬৪৬</sup>।

দেখুন : ক. ১৮৪৪০; ৭৪৪৫৭; ৭৬৪৩১; ৮১৪৩০।

১৬৪৪। মনে হয় ক্যাটকসগুলোর কোন কোন কুঠীর দেয়ালে খচিত লেখার উপর ভিত্তি করে এই সকল অনুমান করা হয়েছে। কিন্তু প্রত্যেক শিলা লিপির লেখা আলাদা বিশেষ পরিবার, দল বা উপদল সম্পর্কিত। গুহাগুলোতে আশ্রয়গ্রহণকারী লোকের মোট সংখ্যা সর্বদাই অজ্ঞাত। শিলা লিপির লেখা থেকে প্রতীয়মান হয়, উদ্বাস্তু বা আশ্রয় প্রার্থী প্রত্যেক দলে একটি কুকুর-সঙ্গী থাকতো।

★ [গুহাবাসীদের সংখ্যা সম্পর্কে বিভিন্ন মতামত রয়েছে। কিন্তু সব স্থানে নির্দিষ্ট সংখ্যার সাথে তাদের কুকুরেরও উল্লেখ রয়েছে। খৃষ্টান জাতি কুকুর ভালোবাসে। কিন্তু তারা জানে না কেন তারা কুকুর ভালোবাসে। বাইবেলে এর কোন বর্ণনা দেখতে পাওয়া যায় না। কুরআন করীম থেকে জানা যায়, খৃষ্টানরা নিজেদের প্রতিরক্ষার জন্য দীর্ঘকাল ধরে কুকুর ব্যবহার করে আসছে। এজন্য তাদের বিশ্বস্ত বন্ধু কুকুরের প্রতি ভালোবাসা সৃষ্টি হওয়া একটি স্বাভাবিক ব্যাপার।]

এদের সংখ্যা সম্পর্কে রসূলুল্লাহ (সাঃ)কে বলা হয়েছে, ‘গুহাবাসীদের সম্পর্কে বিস্তারিত জ্ঞান কাউকেই দেয়া হয়নি। অতএব এ ব্যাপারে তাদের সাথে ভাসা ভাসা কথা বলো, বিস্তারিত বিতর্কে যেয়ো না।’ (হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে) (রাহেঃ) কর্তৃক কুরআন করীমের উর্দ্ধ অনুবাদে প্রদত্ত টীকা দ্রষ্টব্য)]

১৬৪৫। এই আয়াতের সম্ভাব্য অর্থ হলো, মুসলমানরা তাদের অবক্ষয় এবং অধঃপতনের সময়ে প্রকৃত এবং প্রয়োজনীয় কাজ করার উদ্যম হারিয়ে ফেলবে এবং দিবা-স্বপ্নকে প্রশংস দিবে এবং তাদের সকল কাজ-কর্ম কেবল ভবিষ্যতের কথার মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখবে এবং নিজেদের ভাগ্যের উন্নতিকল্পে বাস্তব ক্ষেত্রে কিছুই করবে না।

১৬৪৬। যে সময়কালের মধ্যে প্রাথমিক যুগের খৃষ্টানরা যুলুমের শিকার হয়েছিল এবং গিরি-গুহাতে উদ্বাস্তুরূপে আশ্রয় নিতে এবং অন্যান্য স্থানে আস্থাগোপন করতে বাধ্য হয়েছিল সেই সময়ের ব্যাপ্তি প্রায় ৩০৯ বছর ছিল এবং ঐতিহাসিক তথ্যেও এই হিসাব সমর্থন করে। সাধারণ বিশ্বাসমতে খৃষ্টানদের নির্যাতন শুরু হয়েছিল ২৮ খৃষ্টাব্দে অর্থাৎ হযরত ঈসা (আঃ) এর দ্রুশ-বিদ্ব হওয়ার সময় থেকে এবং তার পরিসমাপ্তি ঘটেছিল ৩০৭ খৃষ্টাব্দে সন্দ্রাট কনষ্টান্টাইনের খৃষ্টধর্মে দীক্ষিত হওয়ার পরে (এনসাইক বিট)- প্রায় ৩০৯ বছরের ব্যবধানে। কিন্তু কনষ্টান্টাইন ৩০৭ খৃষ্টাব্দে ধর্মান্বরিত হননি, বরং ৩০৯ খৃষ্টাব্দে হয়েছিলেন। সুতরাং তুশের দুর্ঘটনাটি সাধারণ বিশ্বাস মতের ২৮ বছর পরে সংঘটিত হয়েছিল (ক্রোনোলোজি, বাই আর্ক বিশপ উসার্স এবং ডেইলী বাইবেল ইলাস্ট্রেশন, বাই ডাঃ কিটে)।

سَيَقُولُونَ ثَلَثَةُ رَأِيْعُهُمْ كَلْبُهُمْ  
وَيَقُولُونَ خَمْسَةُ سَادُهُمْ كَلْبُهُمْ  
رَجَمًا بِالْغَيْبِ وَ يَقُولُونَ سَبْعَةُ  
وَ ثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ قُلْ رَبِّيْ آخِلُّمْ  
بِعَدَ تِهْمَمَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ هَفَلَا  
تُمَارِ فِيهِمْ لَا مَرَأً ظَاهِرًا وَ كَ  
تَشَفَّتِ فِيهِمْ مَنْهُمْ أَحَدًا<sup>(১)</sup>

وَكَلَّ تَقْوَلَنَ لِشَائِيْرِيْ فَاعِلُ ذِلِّكَ  
عَدًا<sup>(২)</sup>

إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَوَادُ كُرَّبَّكَ إِذَا  
تَسْيِنَتْ وَ قُلْ عَسَى أَنْ يَهْدِيَنَ رَبِّيْ  
لَا فَرَبٌ مِنْ هَذَا رَشَدًا<sup>(৩)</sup>

وَلَيَسْتُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَثَ مِائَةُ سِينِينَ  
وَأَزْدَادُوا تِسْعًا<sup>(৪)</sup>

★২৭। তুমি বল, 'তারা কতকাল (সেখানে) অবস্থান করেছিল  
তা আল্লাহ্ সবচেয়ে ভাল জানেন' ১৬৮-।' ক.আকাশসমূহের ও  
পথিবীর অদ্যশ্য বিষয়াবলী একমাত্র তাঁরই হাতে ১৬৮-ক। 'তিনি  
কতই উত্তম দ্রষ্টা ও কতই উত্তম শ্রোতা! তিনি ছাড়া তাদের  
কোন বস্তু নেই। আর তিনি তাঁর কর্তৃত্বে কাউকেও অংশীদার  
হবার অনুমতি দেন না।'

২৮। আর তোমার প্রভু-প্রতিপালকের কিতাব থেকে তোমার  
কাছে যা ওহী করা হয় তা তুমি পড়ে শুনাও। 'তাঁর কথার  
পরিবর্তনকারী কেউ নেই। আর তুমি তাঁকে ছেড়ে কখনো  
কোন আশ্রয়স্থল পাবে না।'

২৯। 'আর তুমি নিজেকে তাদের সাথে যুক্ত রাখ, যারা তাদের  
প্রভু-প্রতিপালককে তাঁর সন্তুষ্টি চেয়ে সকাল ও সন্ধ্যায় ডাকে।  
আর তুমি তাদেরকে পিছনে ফেলে পার্থিব জীবনের সৌন্দর্য  
কামনায় এগিয়ে যেয়ো না। আর যার অন্তরকে আমরা  
আমাদেরকে স্বরণ করা থেকে উদাসীন করে রেখেছি এবং যে  
ইন বাসনার অনুসরণ করেছে আর যার বিষয়টি সীমা ছাড়িয়ে  
গেছে তুমি তার আনুগত্য করো না।'

৩০। আর 'তুমি বল, 'এ সত্য তোমাদের প্রভু-প্রতিপালকের  
পক্ষ থেকে (প্রেরিত)। সুতরাং যে চায় সে ঈমান আনুক এবং  
যে চায় সে অঙ্গীকার করুক।' 'আমরা নিশ্চয় যালেমদের জন্য  
এমন আগুন প্রস্তুত করে রেখেছি, যার প্রাচীরগুলো তাদের  
ঘিরে রেখেছে। আর তারা (পানির জন্য) আকুতি জানালে  
গলিত তামার ন্যায় পানি দিয়ে তাদের আকুতি পূরণ করা  
হবে, যা তাদের মুখমণ্ডল ঝল্সিয়ে দিবে। কত নিকৃষ্ট সেই  
পানীয় এবং কত মন্দ সেই বিশ্রামস্থল।'

৩১। যারা ঈমান আনে এবং সৎকাজ করে (তাদের জন্য  
রয়েছে পুরক্ষা)। 'যারা (নিজেদের) কর্মকে সুন্দর করে  
তোলে নিশ্চয় আমরা কখনো তাদের প্রতিদান বিনষ্ট করবো  
না।'

দেখুন : ক. ১১৪১২৪; ১৬৪৭৮; ৩৫৪৩৯ খ. ১১৪৩৯; ২৯৪৪৬ গ. ৬৪৩৫; ১০৪৬৫ ঘ. ৬৪৫৩; ৭৪২০৬ ঙ. ২৪২৫৭; ১৬৪১০০ চ. ২৫৪৩৮; ৪২৪৪৬  
ছ. ৭৪১৭১; ৯৪১২০; ১২৪৫৭।

১৬৮-। প্রাথমিক যুগের শৃঙ্খলারা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দেশে অভ্যাচারিত হয়েছিল, যথা রোম, আলেকজান্দ্রিয়া প্রভৃতি। বিভিন্ন সময়ে  
এবং বিভিন্ন পর্যায়ে তারা পর্বত ও গুহা এবং ক্যাটাকম্বগুলোতে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছিল। ক্যাটাকম্বগুলোতে তাদের অবস্থান কোন মজার  
কাহিনী নয়। এরূপ আশ্রয়ের অবস্থান ও সময় সম্পর্কে সঠিক বিষয়াদি শুধু আল্লাহ্ তাআলাই ভাল জানেন।

১৬৮-ক। 'তিনি কতই উত্তম দ্রষ্টা ও কতই উত্তম শ্রোতা!' এই শব্দগুলোর মর্মার্থ- কত তীক্ষ্ণ তাঁর (আল্লাহ্) দৃষ্টি এবং কত প্রখর তাঁর  
শ্রবণ শক্তি অথবা তিনি (আল্লাহ্ তাআলা) সবকিছু দেখেন এবং সবকিছু শোনেন।

قُلْ إِنَّمَا أَعْلَمُ بِمَا لَيْشُواجَ لَهُ عَيْبٌ  
السُّمُوتِ وَأَلَّا زِفَدْ بِأَنْصَرِيهِ وَأَسْمِعَهُ  
مَالِكُهُمْ قَنْ دُوْنِهِ مِنْ وَلِيٍّ زَوْلَانِيْشِرِكُ  
فِي حُكْمِهِ أَحَدٌ ④

وَإِنْ لَمْ مَا أُذْحِي إِلَيْكَ مِنْ كِتْبٍ  
رَبِّكَ لَمْ لَا مُبَدِّلَ لِعَلِيمِتِهِ تَبَّ وَلَكَنْ  
تَجْدَ مِنْ دُوْنِهِ مُلْتَحَدًا ⑤

وَاضْبِرْ تَفْسِيْكَ مَعَ الْذِيْنَ يَذْعُونَ  
رَبِّهِمْ بِالْغَدْوَةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيْدُونَ  
دَجْهَمَهُ وَلَا تَغْدُ عَيْنِكَ عَنْهُمْ  
تُرِيْدُ زَيْنَتَهَا الْحَيْوَةَ الدُّنْيَا وَلَا تُطْعِمَ  
مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذَكْرِنَا وَاتَّبَعَ  
هُوَهُ وَكَانَ أَمْرَهُ فُرْطًا ⑥

وَقُلْ إِنَّمَا لِحَقِّ مِنْ رَبِّكُفْتَ فَمَنْ شَاءَ  
فَلْيَئْوِ مِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْنَفْزُ وَإِنَّا  
آغْتَذْنَا لِلظَّلِيمِينَ نَارًا وَاحْتَاطْ بِهِمْ  
سُرَادْ قُهَّا وَإِنْ يَسْتَخِيْشُونَا يُعَذِّبُونَا  
بِمَمَّا كَانُهُمْ لَيْشُوايِ الْوُجْهَهُ وَ  
يُشَسَّ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا  
إِنَّ الْذِيْنَ أَمْنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِيْخَتِ إِنَّا  
لَا نُؤْسِيْهُمْ أَجْرَ مِنْ أَخْسَنَ عَمَلًا ⑦

৪  
[১]  
১৬

৩২। \*এদেরই জন্য চিরস্থায়ী বাগানসমূহ রয়েছে। এগুলোর পাদদেশ দিয়ে নদনদী বয়ে যাবে। সেখানে এদেরকে সোনার কাঁকন পরানো হবে। আর এরা চিকন ও মোটা রেশমের সবুজ পোষাক পরবে। \*সেখানে এরা সুসজিত পালক্ষে হেলান দিয়ে বসবে<sup>১৬৮</sup>। কত উত্তম পুরক্ষার এবং কত সুন্দর বিশ্রামস্থল!

৩৩। আর তুমি তাদের কাছে সেই দুব্যক্তির দৃষ্টান্ত বর্ণনা কর, যাদের একজনকে আমরা আঙুরের দুটি বাগান দান করেছিলাম এবং উভয় (বাগানকে) আমরা খেজুর গাছ দিয়ে ঘিরে রেখেছিলাম। আর এ দুটির মাঝে আমরা শস্যক্ষেত বানিয়েছিলাম<sup>১৬৯</sup>।

৩৪। বাগান দুটির প্রত্যেকটি (প্রচুর পরিমাণে) নিজ নিজ ফল উৎপাদন করতো এবং এতে (অর্থাৎ উৎপাদনে) কিছুই কম করতো না। আর এ দুটির মাঝে আমরা একটি নদী<sup>১৭০</sup> প্রবাহিত করে রেখেছিলাম।

৩৫। আর তার (বাগানে) অনেক ফল ধরতো। তাই আলোচনাকালে সে তার সঙ্গীকে (গর্ব করে) বললো, 'তোমার চেয়ে আমি ধনসম্পদে অনেক বেশি প্রাচুর্যশালী এবং জনবলে অনেক বেশি শক্তিশালী<sup>১৭০-ক</sup>।

দেখুন : ক. ৭৪৭২; ১৩৪২৪; ১৯৪৬২; ২০৪৭৭; ৩৫৪০৪; ৩৮৪৫১; ৬১৪১৩; ৯৮৪৯ খ. ১৫৪৪৮; ৩৬৪৫৭; ৮৩৪২৪।

১৬৮৮। সোনার কাঁকন রাজপদের প্রতীক। তাই তফসীরাধীন আয়াতের মর্য হতে পারে, মুসলমানরা বিশাল এবং প্রতাপশালী সাম্রাজ্যের শাসকরূপে প্রতিষ্ঠিত হবে এবং অপরিমিত ক্ষমতা, সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী হবে এবং তাদের স্ত্রীলোকেরা সোনালী জরি ও বুটিদার সুন্দর রেশমী ভূষণ পরিধান করবে। এই ভবিষ্যত্বাণী তখন পূর্ণ হয়েছিল যখন পারস্য ও রোম সাম্রাজ্যের রাজত্বাধার সেই সকল মুসলমানের পদতলে সমর্পিত হয়েছিল যারা এক সময় পশ্চ মোটা চামড়া ও লোম দ্বারা নির্মিত বস্ত্র পরিধান করতো।

১৬৮৯। এই আয়াতে খৃষ্টান এবং মুসলমান দুটি জাতির অবস্থা রূপক কাহিনীরূপে বর্ণিত হয়েছে। দুব্যক্তি দুটি জাতিকে উপস্থাপন করেছে এবং 'দুটি বাগান' খৃষ্টান জাতিসমূহের দুটি উত্থানকালের প্রতিরূপ বর্ণনা করছে। এই আয়াত চিহ্নিত করে যে খৃষ্টান জাতিগুলো তাদের বৈচিত্র্যময় ইতিহাসের মধ্যে 'দুবার' প্রবল পরাক্রান্ত শক্তিতে উথিত হবে। প্রথমবার ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে এবং দ্বিতীয়বার সম্মুদ্দেশ খৃষ্টীয় শতাব্দীর গোড়ার দিকে যখন ইউরোপের খৃষ্টান জাতিসমূহ গুরুত্বপূর্ণ উন্নতি করতে আরম্ভ করেছিল। তারা অভাবনীয় ক্ষমতা ও মর্যাদা অর্জন করলো যা উনবিংশ শতাব্দীতে সর্বোচ্চ শিখরে পৌঁছেছিল।

১৬৯০। 'নদী' শব্দ হ্যরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর যামানাকে নির্দেশ করে, যার মাধ্যমে হ্যরত মুসা (আঃ) ও হ্যরত দ্বিসা (আঃ) এর প্রকৃত শিক্ষার অংশসমূহ সংরক্ষিত হয়েছিল।

১৬৯০-ক। দারিদ্র্য এবং ক্ষমতাবিহীন মুসলমানদেরকে তাদের দারিদ্র্য ও পার্থিব উপায়-উপকরণের অভাবের জন্য ক্ষমতাশালী এবং উন্নত খৃষ্টান জাতিগুলো উপহাস করবে এবং ঘৃণা করবে।

أُولَئِكَ لَهُمْ جَنَاحٌ عَذْبٌ تَّخْرِيْبٌ مِّنْ  
تَّخْتِهِمُ الْأَنْهَرُ يَحْلَوْنَ فِيهَا مِنْ  
آسَاوَرَ وَمِنْ ذَهَبٍ وَّ يَلْبَسُونَ ثِيَابًا  
خُضْرًا قِنْ سُندُسٍ وَّ رَاشْتَرِقٍ  
مُتَّكِعِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِثِ دِيْنَهُمْ  
الشَّوَّابُ دَوْحَسَنَتْ مُتَّفَقًا<sup>১৭</sup>

وَ اسْرِبَ لَهُمْ مَثَلًا رَجْلَيْنِ جَعَلْنَا  
لِاَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ آغْنَابٍ وَ  
حَفَّنَهُمَا بِتَغْلِبٍ وَ جَعَلْنَا بَيْنَهُمَا<sup>১৮</sup>  
زَرَعًا<sup>১৯</sup>

كُلْتَا الْجَنَّاتِيْنِ اَتَثْ أَكْلَهَا وَ لَمْ تَظْلِمِ  
قَنْهُ شَيْئًا وَ قَجَرْتَا خَلْلَهُمَا نَهَرًا<sup>২০</sup>

وَ كَانَ لَهُ شَمَرْجَ فَقَارَ لِصَاحِبِهِ وَ هُوَ  
يُعْجَادُهُ اَنَا اَكْتَرُ مِنْكَ تَمَّاً وَ اَعْزَزُ  
نَفَرًا<sup>২১</sup>

৩৬। আর সে নিজের প্রতি অন্যায়ে রত থাকা অবস্থায় নিজ বাগানে প্রবেশ করলো। সে বললো, ‘এটি কখনো ধৰ্মস হবে বলে আমি মনে করি না।’<sup>১৬৯১</sup>

৩৭। আর সেই প্রতিশ্রূত (ধৰ্মসের) মুহূর্ত কখনো আসবে বলেও আমি মনে করি না। আর আমাকে আমার প্রভু-প্রতিপালকের দিকে ফিরিয়ে নেয়া হলেও আমি নিশ্চয় (সেখানেও) এর চেয়ে উত্তম আবাসস্থল পাব।’

★ ৩৮। সে তার সাথে যখন আলোচনা করছিল তার সঙ্গী তাকে বললো, ‘তুমি কি তাঁকে অস্তীকার করছ ক্ষয়িনি তোমাকে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন, এরপর বীর্য থেকে (সৃষ্টি করেছেন) এবং এরপর তিনি তোমাকে মানুষ আকারে পূর্ণাঙ্গ করেছেন?’

৩৯। কিন্তু (আমি বলি) ‘আল্লাহই আমার প্রভু-প্রতিপালক। আর আমি কাউকেও আমার প্রভু-প্রতিপালকের সাথে শরীক সাব্যস্ত করি না।’

৪০। আর তুমি তোমার বাগানে যখন প্রবেশ করেছিলে তখন তুমি কেন বললে না, ‘আল্লাহ যা চাইবেন তা-ই হবে, (কারণ) আল্লাহর (সহায়তা) ছাড়া কোন শক্তি (অর্জিত) হতে পারে না। যদিও তুমি আমাকে ধনসম্পদ ও সন্তানসন্ততির ক্ষেত্রে তোমার চেয়ে হীন দেখছ,

৪১। ‘তথাপি এটা সম্ভব আমার প্রভু-প্রতিপালক আমাকে তোমার বাগানের চেয়ে উত্তম (বাগান) দান করবেন।<sup>১৬৯২</sup> এবং (তোমার) এ (বাগানের) ওপর আকাশ থেকে<sup>১৬৯৩</sup> আগুনের গোলা বর্ষণ করবেন। এর ফলে তা উত্তিদশ্নূন্য এক বিরান ভূমিতে পরিণত হয়ে যাবে।

দেখুন : ক. ২২৯৬; ২৩৯১৩; ৩৫৯১২; ৩৬৯৭৮; ৪০৯৬৮ খ. ১৩৯৩৭; ৭২৯২১ গ. ৬৮৯৩৩।

১৬৯১। পার্থিক উন্নতিতে অহঙ্কারমত হয়ে পাশ্চাত্যের খ্টোন জাতিগুলো অভেল আরাম এবং বিলাসপূর্ণ জীবনে গা ঢেলে দিবে এবং অতিশয় আত্মগর্ব ও উন্নত্যে এই ভুল ধারণা করবে যে তাদের ক্ষমতা, অহঙ্করি ও উন্নতি চিরস্থায়ী হয়ে থাকবে এবং নিরাপত্তা ও আত্ম-প্রসাদের মিথ্যা ধারণার বশবর্তী হয়ে তারা অপরাধ বৃত্তি ও পাপাচারে ডুবে যাবে।

১৬৯২। তফসীরাধীন আয়াত এবং ৩৬ ও ৪০নং আয়াতে মাত্র একটি বাগান সম্বন্ধে বলা হয়েছে। কারণ দুটি বাগানের (আয়াত ৩৩) একটি ইসলাম ধর্মের আবির্ভাবের পূর্বেই বিনষ্ট হয়ে গিয়েছিল। খ্টোনদের অহঙ্কারের সেই বাগানটি হচ্ছে তাদের বর্তমান উন্নতি এবং শক্তি- যা ইসলামের আবির্ভাবের পরে তারা লাভ করেছিল।

১৬৯৩। ‘আকাশ থেকে আগুনের গোলা’ এই মর্ম ব্যক্ত করে যে পাশ্চাত্যের খ্টোন জাতিগুলোর সামরিক শক্তির বিরুদ্ধে বাধা দেয়া বা সক্রিয়ভাবে মোকাবিলা করা কোন জাগতিক শক্তির পক্ষেই সম্ভব হবে না। আল্লাহ তাআলা স্বয়ং এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি করবেন যা তাদের ধৰ্ম ডেকে আনবে। এই সেই ইয়াজুজ ও মাজুজ (গগ এবং ম্যাগগ) এর দুর্দম ও দুর্নির্বার শক্তি যা খৃষ্টধর্মের পার্থিব গৌরব প্রকাশ করে, যার সম্পর্কে মহানবী (সা:) এর হাদীসে বর্ণিত আছে যে কোন শক্তি তাদের বিরুদ্ধে যন্ম করতে পারবে না (মুসলিম, বাবুদ্দাজাল)।

وَ دَخَلَ جَنَّتَهُ وَ هُوَ ظَاهِرٌ لِنَفْسِهِ  
قَالَ مَا أَظْنَنَّ أَنْ تَبْيَهَ هَذِهِ آبَدًا<sup>১৮</sup>

وَ مَا أَظْنَنَ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَ لَئِنْ  
رُدِدْتُ إِلَى رَبِّي لَآجِدَنَ حَيْثِيَا مِنْهَا  
مُنَقَّلَبًا<sup>১৯</sup>

قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يَحَاوِدُهُ أَكْفَرَتْ  
بِإِلَّا ذِيِّنَ خَلْقَكَ مِنْ شَرَابٍ ثُمَّ مِنْ  
نُطْفَةٍ ثُمَّ سَوْلَكَ رَجُلًا<sup>২০</sup>

لَكِنَّا هُوَ اهْلُهُ رَبِّي وَ لَا أُشْرِكُ بِرَبِّي  
آخَهَا<sup>২১</sup>

وَلَوْلَا رَأَدَ دَخَلَتْ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ  
اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ وَإِنَّ رَبِّنَا أَنَا أَقْلَلَ  
مِنْكَ مَالًا وَلَدًا<sup>২২</sup>

فَعَسَى رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِي خَيْرًا مِنْ  
جَنَّتِكَ وَ يُزِيلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا فَقَنَ  
السَّمَاءَ فَتُضْبِحَ صَعِيدًا زَلَقا<sup>২৩</sup>

৪২। অথবা এর পানির (স্তর) অনেক নিচে নেমে<sup>১৬০৪</sup> যাবে। এরপর তুমি কখনো তা (ওপরে টেনে তোলার) ক্ষমতা রাখবে না।

৪৩। <sup>ك</sup>আর এর (সব) ফল ধূংস করে দেয়া হলো। আর এ (বাগান) মাচাসহ মাটিতে লুটিয়ে পড়ে রইলো<sup>১৬০৫</sup>। তখন সে এতে যা খরচ করেছিল সেজন্য (আক্ষেপ করে) নিজের দুহাত কচলাতে লাগলো এবং বলতে লাগলো, ‘হায়, <sup>ك</sup>আমার প্রভু-প্রতিপালকের সাথে আমি যদি কাউকেও শরীক না করতাম!’

৪৪। <sup>ك</sup>আর তার কোন দলবল ছিল না, যারা তাকে আল্লাহর বিরুদ্ধে কোন সাহায্য করতে পারতো। আর সে কোন প্রতিশোধই নিতে পারলো না।

★ ৪৫। <sup>ك</sup>এক্ষেপ সময়ে সাহায্য কেবল প্রকৃত (উপাস্য) আল্লাহর <sup>ك</sup>কাছ থেকেই এসে থাকে। তিনিই পুরুষার প্রদানে উত্তম এবং <sup>[১৩]</sup> ১৭ শুভ পরিণামে পৌছানোর ক্ষেত্রেও উত্তম।

৪৬। <sup>ك</sup>আর তুমি তাদের কাছে পার্থিব জীবনের দৃষ্টান্ত বর্ণনা কর। এটি (হলো) সেই পানির ন্যায়, যা আমরা আকাশ থেকে অবতীর্ণ করি। পরে এর সাথে পৃথিবীর উত্তিদি মিশে যায়। এরপর তা (শুকিয়ে) চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যায়, যাকে বাতাস উড়াতে থাকে<sup>১৬০৬</sup>। আর আল্লাহ প্রত্যেক বিষয়ে পূর্ণ ক্ষমতাবান।

★ ৪৭। <sup>ك</sup>ধনসম্পদ ও সন্তানসন্ততি পার্থিব জীবনের সাজ-সজ্জা। কিন্তু স্থায়ী সংকোচ তোমার প্রভু-প্রতিপালকের দৃষ্টিতে পুরুষারের দিক থেকে উত্তম এবং আশা ভরসার দিক থেকেও খুব ভাল।

দেখুন : ক. ৬৮:২০ খ. ৬৮:৩২ গ. ২৮:৮২ ঘ. ৪০:১৭; ৮২:২০ ঙ. ১০:২৫; ৫৭:২১ চ. ৩৪:১৫; ৫৭:২১।

১৬০৪। তাদের বিশেষ দক্ষতা এবং মেধাগত সাফল্যের ঝর্ণা শুকিয়ে যাবে যার উপর তাদের পার্থিব উন্নতি প্রধানত নির্ভরশীল অথবা পবিত্র কুরআনের কথায়, যা তাদের বাগানকে তরু-তাজা রাখে, ফলে তাদের ‘বাগান’ বিনাশপ্রাপ্ত ও উচ্ছেদ হয়ে যাবে। তাদের আধ্যাত্মিকতার বিশুদ্ধ ও কর্মক্ষম ঝর্ণা শুক হয়ে যাবে।

১৬০৫। তাদের পার্থিব সম্পদের ধারাবাহিকতা রক্ষার জন্য খৃষ্টান জাতির সকল উদ্যম ও সচেতন প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়ে যাবে এবং তাদের ক্ষমতা ও মর্যাদা দ্রুত এবং অপ্রত্যাশিতভাবে কমে যাবে। প্রসঙ্গত এই আয়াত উল্লেখ করেছে যে এই আয়াতসমূহে ব্যবহৃত “বাগান” শব্দটি আক্ষরিক অর্থে ব্যবহার করা হয়নি, কারণ বাগান কখনো মাচার উপর পতিত হয় না।

১৬০৬। ইহলোকিক জীবনের দ্রুত বিলীয়মান বা স্বল্পকালীন স্থায়িত্ব সম্পর্কে কত তীক্ষ্ণ এবং শক্তিশালী বর্ণনা!

أَوْ يُصِيبَهُ مَا وُهَا غَوْرًا فَلَنْ تَشْتَطِعَنَّ لَهُ  
طَلَبَّا<sup>⑩</sup>

وَأُجِيظَ بِشَمَرَهٖ فَآضَبَهُ يُقَلِّبُ كَفَنِهِ عَلَى  
مَا آنَفَ قَنِيَّا وَ هِيَ خَاوِيَّةٌ عَلَى  
عُرُوهَ شَمَاءٍ وَ يَقُولُ يَلَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ  
بِرَبِّي أَحَدًا<sup>⑪</sup>

وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِتَّهُ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ  
الثُّوَّادِ مَا كَانَ مُنْتَهِرًا<sup>⑫</sup>

هُنَّا لَكَ الْوَلَيَّةُ يُلْتِئُ الْحَقَّ بِهُوَ خَيْرٌ  
شَوَّابًا وَ خَيْرٌ عَقْبًا<sup>⑬</sup>

وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا  
كَمَّا إِنَّ رَبَّنَا مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ  
نَبَاتُ الْأَرْضِ فَآضَبَهُ هَشِيمًا تَذَرُّهُ  
الرِّيحُ وَ كَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُّفْتَدِرًا<sup>⑭</sup>

الْمَالُ وَ الْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا  
وَ الْبَقِيلُ الصَّلِحُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ  
شَوَّابًا وَ خَيْرًا مَلًا<sup>⑮</sup>

৪৮। আর (শ্বরণ কর) যেদিন আমরা পাহাড়পর্বতকে  
সরিয়ে দিব এবং তুমি পৃথিবী (বাসীকে পরম্পরের বিরুদ্ধে  
যুদ্ধের জন্য) বেরিয়ে আসতে দেখবে আর আমরা (এ বিপদে)  
তাদের সবাইকে একত্র করবো<sup>১৬৭</sup> (এবং) তাদের  
একজনকেও ছাড়বো না।

৪৯। <sup>১</sup>আর তাদেরকে সারিবদ্ধভাবে তোমার প্রভু-  
প্রতিপালকের সামনে উপস্থিত করা হবে (এবং তাদের বলা  
হবে), <sup>২</sup>নিশ্চয় তোমরা আমার সামনে সেভাবে উপস্থিত  
হয়েছ যেভাবে আমরা তোমাদেরকে প্রথমবার সৃষ্টি  
করেছিলাম<sup>১৬৮</sup>। তোমরাতো বরং এ ধারণা করেছিলে আমরা  
তোমাদের জন্য কখনো কোন প্রতিশ্রুতি (পূর্ণ) করার সময়  
নির্ধারণ করবো না।'

৫০। <sup>১</sup>আর (তাদের আমলনামার) কিতাব তাদের সামনে  
রেখে দেয়া হবে। তখন তাতে যা (লেখা) আছে সেজন্য তুমি  
এ অপরাধীদের ভীতসন্ত্রস্ত দেখতে পাবে। তারা বলবে, 'হায়!  
আমাদের জন্য দুর্ভোগ, এটা কেমন কিতাব যা ছোট বড় কোন  
কিছু বাদ দেয়নি! বরং এটি এসব কিছুকে সংরক্ষণ করে  
রেখেছে।' আর <sup>২</sup>তারা যা কিছু করে এসেছে তা তারা  
[৫] (নিজেদের) সামনে দেখতে পাবে। আর তোমার প্রভু-  
১৮ প্রতিপালক কারো প্রতি অবিচার করেন না।

★ ৫১। <sup>১</sup>আর (শ্বরণ কর) আমরা যখন ফিরিশ্তাদের  
বলেছিলাম, 'তোমরা আদমের জন্য সিজদাবন্ত হও' তখন  
ইবলিস ছাড়া তারা (সবাই) সিজদা করলো। সে ছিল  
জিনদের একজন। সুতরাং সে তার প্রভু-প্রতিপালকের আদেশ  
অমান্য করলো। অতএব তোমরা কি আমার পরিবর্তে তাকে  
ও তার বংশধরকে নিজেদের বন্ধু বানাছ, অথচ তারা  
তোমাদের শক্ত? যালেমদের জন্য বিনিময় অতি মন্দ হয়ে  
থাকে।

দেখুন : ক. ৫২৪১; ৭৮৪২১; ৮১৪৪ খ. ৭৮৪৩৯ গ. ৬৭৯৫ ঘ. ৩৯৪৭০ ঙ. ৩৪৩১; ৯৯৪৮-৯; চ. ২৪৩৫; ৭৪১২; ১৫৪৩০-৩১, ১৭৪৬২; ২০৪১৭; ৩৮৪৭০-৭৫।

১৬৯৭। 'জিবাল' অর্থ : প্রধান, সর্বোচ্চ, সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ, নায়ক বা সর্দার (লেইন)। এই আয়াতের মর্ম এই হতে পারে, পূর্ববর্তী  
কয়েক আয়াতে উল্লেখিত অঙ্গ বা শয়তানী শক্তিগুলো (গগ এবং ম্যাগগ) অর্থাৎ ইয়া'জুজ-মাজুজ সম্পূর্ণ ধ্বংস হওয়ার ভবিষ্যদ্বাণী  
পূর্ণতালাভ করবে তখন, যখন বাইবেলের ভাষায়, জাতির বিপক্ষে জাতি ও রাজ্যের বিপক্ষে রাজ্য উঠবে এবং স্থানে স্থানে দুর্ভিক্ষ ও  
ভূমিকম্প হবে (মথি-২৪:৭)। 'হাশারনাহম' এর মর্ম তাদেরকে যুদ্ধ ক্ষেত্রে একত্রিত করা হবে, তারা একে অন্যের মুখোমুখি হবে এবং  
শোচনীয় অবস্থা পর্যন্ত যুদ্ধ করবে।

১৬৯৮। এই আয়াত ব্যক্ত করে, তারা সকল কর্তৃত হারাবে ও ক্ষমতাচ্ছত্য হবে এবং তাদেরকে পূর্বের ন্যায় ইন, অমর্যাদার পাত্রে  
পরিণত করা হবে।

وَيَؤْمِنُ سَيِّرُ الْجِبَابَ وَتَرَى الْأَرْضَ  
بَارِدَةً، وَحَسْرَتْهُمْ قَلْمَنْقَادُونَ  
آخَدُوا<sup>৩</sup>

وَعِرِضُوا عَلَى رَبِّكَ صَفَّا، لَقَدْ جِئْتُمُونَا  
كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوْلَ مَرْقَبَ زَلْعَمْتُمُ اللَّهَ  
تَجْعَلَ لَهُمْ مَوْعِدًا<sup>৪</sup>

وَوِضْعَ الْكِتَبَ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ  
مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يُوَيْلَتَنَا مَالِ هَذَا  
إِنْ كِتَبٌ لَا يَغَادُ صَخْرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا  
أَخْصَصَاهُ وَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَمِيرَاءً  
وَلَا يَظْلِمُهُ رَبُّكَ آخَدُ<sup>৫</sup>

وَإِذْ قُلَّنَا لِلْمَلِكَةِ اسْجُدْنَا رَاجِمَ  
فَسَجَدْنَا وَإِلَّا بِلِيْسَ، كَانَ مَنْ أَعْيَنَ فَقَسَقَ  
عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ وَأَفَتَخَذُونَهُ وَذُرْيَتَهُ  
أَوْلَيَاً، مِنْ دُنْيَ وَهُمْ لَكُفَّ عَذَّبُ، بِئْسَ  
لِلظَّلَمِيْمِينَ بَدَلَ<sup>৬</sup>

৫২। আমি আকাশসমূহের ও পৃথিবীর সৃষ্টিলগ্নে এবং তাদের নিজেদের সৃষ্টির সময়ও তাদেরকে সাক্ষী করিনি<sup>১৬৯</sup>। আর আমি পথভ্রষ্টকারীদের কখনো সাহায্যকারীরূপে গ্রহণ করতে পারি না।

৫৩। আর (শরণ কর) যেদিন তিনি বলবেন, ‘যাদেরকে তোমরা আমার শরীক বলে মনে করতে তোমরা তাদের ডাক।’ তখন এরা তাদের ডাকবে। কিন্তু তারা এদের কোন উত্তর দিবে না। আর আমরা এদের (এবং এদের কল্পিত শরীকদের) মাঝে এক ধর্মসের দেয়াল<sup>১৭০</sup> দাঁড় করিয়ে দিব।

৭ ৫৪। আর ‘অপরাধীরা আগুন দেখে বুবাবে তারা এতে [৮] পড়তে যাচ্ছে। আর তারা এ থেকে বেরিয়ে পালাবার কোন ১৯ পথ খুঁজে পাবে না<sup>১৭১</sup>।

৫৫। ‘আর নিশ্চয় আমরা মানুষের জন্য এ কুরআনে প্রত্যেক (আবশ্যকীয়) দৃষ্টান্ত বিভিন্নভাবে বর্ণনা করেছি এবং (এভাবে বর্ণনা করার কারণ হলো) মানুষ সবচাইতে বেশি বাগড়াটে<sup>১৭২</sup>।

দেখুন : ক. ১৬৪২; ২৮৪৬৩,৭৫; ৪১৪৪৮ খ. ২১৪৪০; ৩৮৪৬০; ৫২৪১৪ গ. ১৭৪৪২,৯০ ঘ. ১৬৪৫; ৩৬৪৭৮।

১৬৯। এই আয়াতের মর্মার্থ হতে পারে, সেই সময় পৃথিবীতে নৃতন সমাজ ব্যবস্থার কথা লোক মুখে চলতে থাকবে যা পৃথিবীতে স্থায়ী শাস্তির যুগের আগমনবার্তা ঘোষণা করবে এবং রাজনৈতিক ও সামাজিক চিন্তার তথাকথিত নেতৃত্বে তা প্রতিষ্ঠা করার দাবীদার বলে যাবে। কিন্তু তাদের কেউই এই প্রচেষ্টাতে সফলকাম হতে পারবে না। কারণ আল্লাহু তাআলা স্বয়ং নিজের জন্য এই মহসুম কাজের পরমোৎকর্ষতা সংরক্ষিত রেখেছেন।

১৭০। এই আয়াতে প্রতিভাত হয় যে এই জাতিসমূহ উচ্চ কর ও মাঞ্জলের বাধা, দেয়াল বা লৌহযবনিকা সৃষ্টি করবে এবং একে অন্যের উপরে অর্থনৈতিক বাধা বা বয়কট পদ্ধতি আরোপ করবে। অথবা এর মর্ম এও হতে পারে, তারা মারাত্মক যুদ্ধে জড়িয়ে পড়বে যা তাদেরকে ধর্মস করে দিবে।

১৭০। পাশ্চাত্যের অধিবাসী জাতিসমূহ এক ভয়ানক যুদ্ধ নিকটবর্তী হতে দেখবে, তা এড়িয়ে যেতে সর্বাঞ্চক প্রচেষ্টা চালাবে। কিন্তু এই বিষয়ে তাদের সকল চেষ্টারিত ব্যর্থ হবে। পাশ্চাত্যের জাতিসমূহ পূর্বেও দুটি ধর্মসমূহক যুদ্ধের অগ্নিপরীক্ষার মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হয়েছে যা জগতে তাদের রাজনৈতিক মর্যাদা এবং কর্তৃত্ব প্রায় বিনষ্ট করে দিয়েছে এবং পাশ্চাত্য সভ্যতার মূল ভিত্তি পর্যন্ত কাঁপিয়ে দিয়েছে। তৃতীয় এক ব্যাপক ধর্মসমূহ সম্ভবত সমস্ত পৃথিবীর দিকে ধেয়ে আসছে।

১৭০। আয়াতের মর্মঃ- (ক) আল্লাহু তাআলার সকল সৃষ্টির মধ্যে মানবকে বিবেক এবং বুদ্ধিমতা ও পূর্ণ কর্মক্ষমতা দিয়ে অনুগ্রহীত করা হয়েছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, সে তার সকল দক্ষতা সত্য অস্বীকার করার কাজে এবং অন্যন্য অসং উদ্দেশ্যে ব্যবহার করে, (খ) অথবা এর অর্থ হতে পারে, সে বহু পুরাতন বা দীর্ঘস্থায়ী ভবিষ্যৎ অমঙ্গল আশঙ্কার এবং সংশয়ের শিকার হয়ে পড়ে, যে কারণে সে কদাচিং নিঃসন্দেহ বা সন্তুষ্ট হতে পারে।

مَا آشَهَدْ تُهْمَ حَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ  
وَلَا حَلَقَ أَنْفُسِهِمْ وَمَا كُنْتُ مُتَّخِذَ  
الْمُضِلِّيَنَ عَصْمَةً<sup>①</sup>

وَيَوْمَ يَقُولُ نَاكُوا شُرَكَاءِيَ الْغَوَيْنَ  
زَعْمَتْهُ قَدْ عَوْهُمْ فَلَمْ يَشْتَجِبُوا لَهُمْ  
جَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَؤْبِقَ<sup>②</sup>

وَرَا الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنَّوْا أَنَّهُمْ  
مُّوَاقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُوا عِنْهَا مَاضِرًا<sup>③</sup>

وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ  
كُلِّ مَثَلٍ، وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ  
جَدَلًا<sup>④</sup>

★ ৫৬। \*আর লোকদের কাছে যখন হোয়াত আসে তখন ঈমান আনতে ও তাদের প্রভু-প্রতিপালকের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করতে তাদেরকে (তাদের) এ (চাওয়া) ছাড়া আর কিছুই বাধা দেয়নি যে তাদের ক্ষেত্রেও যেন (একই পরিণতিসহ) পূর্ববর্তীদের ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটে অথবা তাদের ওপর যেন সরাসরি আয়াব এসে যায়।

وَمَا مَنَّتِ النَّاسُ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ  
جَاءُهُمُ الْمُذَى وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ  
إِلَّا أَنْ تَأْتِيهِمْ سَنَةً أَنَّا وَلَيْسَ أَوْ  
يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ قُبْلًا<sup>৩৩)</sup>

৫৭। \*আর আমরা রসূলদেরকে কেবল সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপেই পাঠিয়ে থাকি। আর যারা অস্বীকার করে তারা মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে তর্কবিতর্ক করে থাকে যেন এর মাধ্যমে তারা সত্যকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করতে পারে। আর তারা আমার নির্দশনাবলীকে এবং যেসব বিষয়ে তাদের সতর্ক করা হয়েছিল (সেগুলোকে) হাসিঠাটার লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করেছে।

وَمَا نُرِسِّلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ  
وَمُنذِرِينَ هُوَ يَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُوا  
بِالْبَطْلَى لِيَعْلَمَ حِضَارُهُمُ الْحَقُّ وَاتَّخَذُوا  
أَيْقَنَি وَمَا أَنْزَلُوا هُمْ رُوا<sup>৩৪)</sup>

৫৮। আর তার চেয়ে বড় যালেম কে, যাকে তার প্রভু-প্রতিপালকের নির্দশনাবলী স্মরণ করানো সত্ত্বেও সে এ থেকে মুখ ফিরিয়ে রেখেছে এবং তার কৃতকর্ম ভুলে গেছেঃ \*নিশ্চয় আমরা তাদের হৃদয়ে আবরণ এবং তাদের কানে বধিরতা<sup>১৭০</sup> সৃষ্টি করে দিয়েছি যেন তারা এ (কুরআন) বুঝতে না পারে। আর তুমি হোয়াতের দিকে তাদের ডাকলেও তারা কখনো হোয়াত পাবে না।

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِأَيْتٍ رَبِّهِ فَأَغْرَضَ  
عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَثْ يَذْهَبُ إِلَيْهَا تَاجِلَنَا عَلَى  
فُلُوْبِهِمَا إِنَّهُ أَنَّ يَفْقَمُهُمْ وَفِي أَذْانِهِمْ  
وَقَرَاءَاتِهِنَّ تَذْعَمُهُمْ لَأَنَّهُمْ  
يَهْتَدُونَ إِذَا أَبَدًا<sup>৩৫)</sup>

৫৯। \*আর তোমার প্রভু-প্রতিপালক অতি ক্ষমাশীল (ও) মহা কৃপার অধিকারী। তাদের (মন্দ) কৃতকর্মের জন্য তিনি \*যদি তাদের ধরতে চাইতেন তাহলে অবশ্যই তিনি তাদের জন্য আয়াবকে ত্বরান্বিত করতেন। কিন্তু তাদের জন্য এক প্রতিশ্রুত মেয়াদ নির্ধারিত রয়েছে যা থেকে (রক্ষা পাওয়ার জন্য) তারা কোন আশ্রয়স্থল খুঁজে পাবে না।

وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ لَوْلَيْلَاهُدُّهُمْ  
بِمَا حَسَبُوكُمْ لَعَجَلَ لَهُمُ الْعَذَابُ وَبَلْ  
لَهُمْ مَوْعِدٌ لَنَ يَجِدُوا مِنْ دُورِهِ  
مَوْلَلًا<sup>৩৬)</sup>

৬০। আর <sup>৮</sup> এ হলো সেইসব জনপদ, যেগুলোকে আমরা [৬] তাদের যুলুম করার দরজন ধর্স করেছিলাম। আর আমরা ২০ তাদের ধর্সের জন্য এক মেয়াদ নির্ধারিত করে দিয়েছিলাম।

وَتِلْكَ الْقُرَى أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا  
جَعَلْنَا لِمَنِ اكْتَمَلَهُ مَوْعِدًا<sup>৩৭)</sup>

দেখুন : ক. ১৭৫৯৫ খ. ২৪১৪; ৪৪১৬; ৬৪৯; ১৭১০৬ গ. ২৪৮; ৬৪২৬; ১৭৪৭; ৮১৪৬; ৮৭৪১ ঘ. ৬৪১৩৪, ১৪৮ ঙ. ১০৪১২; ৩৫৪৪৬. চ. ১১৪১০১।

১৭০৩। একগুঁয়েভাবে যুক্তিকে অগ্রাহ্য করে আল্লাহস্ত্রদত্ত শক্তি ব্যবহার না করার ফলে অবিশ্বাসীদের সদ্গুণবিশিষ্ট শক্তিগুলোতে মরিচ ধরে ক্রমশ ক্ষয়গ্রাহ্য হয় এবং অপরাধবৃত্তি ও পাপচারের মধ্যেই তারা নাকানি-চুবানি খেতে থাকে।

৬১। আর (স্মরণ কর) মূসা যখন তার যুবক (সঙ্গীকে) বললো, ‘আমাকে যুগ যুগ ধরে চলতে হলেও দুটি সমুদ্রের সংযোগস্থলে<sup>১০৪</sup> না পৌছানো পর্যন্ত আমি ক্ষান্ত হব না<sup>১০৪-ক</sup>।’

وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتْنَةٍ لَاَبْرَخْ حَتَّىٰ آبْلُغَ  
مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ اذَا مَضَيْتَ مُهْبِتاً<sup>۱۰۴</sup>

১৭০৪। এই আয়াত দ্বারা হযরত মূসা (আঃ) এর ইস্রাও (আধ্যাত্মিক নৈশভ্রমণ) এর বিষয় আরম্ভ হয়েছে। উপরে উল্লেখ করা হয়েছে, হযরত ইসা (আঃ) এর শিশ্যরা প্রচুর পার্থিব ক্ষমতা ও উন্নতির অধিকারী হয়েছিল এবং তাদের বৈচিত্রপূর্ণ জীবনের অংগতিতে পৃথিবীর ইতিহাসে দুবার অমোচনীয় ছাপ ও প্রভাব রেখেছিল। খৃষ্টান জাতিসমূহের এই সাফল্য ৩০৩ং আয়াতে উল্লেখিত “দুটি বাগান” এর উপর দিয়ে বর্ণনা করা হয়েছে। এই দুয়ুগের প্রথমটির সূচনা হয়েছিল রোম সম্রাট কনষ্ট্যান্টাইনের খৃষ্টধর্ম প্রহণের মাধ্যমে, যখন তা রাষ্ট্রীয় ধর্মরূপে স্বীকৃত হয়েছিল এবং তা ইসলাম ধর্মের নবী করীম (সাঃ) এর জন্মের পূর্ব পর্যন্ত চলেছিল। এই দুই যুগের দ্বিতীয় এবং অতি গুরুত্বপূর্ণ যুগটি বর্তমান যুগ। এ সময়ে পাশ্চাত্যের খৃষ্টান জাতিগুলো এত বেশী ক্ষমতা ও শৌরূব অর্জন করেছে যে এশিয়া এবং আফ্রিকার জাতিসমূহ যেন দায়বদ্ধ কৃষক এবং কেনা গোলামের মত তাদের আদেশ ও অনুকূলীয় অপেক্ষায় উন্মুখ হয়ে থাকে। এই “দুটি বাগান” এর মধ্যবর্তী স্থানে নদীনালা প্রবাহিত (আয়াত-৩৪)। এই ‘নদীনালা’ ইসলামের জন্ম এবং ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার নির্দশন জাপক যা এই দুটি যুগের মধ্যবর্তীকালে মানবজাতির ইতিহাসে এক গভীর ছাপ রেখেছিল। এই বিষয়ে ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতা বর্ণনা করার উদ্দেশ্যে এবং একে সংযুক্ত ছিদ্রের ন্যায় পরিদৃষ্ট করার জন্য হযরত মূসা (আঃ) এর ‘ইস্রাও’ বা আধ্যাত্মিক ভ্রমণ বৃত্তান্তের কিছুটা বিস্তারিত বর্ণনা বর্তমান তফসীরাধীন এবং পরবর্তী কয়েক আয়াতে দেয়া হয়েছে। মূসা (আঃ) তাঁর সদৃশ এক নবীর আবির্ভাব সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন (দ্বিতীয় বিবরণ-১৮৪:১৮)। উক্ত ভবিষ্যদ্বাণীকে কুরআন করীমের ৭৩:১৬ আয়াতে সম্পর্কযুক্ত করা হয়েছে। খৃষ্টধর্মের সূচনা এবং এর পরবর্তী উন্নতি ও অংগতি দুটি যুগের সঙ্গে সম্পৃক্ত। গুহাবাসীগণ এবং ইয়া-জুজ-মাজুজ (গগ এও ম্যাগগ) এর আবির্ভাবের মধ্যবর্তী সময়ে মূসা (আঃ) এর আধ্যাত্মিক সফরের কথা বর্ণনার মধ্য দিয়ে কুরআন মজীদ তাঁর (মূসা-আঃ) ভবিষ্যদ্বাণীতে উল্লেখিত ইসলামের নবী করীম (সাঃ) এর আগমনের ঘটনাকে নির্দিষ্ট করেছে, যিনি (সাঃ) মূসা (আঃ) এর অনুরূপ এবং উক্ত দুই যুগের মধ্যবর্তী সময়ে তাঁর আবির্ভাব হওয়া নির্ধারিত ছিল। এরপে এ সকল ঘটনাপ্রাবাহ এখানে ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতায় উল্লেখিত হয়েছে।

১৭০৪-ক। “হুকুব” বহুবচন, একবচনে “হুকবাহ্” অর্থঃ দীর্ঘকাল, অনির্দিষ্ট কাল, এক যুগ, সত্ত্ব বছর বা ততোধিক সময় (মুফরাদাত, লেইন)।

হযরত মূসা (আঃ) এর ‘ইস্রাও’ মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর ‘ইস্রাও’র অনুরূপ ছিল (১৭:২)। এই ভ্রমণ দৈহিক ছিল না, এ ছিল এক আধ্যাত্মিক বা রূহানী অবস্থা, যার মাধ্যমে হযরত মূসা (আঃ)কে রক্তমাংসের দেহ থেকে বিস্তৃত করে গভীর রূহানী মর্যাদায় উন্নীত করা হয়েছিল। বাইবেল এবং কুরআন উভয়ই এই মতের সমর্থন করে। এই সমর্থনের পক্ষে কয়েকটি যুক্তি নিম্নে উল্লেখ করা হলোঃ (১) হযরত মূসা (আঃ) এর জীবন সম্পর্কে খৃষ্টানরা বাইবেলকে মোটামুটি বিশ্বাসযোগ্য দলীলরূপে মেনে থাকে। (২) আল্লাহ তাআলার নবীকর্পে প্রত্যাদিষ্ট হওয়ার পূর্বে এবং পরেও মূসা (আঃ) মাত্র একটি সফরই করেছিলেন এবং তা মিদিয়ানে। বাইবেল ও কুরআন উভয়ই এই ভ্রমণের প্রতি নির্দেশ করেছে। উভয়ে এই বিষয়ে একমত যে হযরত মূসা (আঃ) কেবল মিদিয়ানের দিকেই ভ্রমণ করেছিলেন। কিন্তু বর্তমান এবং পরবর্তী আয়াতসমূহে যে সফর সম্পর্কে বর্ণনা রয়েছে তাতে উল্লেখিত হয়েছে, এই সফরে মূসা (আঃ) এর সাথে তাঁর তরুণ সঙ্গী ছিল। (৩) পৃথিবীতে ‘মাজ্মাআল বাহরাইন’ নামে পরিচিত কোন স্থান নেই। এই কথার অর্থ ‘দুই সমুদ্রের সংযোগস্থল’। মূসা (আঃ) এর বাসস্থানের নিকটবর্তী এরূপ সংযোগ হচ্ছে “বাবুল মান্দাৰ” যা ভারত মহাসাগরের এবং লোহিত সাগরকে সংযুক্ত করেছে, দার্দানেল প্রণালী যা ভূমধ্যসাগরকে মর্মরসাগরের সঙ্গে সংযুক্ত করেছে এবং আল- বাহরাইন যেখানে এসে পারস্য উপসাগর এবং ভারত মহাসাগর মিলিত হয়েছে। এই সকল স্থানের মধ্যে একমাত্র দার্দানেল প্রণালীই এইরূপ একটি মিলন কেন্দ্র হওয়া সম্ভব ছিল। কারণ মিশ্র থেকে গতিপথের মধ্যে কেনান অবস্থিত, যা মূসা (আঃ) এর গন্তব্য স্থান ছিল। কিন্তু তাঁর জীবদ্ধশায় তিনি সেখানে পৌছতে সক্ষম হননি। এই তিনটি কেন্দ্র বা অন্তরীপই হযরত মূসা (আঃ) এর বসতি থেকে প্রায় এক হাজার মাইল দূরত্বে ছিল এবং সেই যুগে যাতায়াতের অসুবিধা এবং যানবাহনের অভাব বিবেচনা করে বলা যায়, এরপে সুদীর্ঘ দূরত্ব অতিক্রম করতে তার বহু মাস সময় লেগে যাওয়ার কথা এবং এমতাবস্থায় হযরত মূসা (আঃ) এর পক্ষে তাঁর শিশ্যদের আধ্যাত্মিক মঙ্গল মারাত্মকভাবে বিপন্ন না করে এত দীর্ঘ কাল অনুপস্থিত থাকা সম্ভব ছিল না। বিশেষত তাদের সম্পর্কে তাঁর তিঙ্গ অভিজ্ঞতা হয়েছিল তাদেরকে ছেড়ে মাত্র চল্লিশ দিনের জন্য তূর পর্বতে থাকাকালীন সময়ে। ‘মাজ্মাআল বাহরাইন’ শব্দের দ্বারা মনে হয় দুটি বিধানের সংযোগ বা মিলন ক্ষেত্র বুঝাচ্ছে, যথা—মূসায়ী শরীয়ত এবং ইসলামী শরীয়তের সংযোগ বা মিলন ক্ষেত্র।

এ ছাড়া অর্থাৎ এই বাহ্যিক প্রমাণ ছাড়াও অনেক অভ্যন্তরীণ প্রমাণ ৬১-৮৩ নং আয়াতসমূহে রয়েছে যাতে প্রতিপন্থ হয়, মূসা (আঃ) এর সফর দৈহিক বা বাহ্যিক ঘটনা ছিল না বরং আধ্যাত্মিক ছিল। কেননা (ক) রাজা কর্তৃক জবরদস্থল থেকে রক্ষা করার জন্য ‘সে (সেই বুরুর্গ) নৌকার মধ্যে এক বড় ছিদ্র করে দিলেন’ (আয়াত ৭২)। কিন্তু ছিদ্র করার পরে কি নৌকাটি চলাচলের উপর্যোগী ছিল না? উপর্যোগী

★ ৬২। এরপর তারা যখন দুটি (সমুদ্রের) সংযোগস্থলে পৌছলো  
তারা তাদের মাছের কথা<sup>১৭০৫</sup> ভুলে গেল এবং সেটি দ্রুতবেগে  
সমুদ্রে নিজ পথ ধরলো।

৬৩। এরপর তারা উভয়ে যখন (সে স্থান ছেড়ে) সামনে  
এগিয়ে গেল তখন সে তার যুবক (সঙ্গীকে) বললো,  
'আমাদের সকালের খাবার'<sup>১৭০৬</sup> আমাদের কাছে নিয়ে আস।  
নিশ্চয় আমরা আমাদের এ সফরের দরুণ খুব ঝান্ট হয়ে  
পড়েছি।

থাকলে রাজা তা বাজেয়াও করলো না কেন? না থাকলে তা ডুবে গেল না কেন? এই জড় জগতে কোন নৌকার তলাতে বিরাট ছিদ্র করে দেয়ার পরে তা ভাসমান থাকতে পারে না। শুধু দিব্যদর্শন বা কাশ্ফের জগতেই এইরূপ ব্যাপার সম্ভব। (খ) আল্লাহ তাআলার কোন নবী দূরে থাক, সুযু মষ্টিকের সচেতন ব্যক্তি বৈধ কারণ ছাড়া অপরের প্রাণ নাশ করতে পারে না, যেমনটি সেই বুয়ুর্গ করেছিলেন বলে বর্ণিত হয়েছে (আয়াত-৭৫)। (গ) হ্যরত মূসা (আঃ) এর মত আল্লাহ তাআলার এক মহান নবী এবং উৎকৃষ্ট গুণবিশিষ্ট উদারচেতা ব্যক্তি সেই বুয়ুর্গের অপরাধ সাব্যস্ত করলেন শুধু এ জন্য যে তিনি পিতৃমাতৃহীন দরিদ্র বালক দুটির ভাঙ্গা দেয়াল মেরামতের জন্য মজুরী দাবী করলেন না, কারণ শহরের লোকেরা তাদেরকে আপ্যায়ন করতে অঙ্গীকৃতি জানিয়েছিল? এতীম বালক দুটি মূসা (আঃ) এর অস্তুষ্টি অর্জনের মত কী করেছিল? বালক দুটি নয় বরং শহরের লোকেরাই তাদের অতিথেয়তা করতে অঙ্গীকার করেছিল। (ঘ) এটা কল্পনাও করা যায় না, হ্যরত মূসা (আঃ) এর মত আল্লাহ তাআলার মহান নবীকে কষ্টকর দীর্ঘ ভ্রমণে বের হতে হয়েছিল শুধু মাত্র এক 'আল্লাহ'র বান্দা'র সঙ্গানে এবং তাঁর নিকট এই শিক্ষা গ্রহণ করার জন্য যে কেমন করে ও কী কারণে নৌকার তলায় ছিদ্র করতে হয় বা এক যুবককে হত্যা করতে হয় অথবা কীরুপে দেয়াল মেরামত করে তার জন্য পারিশ্রমিক গ্রহণ করতে না হয়। এ ছাড়া বর্ণিত আছে, মহানবী (সাঃ) বলেছেন, মূসা (আঃ) যদি নীরব থাকতেন তাহলে আল্লাহ তাআলা অদৃশ্যের বহু গোপন রহস্য আমাদের নিকট উদয়াটন করে দিতেন (বুখারী, কিতাবুত্ত তফসীর)। কিন্তু সেই অস্বাভাবিক কাজের মধ্যে তো গায়েবের কোন রহস্য থাকার কথা নয় যা "আল্লাহ তাআলার বান্দা" করেছিলেন বলে কথিত হয়েছে। মাওয়ারদির মতে মূসা (আঃ) যে ব্যক্তির সঙ্গে সাক্ষাত করতে গিয়েছিলেন তিনি কোন মানুষ ছিলেন না, আল্লাহ তাআলার ফিরিশ্তা ছিলেন (কাসীর)। এই সমস্ত ঘটনা একত্রিত করে বিবেচনা করলে অতি গুরুত্বপূর্ণ এবং শক্তিশালী প্রমাণ মিলে যে হ্যরত মূসা (আঃ) এর সফর 'কাশ্ফ' ছাড়া অন্য কিছু ছিল না, যার প্রকৃত মর্মার্থ জ্ঞাত হওয়ার জন্য তা'বিল বা ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন। ৬১ নং আয়াতে 'যুবক সঙ্গী' শব্দটি 'নূন' এর পুত্র যশোয়ার প্রতি ইশারা হতে পারে, কিন্তু তা হ্যরত ঈসা (আঃ) এর প্রতি অধিকতর সঙ্গতভাবে প্রযোজ্য। হ্যরত ঈসা (আঃ)ই ছিলেন হ্যরত মূসা (আঃ) এর তরুণ সঙ্গী (অনুগামী) যিনি তাঁর বিধানকে (শরীয়তকে) বিনষ্ট করার জন্য নয় বরং পূর্ণ করতে এসেছিলেন (মথি-৫৪১৭)। "আমি (যে পথে চলছি সে পথ চলায়) থামবো না যতক্ষণ পর্যন্ত না আমি দুটি সমুদ্রের সঙ্গমস্থলে পৌছি" এই বাক্য প্রকাশ করছে যে মূসা (আঃ) এর যুবক সঙ্গী তাঁর ভ্রমণের প্রায় শেষ প্রাপ্তে এসে তাঁর সঙ্গে মিলিত হয়েছিলেন। সফরের সূচনাতেই তিনি যুবকটিকে সঙ্গে নিয়ে ছিলেন বলে মনে হয় না। মূসা (আঃ) এর আবির্ভাবের ১৪শত বৎসর পরে ঈসা (আঃ) এর আগমন। "অন্যথায় আমি যুগ যুগ ধরে চলতে থাকব"-এই শব্দগুলো ব্যক্ত করেছে যে মূসায়ী শরীয়ত বহু শতাব্দী ব্যাপি চালু থাকবে। মূসা (আঃ) এর সময় থেকে আরম্ভ করে মহানবী হ্যরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর আবির্ভাব পর্যন্ত, যখন মূসা (আঃ) এর শরীয়তের কার্যকারিতা শেষ হয়ে গেল। এই সময় কালের ব্যাপ্তি দুই হাজার বৎসরের উর্ধ্বে।

১৭০৫। 'হৃত' অর্থ মাছ। কাশ্ফে মাছ দেখার ব্যাখ্যা ধার্মিক লোকদের ইবাদতগৃহ (তাত্ত্বিক আনাম)। এই অর্থে 'যখন তারা দুটি (সমুদ্রের) সঙ্গমস্থলে পৌছলো তারা তাদের মাছের কথা ভুলে গেল,' এই বাচনভঙ্গী বা অভিব্যক্তির মর্ম দাঁড়ায় যখন মূসায়ী শরীয়ত এবং ইসলামী শরীয়ত মিলিত হবে, অর্থাৎ মূসায়ী বিধান যখন কার্যকর থাকবে না, উপেক্ষিত হবে এবং যখন ইসলামী শরীয়ত কার্যকরী হবে, সেই সময়ে হ্যরত মূসা ও ঈসা (আঃ) এর অনুসারীদের নিকট থেকে প্রকৃত ধর্মপরায়ণতা উঠে যাবে এবং তখন থেকে নৃতন শরীয়তের অনুসারীরা বিশেষরূপে চিহ্নিত হবে (৪৮:৩০)।

১৭০৬। কাশ্ফে নাস্তা বা সকালের খাদ্য চাওয়ার অর্থ 'ক্লান্টি'(তাত্ত্বিক আনাম) এবং আয়াতের দাবী যে, 'দুটি সমুদ্রের সঙ্গমস্থল'

فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا تَسْبَيَ حُوتَهُمَا  
فَاتَّخَذَ سَيِّلَةً فِي الْبَحْرِ سَرَبًا<sup>(৭)</sup>

فَلَمَّا جَاءَهَا قَالَ لِفَتْشَةُ أَبْنَى عَدَاءَ كَارَ  
لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَقَرٍ نَّاهَانَصَبَ<sup>(৮)</sup>

★ ৬৪। সে বললো, ‘তুমি কি বুঝতে পেরেছিলে আমরা যখন (বিশ্বামের জন্য) শিলাখণ্ডে<sup>১০৭</sup> আশ্রয় নিয়েছিলাম তখন আমি মাছের কথা ভুলে গিয়েছিলাম? আর (তোমার কাছে) এর কথা উল্লেখ করতে শয়তানই আমাকে ভুলিয়ে দিয়েছিল। আর সেটি অদ্ভুতভাবে সমুদ্রে নিজের পথ ধরেছিল।

قَالَ أَرْءَيْتَ لِذَاوَيْتَارَى الصَّخْرَةَ فَإِنْ  
تَسْبِيْثُ الْحُوتَ رَوْمَانَ اَنْسِيْثُهُ إِلَّا  
الشَّيْطَنُ اَنَّ اَذْكُرَهُ وَاتَّخَذَ سِيْنَلَهُ  
فِي الْبَحْرِ بِعَجَبٍ<sup>৩</sup>

৬৫। সে বললো, ‘এটাই তো (সেই স্থান) যা আমরা খুঁজে ফিরেছিলাম।’ এরপর তারা উভয়ে নিজেদের পদচিহ্ন অনুসরণ করতে করতে ফিরে গেল।

قَالَ ذِلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِيْهُ فَازْتَدَّا عَلَى  
اَثَارِهِمَّا قَصَصَ<sup>৪</sup>

৬৬। তখন (সেখানে) তারা আমাদের বান্দাদের মাঝ থেকে এক মহান বান্দাকে<sup>১০৮</sup> দেখতে পেল, যাকে আমরা নিজ পক্ষ থেকে (বিশেষ) রহমত দান করেছিলাম এবং আমাদের পক্ষ থেকে তাকে (বিশেষ) জ্ঞানও দান করেছিলাম।

فَوَجَدَ اَعْبَدًا مِنْ عِبَادَتِنَا اَتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ  
عِنْدِنَا وَعَلَمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عَلِمْ<sup>৫</sup>

অতিক্রম করার পর এবং দীর্ঘকাল তাঁরা পথকভাবে ভ্রমণ করে এবং প্রতিশ্রূত নবীর জন্য (দ্বিতীয়-১৮:১৮) প্রতীক্ষায় ক্লান্ত হয়ে মূসা (আঃ) এবং তাঁর যুবকসঙ্গী বিশ্বে ভাবতে শুরু করবে যে তিনি (প্রতিশ্রূত নবী) হয়ত পুরৈহ আবির্ভূত হয়েছেন, কিন্তু তাঁকে চিনতে তাঁরা বার্থ হয়েছেন। আয়াতের মধ্যে মূসা (আঃ) এবং তাঁর যুবক সফরসঙ্গী (ঈসা -আঃ) যথক্রমে ইহুদী এবং খৃষ্টানদের প্রতীক।

১৭০৭। ‘সাখারাহ’ অর্থ পাথর। কাশ্ফ এবং স্বপ্নের ভাষায় এর অর্থ অধর্ম এবং পাপময় জীবন। অতএব ‘আমরা যখন (বিশ্বামের জন্য) শিলাখণ্ডে আশ্রয় নিয়েছিলাম’ এই কথাটির মর্ম হলো, যখন দুই সমুদ্র মিলিত হবে, অর্থাৎ হয়রত মূসা (আঃ) এর শরীয়ত শেষ প্রাপ্তে পৌছবে এবং এক নূতন নবী এবং নূতন শরীয়ত প্রকাশিত হবে তখন ইহুদী ও খৃষ্টানজাতি অপরাধবৃত্তি ও পাপাচারে নিমগ্ন থাকবে। ‘আর সেটি অদ্ভুতভাবে সমুদ্রে নিজের পথ ধরেছিল’ বাক্যাংশটি প্রকাশ করছে, প্রকৃত সাধুতা এবং খোদা তাআলার ইবাদত এদের নিকট থেকে বিশ্বয়করভাবে বিদায় নিবে।

১৭০৮। ‘তখন (সেখানে) তারা আমাদের মাঝ থেকে এক মহান বান্দাকে দেখতে পেল।’ কে এই ‘আল্লাহর বান্দা’ যার উপর আল্লাহ তাআলা রহমত দান করেছিলেন এবং যাকে তিনি বিশেষ জ্ঞান শিক্ষা দিয়েছিলেন এবং কার সঙ্গানে, ঈশ্বী নির্দেশ অনুসারে হয়রত মূসা (আঃ) এত দীর্ঘ ও কষ্টকর সফর করেছিলেন এবং কে এই বিখ্যাত কেন্দ্রবিন্দু এবং সমস্ত ঘটনার কেন্দ্রীয় চরিত্র? তিনি হয়রত মুহাম্মদ (সাঃ) ছাড়া আর কে? তাঁরই আস্তা দৈহিক রূপে মূসা (আঃ) এর কাশ্ফে পরিদ্রুষ্ট হয়েছিল। এর যুক্তি সমূহ হচ্ছে: (ক) তাঁকে ‘আব্দ’ (আল্লাহর বান্দা) বলা হয়েছে কুরআন করীয়ে (২৪:৪; ৮:৪২; ১৭:২; ১৮:২; ২৫:২; ৩৯:৩৭; ৫০:১১; এবং ৭২:২০) অর্থাৎ প্রকৃত অর্থে ও গুণে তিনিই আবদুল্লাহ (আল্লাহর দাস)। (খ) তাঁকে রহমত (সারা বিশ্বের জন্য রহমত) দানকারী বলা হয়েছে। একমাত্র পবিত্র মহানবী (সাঃ) ছাড়া এই উপাধি -রহমাতুল্লিল আলামীন- ব্যবহৃত হয়নি। (গ) তাঁকে স্বেচ্ছায় বা সান্তুষ্টভাবে আধ্যাত্মিক ও অতুলনীয়ভাবে বর্ণিত ঈশীজ্ঞান প্রদান করা হয়েছিল (৪:১১৪; ২০:১১৫ এবং ২৭:৭)। (ঘ) মূসা (আঃ)কে ‘আল্লাহর (এই) বান্দা’ বলেছিলেন যে তিনি (মূসা) চুপ থাকবেন না (আয়াত ৬৮) এবং নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, ‘মূসা কি দৈর্ঘ্য ধারণ করতে পেরেছিলেন! যদি তিনি তা করতেন তাহলে আমরা অধিক পরিমাণে অদৃশ্যের জ্ঞান দ্বারা অনুগ্রহীত হতাম’ (বুখারী, কিতাবুত তফসীর)। প্রকৃত ঘটনা হলো, মূসা (আঃ) আল্লাহ তাআলার প্রকাশ্য নির্দর্শন দেখেছিলেন ‘আগুনের মধ্যে’ যখন মিদিয়ান থেকে মিশরের দিকে যাচ্ছিলেন (২৮:৩০)। যাহোক পরবর্তী সময়ে তাঁকে (মূসাকে) আল্লাহ তাআলা জানিয়েছিলেন, বনী ঈসরাস্তের ভাইদের মধ্য থেকে এক নবীর আবির্ভাব হবে যার মুখে আল্লাহ নিজের কথা (কালাম) প্রকাশ করবেন (দ্বিতীয়-১৮:১৮:২২)। ভবিষ্যদ্বাণীর কথাগুলির মর্ম এটাই যে প্রতিশ্রূত নবী আল্লাহ তাআলার বৃহত্তর প্রকাশের স্থল ও নির্দশনের লক্ষ্য হবেন। সুতরাং মূসা (আঃ) স্বাভাবতই তাঁকে দেখার আকাঙ্ক্ষা করেছিলেন কে হতে পারেন সেই নবী। তাঁর অর্থাৎ মূসা (আঃ) এর কৌতুহল নিবারণের জন্য আল্লাহ তাআলা তাঁকে অনেক বেশী আধ্যাত্মিক শক্তিশালী ‘সেই নবীকে’ কাশ্ফে দেখিয়েছিলেন। মূসা (আঃ) এর কাশ্ফে দর্শনলক্ষ এই মহাজ্ঞানী “আল্লাহর বান্দা” –যিনি সাধারণে প্রচলিত ‘খিজির’ নামে পরিচিত– তিনি আমাদের মহান নেতা, পবিত্র মহানবী হয়রত মুহাম্মদ (সঃ)। তাঁরই পবিত্র আস্তা আধ্যাত্মিক জগতে এক অবয়ব ধারণ করেছিলেন (আরো দেখুন ৭:১৪৪)।

১৭০৯। হয়রত মূসা (আঃ)কে সেই আধ্যাত্মিক জ্ঞানে উচ্চ মর্যাদা দান করা হয়নি, যে মর্যাদা রসূলে আকরম (সাঃ) পেয়েছিলেন।

৬৭। মূসা তাকে বললো, ‘আমি কি এ উদ্দেশ্যে তোমাকে অনুসরণ করতে পারি যাতে করে তোমাকে যা শিখানো হয়েছে সেই হেদায়াত থেকে আমাকেও কিছু শিখিয়ে দিবে<sup>১০৯</sup>?’

৬৮। সে (মহান বান্দা) বললো, ‘তুমি তো আমার সাথে কখনো ধৈর্য ধরে থাকতে পারবে না<sup>১১০</sup>।

৬৯। আর তুমি যে বিষয়ের জ্ঞান আয়ত্ত করনি সে সম্বন্ধে তুমি ধৈর্য ধরবেই বা কিরপে?’

★ ৭০। সে বললো, ‘আল্লাহ্ চাইলে তুমি আমাকে অবশ্যই ধৈর্যশীল দেখতে পাবে এবং আমি কোন বিষয়েই তোমার অবাধ্যতা করবো না।’

৭১। সে (মহান বান্দা) বললো, ‘বেশ, তুমি যদি আমাকে [১১] অনুসরণ কর তবে কোন বিষয়ে আমাকে প্রশ্ন করবে না ২১ যতক্ষণ না আমি নিজেই তোমাকে এ সম্পর্কে কিছু বলি।’

৭২। এরপর তারা উভয়ে রওয়ানা হলো। অবশেষে তারা একটি নৌকায় ঢ়ুলো। সে (মহান বান্দা পরবর্তীতে) এটিকে ছিদ্র<sup>১১১</sup> করে দিল। সে (অর্থাৎ মূসা) বললো, ‘তুমি কি এর আরোহীদের ডুবাবার উদ্দেশ্যে এতে ছিদ্র করলে? তুমি নিশ্চয় একটি খারাপ কাজ করেছ।’

দেশুন : ক. ১১৪৭; ১৭৩৭।

১৭১০। আঁ হ্যরত (সাঃ) এর অনুসারীদের মত ভয়াবহ অবঙ্গাধীনে কঠিন পরীক্ষার সময় মূসা (আঃ) এর অনুসারীরা ধৈর্য এবং অবিচলিত উচ্চ স্তরের কোন নমুনা পেশ করতে পারেনি (৫৪২২-২৫ এবং বুখারী, কিতাবুল মাগায়ী)। এই আয়াত মূসা (আঃ) এবং নবী করীম (সাঃ) এর স্বাভাবিক মেয়াজেরও তুলনা করেছে। মূসা (আঃ) ধৈর্য হয়ে “আল্লাহর বান্দা”কে প্রশ্ন করেছিলেন সেই বিষয়ে যা তাঁর বোধগম্য ছিল না, কিন্তু আঁ হ্যরত (সাঃ) ধৈর্যের সাথে অপেক্ষা করেছিলেন যে পর্যন্ত না হ্যরত জিব্রাইল তাঁকে বিভিন্ন বিষয়াদি সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করেছিলেন যেসব তিনি নিজের মে'রাজের সময় দেখেছিলেন। এই দুই প্রসিদ্ধ নবীর প্রকৃতিতে বিদ্যমান প্রভেদ তাঁদের নিজ নিজ শিয়দের আচরণেও প্রতিফলিত হয়েছিল। সর্বপ্রকার অপ্রয়োজনীয় এবং নির্বোধ প্রশ্নবাণে ইহুদীরা যখন হ্যরত মূসা (আঃ)কে একটানাভাবে বিরক্ত ও জ্বালাতন করেছিল তখন হ্যরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর অনুসারীদের ব্যবহার ও আচরণ অত্যন্ত সংযম এবং মর্যাদায় বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত ছিল। তাঁরা বিশেষ সতর্কতার সাথে নবী করীম (সঃ)কে কোন ধর্মীয় বিষয় প্রশ্ন করা থেকে বিরত থাকতেন। নবী করীম (সাঃ) এবং সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) উভয়ে অত্যন্ত বিশ্বস্ততার সাথে ২০১১৫ আয়াতে প্রদত্ত বিশেষ উপদেশ রক্ষা করেছিলেন যে ‘আল্লাহই সর্বোচ্চ যিনি প্রকৃত সর্বাধিপতি, এবং তুমি কুরআন পাঠে তোমার প্রতি এর ওহী পূর্ণভাবে অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে তাড়াহড়া করো না।’

১৭১১। পূর্ববর্তী কতগুলো আয়াতে হ্যরত মূসা (আঃ) এর ‘ইস্রা়’ সম্পর্কে কেবল তুমিকার কাজ করেছে। বর্তমান আয়াত দ্বারা মূসা (আঃ) কাশকে যা দেখেছিলেন সে সকল প্রকৃত ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ শুরু হয়েছে। ‘সে এটিকে ছিদ্র করে দিল’ বাক্যাংশের ব্যাখ্যা একপ দাঁড়ায় যে মহানবী (সাঃ) এমন হুকুম জারি করবেন ঠিক যেন নৌকায় ছিদ্র করে দেয়া, স্বপ্নের ভাষায় যার অর্থ পার্থিব ধন-সম্পদ অর্থাৎ তিনি এই দিকে নজর দিবেন যাতে অর্থসম্পদ অল্প সংখ্যক লোকের হাতে পুঁজীভূত না হয় বরং ন্যায়ের ভিত্তিতে বট্টন করা হয়।

قَالَ لَهُ مُوسَى هَلْ أَتَيْتُكَ عَلَّا أَنْ تَعْلِمَنِ مِمَّا عِلِّمْتَ رُشْدًا<sup>⑩</sup>

قَالَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِعَ مَعِي صَبَرًا<sup>⑪</sup>

وَكَيْفَ تَضْبِرُ عَلَّى مَا لَمْ تُعْطِ بِهِ خُبْرًا<sup>⑫</sup>

قَالَ سَتَجْدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا وَلَا  
أَغْصِنِي لَكَ أَمْرًا<sup>⑬</sup>

قَالَ فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْعَنِي عَنْ شَيْءٍ وَ  
حَتَّى أُحِبَّ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا<sup>⑭</sup>

فَانْطَلَقَاهُ تَحْتَ إِذَا رَكِبَ كِبَابِ السَّفِينَةِ  
خَرَقَهَا قَالَ أَخْرَقْتَهَا لِتُغْرِي أَهْلَهَا  
لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا مَرْأً<sup>⑮</sup>

৭৩। সে বললো, ‘আমি কি (তোমাকে) বলিনি, তুমি আমার সাথে কখনো দৈর্ঘ্য ধরে থাকতে পারবে না?’<sup>১১২</sup>

৭৪। সে বললো, ‘আমি যা ভুলে গেছি এর দরজন তুমি আমার বিরস্তে ব্যবস্থা গ্রহণ করো না। আর আমার ব্যাপারে কঠোর হয়ে তুমি আমাকে কষ্টেও ফেলো না।’

৭৫। তারা উভয়ে আবার চলতে শুরু করলো<sup>১১৩</sup>। অবশ্যে তারা যখন এক বালকের<sup>১১৩-ক</sup> দেখা পেল তখন সে (অর্থাৎ মহান বান্দা) তাকে মেরে ফেললো। এতে সে (অর্থাৎ মূসা) বললো, ‘তুমি কি এমন একজন নিরপরাধ ব্যক্তিকে হত্যা করলে, যে কাউকে হত্যা করেনি? নিশ্চয় তুমি এক অতি মন্দ কাজ করেছ।’

কা  
ন  
ন  
ত  
গ  
৮

৭৬। সে বললো, ‘আমি কি তোমাকে বলিনি, তুমি আমার সাথে কখনো দৈর্ঘ্য ধরে থাকতে পারবে না?’

৭৭। সে (অর্থাৎ মূসা) বললো, ‘এরপর আমি তোমাকে কোন বিষয়ে প্রশ্ন করলে তুমি আর আমাকে তোমার সাথে রেখো না। কারণ তুমি আমার পক্ষ থেকে ওয়ার-আপন্তির চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌছে গেছ।’

৭৮। এরপর তারা উভয়ে আবার চলতে শুরু করলো। অবশ্যে তারা যখন এক জনপদে পৌছলো তখন তারা এর অধিবাসীদের কাছে খাবার চাইলো। কিন্তু তারা এদের আতিথেয়তা<sup>১১৪</sup> করতে অস্বীকার করলো। তারা সেখানে এক পতনোন্নুখ দেয়াল দেখতে পেল। সে (অর্থাৎ মহান বান্দা)

দেখুন : ক. ৫৪৩০।

১১১২। হ্যরত মূসা (আঃ) এর দিব্যদর্শনে আল্লাহর বান্দা মহানবী (সাঃ) তাঁকে বলছেন, মূসা তাঁর অনুগমন করতে পারবে না, অর্থাৎ মূসা (আঃ) এর উম্মতের লোকেরা তাঁকে সহজে গ্রহণ করবে না।

১১১৩। ‘ইনতালাকা’ অর্থ ‘তারা রওয়ানা হলো’ যেভাবে এই শব্দটি সংশ্লিষ্ট আয়াতসমূহে বহুবার ব্যবহৃত হয়েছে, অবিকল সেইভাবে ফিরিশ্তা প্রধান জিব্রাইল কর্তৃক নবী করীম (সাঃ) এর জন্যেও এই শব্দ তাঁর মেরাজে ব্যবহৃত হয়েছিল।

১১১৩-ক। কাশ্ফী ভাষায় যুবক বা তরুণের অর্থ অজ্ঞতা, শক্তি এবং পশুবৃত্তির তাড়না বা আকস্মিক উভেজনা। মূসা (আঃ) কর্তৃক কাশ্ফে দেখা কিশোর বালককে ধার্মিক আল্লাহর বান্দা কর্তৃক হত্যার ব্যাখ্যা হলো, ইসলাম ধর্ম তাঁর অনুসারীদেরকে যৌন বাসনা এবং কুপ্রবৃত্তিগুলোর প্রকৃত সহম এবং হত্যা করার প্রয়োজনীয়তা শিক্ষা দিবে।

১১১৪। এই আয়াতের মর্ম হতে পারে, মূসা (আঃ) এবং মহানবী (সাঃ) ইহুদী ও খৃষ্ণানদের নিকট থেকে আল্লাহর পথে সহযোগিতা কামনা করবেন, কিন্তু উভয়েই উপেক্ষিত হবেন।

قَالَ اللَّهُ أَقْلِلْ إِنَّكَ لَنَ تَسْتَطِعَ مَعِيَ  
صَبَرًا<sup>(১)</sup>

قَالَ لَا تُؤَاخِذنِي بِمَا نَسِيَتْ وَ لَا  
تُزِّهْقِنِي مِنْ آمِرِي عُشَرًا<sup>(২)</sup>

فَإِنْطَلَقَ أَنْتَ حَتَّى إِذَا لَقِيَ أَعْلَمَأَنْفَتَلَهُ، قَالَ  
أَقْتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ، لَقَدْ  
جُئْتَ شَيْئًا حَرَّا<sup>(৩)</sup>

قَالَ اللَّهُ أَقْلِلْ لَكَ إِنَّكَ لَنَ تَسْتَطِعَ  
مَعِيَ صَبَرًا<sup>(৪)</sup>

قَالَ إِنِّي سَأَلْتُكَ عَنْ شَيْءٍ بَعْدَهَا  
فَلَا تُصْحِبْنِي، قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَدُنِي  
مُذْرًا<sup>(৫)</sup>

فَإِنْطَلَقَ أَنْتَ حَتَّى إِذَا آتَيْتَ أَهْلَ قَرْيَةً  
لَا يُسْتَطِعُمَا أَهْلَهَا فَابْتَأْنِي يُضَيْقُهُمَا  
فَوَجَدَاهُ فِيهَا جَدَارًا يُرِيدُهُ أَنْ يَنْقَصَ

এটি ঠিকঠাক করে দিল। সে (অর্থাৎ মূসা) বললো, 'তুমি চাইলে অবশ্যই এর জন্য পারিশ্রমিক গ্রহণ করতে পারতে।'

৭৯। সে বললো, 'আমার ও তোমার মাঝে এটাই বিদায়ের (সময়)। আমি এখন তোমাকে (সেইসব বিষয়ের) তৎপর্য বর্ণনা করবো, যেসব বিষয়ে তুমি দৈর্ঘ্য ধরে রাখতে পারনি।'

৮০। নৌকাটির বিষয় হলো, এটা ছিল কয়েকজন দরিদ্র ব্যক্তির<sup>১১৫</sup>, যারা সমুদ্রে কাজকর্ম করতো। আমি এ (নৌকাটিকে) ক্ষতিযুক্ত করতে চাইলাম। কেননা তাদের পেছনে এক (যালেম) বাদশাহ (ধেয়ে) আসছিল। সে বলপূর্বক সব নৌকা ছিনিয়ে নিছিল।

৮১। আর বালকটির<sup>১১৬</sup> বিষয় হলো, তার পিতামাতা উভয়ে ছিল মু'মিন। তাই আমরা আশংকা করলাম, সে (বড় হয়ে) বিদ্রোহ ও অকৃতজ্ঞতা করে তাদেরকে যেন অসহনীয় কষ্টে ফেলে না দেয়।

৮২। অতএব আমরা চাইলাম এর বদলে তাদের প্রভু-প্রতিপালক যেন তাদেরকে পবিত্রতা ও দয়ামায়ার দিক থেকে এর চেয়ে উত্তম (পুত্র) দান করেন।

৮৩। আর দেয়ালটির বিষয় হলো, সেটা ছিল (সেই) শহরের দুই এতীম বালকের<sup>১১৭</sup>। আর এ (দেয়ালের) নিচে ছিল তাদের জন্য ধনভান্ডার। তাদের পিতা ছিল (এক) পুণ্যবান (ব্যক্তি)। সুতরাং তোমার প্রভু-প্রতিপালক চাইলেন

দেখুন : ক. ৩৪; ১২৪২২।

১৭১৫। 'দরিদ্র ব্যক্তি' এখানে 'মুসলমান জাতির' প্রতীক হতে পারে। নৌকাটি ছিদ্র করা এর মর্ম হলো, ইসলাম মুসলমানদেরকে আল্লাহ তাআলার জন্য দান ও যাকাতের মাধ্যমে অর্থ ব্যয়ে উদ্বৃদ্ধ করবে। এটা প্রকৃত উন্নতি এবং শক্তির পরিবর্তে অর্থনৈতিক দুর্বলতার উৎস বলে মনে হবে, কিন্তু আসল অবস্থা হবে তার বিপরীত। ইস্রার মধ্যে যালেম বাদশাহ ছিল বাইজেন্টাইন এবং পারস্য সন্ত্রাটরা, যারা আরবদেশকে গিলে ফেলতো যদি তারা একে দরিদ্র, অনুর্বর এবং কষ্ট করে জয় করার অনুপযুক্ত দেশ মনে না করতো। এইরপে একে মহনবী হ্যরত মুহাম্মদ (সা:) এর জন্য সংরক্ষণ করা হয়েছিল।

১৭১৬। 'গুলামুন' (অর্থ কিশোর বা যুবক), স্বপ্নে বা কাশ্ফে দেখলে অর্থ হয় অজ্ঞতা, শক্তি ও পশ্চবৃত্তি। আয়াতে 'তার পিতামাতা' হচ্ছে দেহ এবং আত্মা। কারণ উৎস (বা পিতামাতা) থেকেই সন্তান গুণবলী প্রাপ্ত হয়। ইসলামের শিক্ষানুযায়ী মানুষ প্রকৃতিগতভাবেই সদ্গুণের প্রতি অনুরক্ত। বিশ্বাসীগণ আকস্মিক শক্তি বা উত্তেজনার টানে পাপচারের প্রতি আকৃষ্ট হতে পারে যা কিশোরের প্রতিরূপ। ইসলাম এই সকল আকস্মিক উত্তেজনা সমূলে উৎপাটন করে এবং দেহ ও আত্মার মিলিত মানুষকে হিতকর পথে তার অঙ্গনিহিত শক্তি বিকশিত করার জন্য ছেড়ে দেয় এবং এভাবে মানবজীবনের উচ্চ উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়।

১৭১৭। দুই এতীম বালক হচ্ছে মূসা ও ঈসা (আঃ)। তাঁদের ধার্মিক পিতা হচ্ছেন ইব্রাহীম (আঃ)। তাঁদের শিক্ষারপী ধনসম্পদ তাঁরা তাঁদের ভবিষ্যৎ লোকদের জন্য রেখে গিয়েছিলেন, কিন্তু তাঁদের ভবিষ্যৎ বংশধররা অধার্মিক আচরণের কারণে তা হারিয়ে ফেলেছিল। এই সম্পদের ভাড়ার কুরআন মজীদে সংরক্ষিত হয়েছে, যেন তারা কুরআনের শিক্ষার সত্যতা উপলব্ধি এবং গ্রহণ করতে পারে।

فَأَقَامَهُ، قَالَ لَوْ شِئْتَ لَتَتَخَذَّتْ عَلَيْهِ  
آجِراً<sup>④</sup>

قَالَ هَذَا فِرَاقٌ بَيْنِي وَبَيْنِكَ "سَأَنْتَكَ  
يَتَأْوِيلِ مَا لَمْ تَشَطِّطْ عَلَيْهِ صَبَرًا<sup>④</sup>

أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسْكِينٍ يَعْمَلُونَ  
فِي الْبَحْرِ فَأَرَدَتْ أَنْ أَعْيَبَهَا وَكَانَ دَرَاءُهُمْ  
مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا<sup>⑤</sup>

وَأَمَّا الْغُلْمَلُ فَكَانَ أَبَواؤهُ مُؤْمِنِينَ  
فَخَيَّشَنَا أَنْ يُزْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا<sup>⑥</sup>

فَأَرَدَ تَآآنٌ يُبَدِّلُهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِنْهُ  
رَحْمَةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا<sup>⑦</sup>

وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلْمَلِينَ يَتِيمَيْنِ فِي  
الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَ  
كَانَ أَبُوهُمَا صَارِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ

যেন তারা উভয়ে পরিপক্ষ (বয়সে) পাঁচে যায় এবং নিজেদের  
ধনভান্নার (নিজেরা) বের করে নেয়। (এ ছিল) তোমার প্রভু-  
প্রতিপালকের পক্ষ থেকে কৃপাবিশেষ। আর এমনটি আমি  
১০  
[১১] নিজ থেকে করিনি<sup>১১৭-ক</sup>। এ হলো (সেইসব বিষয়ের) তাৎপর্য,  
১ যেসব বিষয়ে তুমি ধৈর্য ধরতে পারনি<sup>১১৮</sup>।

৮৪। আর তারা তোমাকে যুলকারনাইন<sup>১১৯</sup> সম্পর্কে জিজেস  
করে। তুমি বল, ‘অবশ্যই আমি তোমাদের কাছে তার কিছু  
বৃত্তান্ত বর্ণনা করবো।’★

১৭১৭-ক। আল্লাহু তাআলার নির্দেশে একপ করা হয়েছিল।

১৭১৮। এটি হ্যরত মূসা (আঃ) এর কাশ্ফ এর ঘটনার প্রতি নির্দেশ করে। যেহেতু ইসলামী শিক্ষা এমন নীতি বা বিধান সঞ্চালিত যার  
সঙ্গে মূসায়ী শরীয়তের কোন কোন মীতিগত মৌলিক পার্থক্য থাকার কারণে ইহুদী এবং মুসলমানদের মধ্যে প্রকৃত সহযোগিতা অসম্ভব  
ছিল। ৬১-৮৩ আয়াতের বিস্তারিত ব্যাখ্যা জানার জন্য লারজার এডিশন অব দি কমেন্টারী’ পৃঃ-১৫১৭-১৫৩০ দেখুন।

১৭১৯। ‘যুলকারনাইন’ এর পরিচয় জানার পূর্বে বলা প্রয়োজন যে তাঁর ঘটনা কেন কুরআনে বর্ণিত হয়েছে এবং কেন তা এত  
গুরুত্বপূর্ণভাবে এই সুরাতে স্থান পেয়েছে। ইতোপূর্বে এই সুরাতে পাশ্চাত্যের খন্দান জাতিসমূহের কৃতিত্বপূর্ণ পার্থিব উন্নতির বিষয়ে  
বিবরণ দেয়া হয়েছে। গুরুবাসীদের উপর যুলুম-অত্যাচারের বর্ণনা এবং পরবর্তীকালে তাদের উন্নত সূরীদের অর্থাৎ পশ্চিমা খন্দান  
জাতিসমূহের জাগতিক উন্নতি ও অংগতির বর্ণনা দেয়ার পূর্বে হ্যরত মূসা (আঃ) এর ‘ইস্রা়’ বা আধ্যাত্মিক ভ্রমণ বৃত্তান্তে কিছু বিস্তারিত  
বর্ণনা রয়েছে যে নবী করীম (সাঃ) এর আবির্ভূত হওয়ার সাথে সাথে খন্দান জাতির পার্থিব উন্নতির ও অংগতির প্রথম যুগ শেষ হয়ে  
যাবে, যদিও তাদের পক্ষে আরো উন্নতি করার সম্ভাবনা থাকবে এবং আঁ হ্যরত (সাঃ) এর আবির্ভাবের অনেক পরে তারা সম্মান ও মর্যাদার  
সর্বোচ্চ স্থানে পৌছবে। খন্দান জাতির এই দ্বিতীয় ঝাঁকজমকপূর্ণ অধ্যায়কে ঐশ্বী গ্রন্থে ইয়া’জুজ-মা�’জুজ (গগ এন্ড ম্যাগগ) এর বিস্ময়কর  
শক্তি বৃদ্ধির প্রতীকরণে চিহ্নিত করা হয়েছে, যা বর্তমান সুরার কেন্দ্রীয় বিষয়বস্তুসমূহের মধ্যে একটি। কারণ রাজনৈতিকভাবে ইয়া’জুজ-  
মা�’জুজ এবং যুলকারনাইন একে অন্যের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে সম্পৃক্ষ, যা পরবর্তী অনুচ্ছেদগুলিতে যুলকারনাইনের বিষয়ে দেয়া বিবরণ  
থেকে প্রতিভাত হবে। মনে হয়, যুলকারনাইন মাদীয় এবং পারস্য সাম্রাজ্যের (মেডোপারশিয়ান এমপায়ার) প্রতিষ্ঠাতা রাজা ছিলেন, যা  
দানিয়েল নবীর বিখ্যাত স্বপ্নে পরিদৃষ্ট ভেড়ার ‘দুই শি’ এর প্রতীক। “আমি দেখিলাম ত্রি মেষ পশ্চিম, উন্নত এবং দক্ষিণ থেকে চুঁস মারিল,  
তাহার সমুখে কোন জন্ম দাঁড়াইতে পারিল না, এবং তাহার হস্ত হইতে উদ্ধার করিতে পারে এমন কেহ ছিল না, আর সে স্বেচ্ছামত কর্ম  
করিত; আর আত্মগরিমা করিত।” “তুমি দুই শৃঙ্গ বিশিষ্ট যে মেষ দেখিলে, সে মাদীয় ও পারশ্চীক রাজা।” (দানিয়েল-৮:৪,২০,২১।  
দানিয়েল নবীর স্বপ্নের উক্ত অংশের সাথে পুরোদস্ত্রের সঙ্গতি রেখে কুরআনের বর্ণনা সকল মেদো-পারস্য রাজাদের মধ্যে সাইরাসের প্রতি অত্যন্ত  
প্রাসঙ্গিক ও সামঞ্জস্যপূর্ণ। যুলকারনাইনের চারটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ চিহ্ন কুরআনে উল্লেখিত হয়েছে: (ক) তিনি বংশানুকরণিকভাবে এক  
ক্ষমতাশালী শাসক ছিলেন (আয়াত-৮৫,৮৯), (খ) তিনি একজন ধার্মিক বান্দা ছিলেন এবং ঐশ্বীবাণী দ্বারা অনুগ্রহীত হয়েছিলেন (আয়াত  
৯২,৯৯), (গ) তিনি পশ্চিম দিকে অভিযান চালিয়েছিলেন এবং বিরাট বিজয়ের পর পশ্চিম দিগন্তে সূর্য অস্ত গমনস্থলে যাওয়ার সময়  
পর্যন্ত এমন এক স্থানে পৌছলেন যা দেখতে ঝাপ্সা সরোবর বা নদীনালার গভীর অংশ এবং তখন তিনি পূর্বদিকে যাত্রা করলেন এবং  
এক বিরাট রাজ্য জয় করে বশীভূত করলেন (আয়াত-৮৭,৮৮), (ঘ) তিনি মধ্যাঞ্চলে উপস্থিত হলেন যেখানে অসভ্য বর্বর জাতি বাস  
করতো এবং সেখানে ইয়া’জুজ -মা�’জুজ ব্যাপকভাবে অনধিকার প্রবেশ করেছিল। তিনি সেই প্রবেশ পথগুলো দেয়াল দ্বারা বন্ধ করে  
দিলেন (আয়াত-৯৪-৯৮)। প্রাচীন যুগের বিখ্যাত শাসনকর্তা এবং প্রসিদ্ধ সামরিক সেনাপতিদের মধ্যে সাইরাস উপর্যুক্ত চারটি গুণের  
বিপুল পরিমাণে অধিকারী ছিলেন। সুতরাং কুরআন শরীফে উল্লেখিত যুলকারনাইন হিসাবে বিবেচিত হওয়ার উপর্যুক্ত ব্যক্তি হলেন  
ইতিহাসের ‘সাইরাস দি গ্রেট’। (যিশাইয়-৪৫, ইস্রা-১৩২, ২-বংশাবলী৩৬: ২২-২৩, হিস্তরিয়ানস্ হিস্তরি অফ দি ওয়ালৰ্ড ‘সাইরাস’  
অধ্যায়)।

يَبْلُغَا أَشَهْمَهَا وَ يَسْتَخِرُجَا  
كَثْرَهُمَا قَدْ رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ جَوْمَا  
فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي مَذْلَكَ تَأْوِيلُ مَالَهُ  
تَسْطِعَ عَلَيْهِ صَبَرًا  
وَ يَسْلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ دُقْلَهُ  
سَأْلُوا عَلَيْهِمْ قِنْهُ ذَكْرًا

★ চিহ্নিত টীকাটি পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

৮৫। كُنِشْيَّ أَمَرَرَا تَاَكَهُ بِعَيْنِيَّتِهِ (শাসনক্ষমতায়) প্রতিষ্ঠিত করেছিলাম এবং তাকে সব কাজের উপকরণ দান করেছিলাম<sup>۱۷۲۰</sup>।

৮৬। এরপর সে (কোন) এক পথে চলতে লাগলো।

৮৭। অবশেষে সে যখন সূর্যাস্তের স্থানে<sup>۱۷۲۱</sup> পৌছলো তখন সে সেটিকে এক দুর্গন্ধময় কাদার উৎসে অস্ত যেতে দেখলো। আর সে এর কাছে একটি জাতিকে (বসবাসরত দেখতে) পেল। (তখন) আমরা বললাম, ‘হে যুলকারনাইন! তুমি চাইলে (এদের) শাস্তি দিতে পার অথবা এদের প্রতি সদয় ব্যবহার করতে পার।’

৮৮। সে বললো, ‘যে-ই যুলুম করেছে আমরা অবশ্যই তাকে আয়াব দিব। এরপর তাকে (যখন) তার প্রভু-প্রতিপালকের দিকে ফিরিয়ে নেয়া হবে<sup>۱۷۲۲</sup> তখন তিনি তাকে আরো কঠিন আয়াব দিবেন।

৮৯। আর যে ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ করেছে তার জন্য রয়েছে উত্তম পুরস্কার। আর আমরা নিজ আদেশে তার (বিষয়াবলী) সহজ করার সিদ্ধান্ত দিব<sup>۱۷۲۳</sup>।

৯০। এরপর সে (অন্য) এক পথে চলতে লাগলো।

৯১। অবশেষে সে যখন সূর্যোদয়স্থলে<sup>۱۷۲۴</sup> পৌছলো তখন সে এ (সূর্যকে) এমন এক জাতির ওপর উদয় হতে দেখলো, যাদের (এবং) এ (সূর্যের) মাঝে আমরা কোন আড়াল সৃষ্টি করিনি।

দেখুন ৪ ক. ১২৪২২, ৫৭ খ. ৭৪১৬৬ গ. ২৪২৬; ৩৪৫৮; ৬৪৪৯; ১৯৪৬১; ২৫৪৭১; ৩৪৪৩৮।

★৮৪ থেকে ৮৭ আয়াতে উল্লেখিত ‘যুলকারনাইন’ বলতে প্রকৃতপক্ষে মহানবী (সা:)কে বুঝায়। তিনি (সা:) একটি যুগ তো মূসার উচ্চতদের পেয়েছিলেন এবং এক ভবিষ্যত যুগে তাঁর (সা:) নিজের উচ্চতের পুনরঞ্জিবনের জন্য আল্লাহ তাঁর (সা:) কোন অনুগত দাসকে পাঠাবেন। এভাবে এ দুটি যুগই মহানবী (সা:) এর প্রতি আরোপিত হয়। কিন্তু এ বিষয়টি যে রূপক ভাষায় বর্ণনা করা হয়েছে তা এক ঐতিহাসিক ঘটনা। এতে সম্ভবত স্যাট সাইরাসের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। তাঁর সম্পর্কে বাইবেলেও উল্লেখ রয়েছে। তিনি অসাধারণ আধ্যাত্মিক শক্তির অধিকারী ছিলেন আর একেশ্বরবাদীও ছিলেন। তিনি যে পূর্ব ও পশ্চিম সফর করেছিলেন এর উল্লেখ আলোচ্য আয়াতগুলোতে দেখতে পাওয়া যায়। আর প্রাচীর নির্মাণের যে বর্ণনা রয়েছে তা একটি নয় বরং কয়েকটি প্রাচীর। প্রাচীনকাল থেকে এসব প্রাচীর আক্রমণকারীদের প্রতিরোধ করার জন্য এবং এমন সব জাতিকে রক্ষা করার জন্য নির্মাণ করা হয়েছিল যারা সরাসরি নিজেদের রক্ষা করতে পারতো না। এগুলোর মাঝে একটি প্রাচীর রাশিয়ায় রয়েছে এবং একটি প্রাচীর রয়েছে চীনে। অর্থাৎ প্রাচীরের মাধ্যমে আঘাতক্ষা করা ছিল সে যুগের রীতি। (হ্যরত খলীফাতুল মসীহ রাবে' (রাহে:) কর্তৃক উর্দ্ধতে অনুদিত কুরআন করীমে প্রদত্ত চীকা দ্রষ্টব্য।)

১৭২০। দেখুন ইস্রা-১৪১-২, যিশাইয়-৪৫:১-৩ এবং হিষ্টরিয়ানস্ হিষ্টরি অব দি ওয়াল্ড।

إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ أَتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ  
شَيْءٍ وَسَبَّبَاهُ<sup>۸۷</sup>

فَآثَبَهُ سَبَّبَاهُ<sup>۸۸</sup>

حَتَّى إِذَا بَلَّمَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا  
تَغْرُبُ فِي عَيْنِ حَمَّةٍ وَجَدَهَا  
قَوْمًا هُوَ قُلْتَانِيَّا الْقَرْتَانِيَّا إِمَّا أَنْ تَعْزَّبَ  
وَإِمَّا أَنْ تَتَنَحَّى فِيهِمْ حَسْنَى<sup>۸۹</sup>

قَالَ أَمَّا مَنْ ظَلَّمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ شُمَّ  
يُرَدُّ إِلَى رَبِّهِ فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا نُكَرًا<sup>۹۰</sup>

وَأَمَّا مَنْ أَمْنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ  
جَزَاءً إِلَيْهِ خَيْرٌ وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا  
يُنَسِّرًا<sup>۹۱</sup>

شُمَّ آثَبَهُ سَبَّبَاهُ<sup>۹۲</sup>

حَتَّى إِذَا بَلَّمَ مَطْلِيَّةَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا  
تَطْلُمُ عَلَى قَوْمٍ لَمْ تَجْعَلْ لَهُمْ مِنْ  
دُونِهِمَا سِتْرًا<sup>۹۳</sup>

৯২। এভাবেই হলো। আর অবশ্যই আমরা তার সব বিষয়ই পুরোপুরি অবহিত।

৯৩। এরপর সে (অন্য আর) এক পথে চলতে<sup>১৭২৫</sup> লাগলো।

৯৪। অবশেষে সে যখন দুই পাহাড়ের মধ্যবর্তী স্থানে<sup>১৭২৬</sup> পৌছলো তখন সেখানে সে এমন এক জাতিকে দেখতে পেল, যারা (তার) কথা বুঝতে পাছিল না<sup>১৭২৭</sup>।

৯৫। তারা বললো, ‘হে যুলকারনাইন! নিশ্য ইয়া’জুজ ও মা’জুজ<sup>১৭২৮</sup> এ অঞ্চলে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করছে। সুতরাং আমরা কি এ শর্তে তোমাকে (কিছু) কর দিব যাতে তুমি আমাদের এবং তাদের মাঝে একটি প্রতিবন্ধক<sup>১৭২৯</sup> স্থাপন করে দাও?’

১৭২১। ‘সূর্যাস্তের স্থানে’ শব্দগুচ্ছ সাইরাসের সাম্রাজ্যের পশ্চিম সীমান্ত অথবা এশিয়া মাইনের উত্তর-পশ্চিম সীমানাকে বুঝায় এবং কৃষ্ণ সাগরের প্রতি নির্দেশ করে। কারণ এটি তাঁর সাম্রাজ্যের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত গঠন করেছিল। সাইরাস তাঁর পশ্চিমাঞ্চলের শক্তদের বিরুদ্ধে যে অভিযান পরিচালনা করেছিলেন এই আয়াত তারই দিকে নির্দেশ করেছে (এনসাইক, বিট এবং হিস্টোরিয়ানস্ হিস্টরি অব দি ওয়ার্ল্ড, ‘সাইরাস’ অধ্যায়)।

১৭২২। সাইরাস পারলৌকিক জীবনে বিশ্বাস করতেন। তিনি যরাধুন্ত নবীর অনুসারী ছিলেন এবং ইসলামপূর্ব সকল ধর্মের মধ্যে যরাধুন্তের ধর্মবিশ্বাসই মৃত্যুর পরের জীবনের উপর সর্বোচ্চ শুরুত্ব প্রদান করেছে। কোন সন্দেহের অবকাশ নেই, সাইরাস এবং তাঁর পার্সী অনুসারীরা যরাধুন্ত নবীর মতবাদে আস্থাবান ছিলেন এবং বিদেশী ধর্মবিশ্বাস বা পূজা পদ্ধতিকে খুব ঘৃণাপূর্ণ দৃষ্টিতে দেখতেন (যিউ এনসাইক, ৪৮ খন্দ, ৪০৪ পৃষ্ঠা)।

১৭২৩। দেখুন যিশাইয়-৪৫:১-৩ এবং ২-বংশাবলী ৩৬:২২-২৩।

১৭২৪। এই আয়াত সাইরাসের পূর্বদিকে আফগানিস্তান এবং বেলুচিস্তানের দিকে অভিযানের প্রতিই ইশারা করেছে। এই এলাকা বৃক্ষহীন অনুর্বর। এখানে সূর্যের তাপ প্রচলিত আঘাত হানে। এটি এইরূপ জনগোষ্ঠীর প্রতিও প্রয়োগ হতে পারে যারা সমতল প্রান্তরের অধিবাসী ছিল, যা শত শত মাইল ব্যাপী সিস্তান এবং হিরাতের পূর্বদিকে এবং দুজনবের উত্তরে মেশেদ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

১৭২৫। এই আয়াত সাইরাসের তৃতীয় অভিযানের প্রতি নির্দেশ করেছে, যা পারস্য দেশের উত্তরে কাস্পিয়ান সাগর এবং ককেশীয় পর্বত প্রেরীর মধ্যবর্তী অঞ্চল বা রাজ্যের দিকে পরিচালিত হয়েছিল।

১৭২৬। ‘দুই পাহাড়’ দ্বারা দুই প্রতিবন্ধকতা বুঝাতে পারে। যেখানে দেয়াল নির্মিত হয়েছিল তার একদিকে কাস্পিয়ান সাগর অপরদিকে ককেশাস পর্বতমালা। এই দুটি প্রতিবন্ধকরূপে বিরাজমান ছিল।

১৭২৭। এই সমস্ত অঞ্চলের লোকেরা সাইরাসের ভাষা থেকে ভিন্ন ভাষায় কথা বলতো। কিন্তু পারস্যের নিকটবর্তী প্রতিবেশী হওয়ায় এবং পারস্য ও মেদীয়ার অধিবাসীদের সঙ্গে সম্পর্ক থাকায় তারা তাদের ভাষা বুঝতে ও বলতে পারত, যদিও যথেষ্ট অসুবিধা ও ভুল আস্তি হতো। যে এলাকায় দেয়াল নির্মাণ করা হয়েছিল তা পারস্যের পার্শ্ববর্তী অঞ্চল এবং পরবর্তীকালে পারস্য ভূখণ্ডের অংশে পরিণত হয়েছিল। বর্তমানে অবশ্য এটা রাশিয়ার ভূখণ্ডের অস্তর্ভুক্ত। যুলকারনাইন সম্পর্কে বিস্তরিত জানার জন্য ‘দি লারজার এডিশন অব দি কমেটারী,’ পৃষ্ঠা ১৫৩১-১৫৪০ দেখুন।

১৭২৮। ইয়া’জুজ এবং মা’জুজ (গগ এন্ড ম্যাগগ) শব্দগুচ্ছ মূল শব্দ ‘আজ্জা’ থেকে উৎপন্ন এর অর্থ তার পদক্ষেপ দ্রুত ছিল, সে অগ্নিশিখায় পরিণত হলো (লেইন) এবং এর দ্বারা নির্দেশ করে দূর প্রাচ্যের সিদিয়ার লোক অথবা যেমন অনেকে বলেন, উত্তর এশিয়া ও ইউরোপে বসবাসকারী জাতিসমূহ (এনসাইক, বিট এবং যিউ এনসাইক, ‘গগ ও ম্যাগগ’ অধ্যায় এবং হিস্টোরিয়ানস্ হিস্টরি দি ওয়ার্ল্ড, ২য় খন্দ, ৫৮২ পৃষ্ঠা, এবং যিহিস্কেল ৩৮:২-৬ ও ৩৯:৬)। এই শব্দগুচ্ছে পাশ্চাত্যের খন্টান জাতিসমূহের জন্য প্রযুক্ত হতে পারে। কেননা তারা জলন্ত অগ্নিকুণ্ড এবং ফুটন্ট জলধারা অধিক পরিমাণে ব্যবহার করেছে এবং এই সমস্ত জড় বস্তুর ব্যাপক ও সঠিক ব্যবহারের মাধ্যমে

টাকার অবশিষ্টাংশ ও ১৭২৯ টীকা পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

كَذِلَكَ دَوْقَدَ أَخْطَنَا بِمَا لَدَيْهِ  
خُبْرًا<sup>(৭)</sup>

ثُمَّ آتَيْهُ سَبَبًا<sup>(৮)</sup>

عَتَّى إِذَا بَلَغَ بَنِينَ السَّدَّنِينَ وَجَدَ مِنْ  
دُونِهِمَا قَوْمًا لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ  
قَوْلًا<sup>(৯)</sup>

قَالُوا لَيْذَا الْقَزَنِينِ إِنَّ يَأْجُوْجَ وَمَا جُوْجَ  
مُفْسِدُّونَ فِي الْأَرْضِ فَهَلْ تَجْعَلُ لَكَ  
خَرْجًا عَلَى أَنْ تَجْعَلَ بَيْتَنَا وَبَيْتَنَّهُمْ  
سَدًا<sup>(১০)</sup>

৯৬। সে বললো, ‘এ (ধরনের কাজে) আমার প্রভু-প্রতিপালক আমাকে যে ক্ষমতা দান করেছেন তা অনেক উত্তম। সুতরাং তোমরা আমাকে কেবল (জন)শক্তি দিয়ে ১৭০ সাহায্য কর। আমি তোমাদের এবং তাদের মাঝে একটি বড় প্রতিবন্ধক স্থাপন করে দিব।

قَالَ مَا مَكْتُبٌ فِي مَوْرِي تَحْيِي فَأَعْنُونِي  
يُقْوَّةً أَجْعَلُ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا

তাদের সর্বপ্রকার পার্থিব উন্নতি এবং গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার সম্বব হয়েছে। অথবা এই জাতিগুলোর অস্ত্রের আচরণ, যেমন তারা সর্বদা অবৈর্য এবং অস্ত্রিভাবে নৃতন জয়ের সন্ধানে ব্যাপ্ত থাকে, তা এই ইংগিতও বহন করতে পারে।

ইয়া’জুজ-মা’জুজ সম্পর্কে বাইবেলের বর্ণনা মতে নিঃসন্দেহে বলা যায়, এটা পাশ্চাত্যের কোন খণ্টান শক্তির প্রতি আরোপিত বা সংশ্লিষ্ট। প্রথমত তারা বহু সংখ্যক শক্তিশালী এবং প্রবল প্রতাপশালী ক্ষমতাবানঃ ‘কিন্তু তুমি উঠিবে, বাঞ্ছার ন্যায় আসিবে, মেঘের ন্যায় তুমিও তোমার সহিত তোমার সকল সৈন্যদল ও অনেক জাতি সেই দেশে আচ্ছাদন করিবে’ (যিহিস্কেল ৩৮:৯), (গগ এন্ড ম্যাগগ) ইয়া’জুজ মা’জুজ.... তাহাদের সংখ্যাসমূহের বালুকার তুল্য (প্রকাশিত বাক্য-২০৪৮)। ‘তোমরা বীরগণের মাংস খাইবে ও ভূপতিদের রক্ত পান করিবে’ (যিহিস্কেল-৩৯:১৮,১৯)। দ্বিতীয়ত পৃথিবীর উত্তরাঞ্চলে এবং দীপাঞ্চল থেকে তাদের আগমন দেখান হয়েছে: ‘আর তুমি আপন স্থান হইতে উত্তর দিকের প্রান্ত হইতে আসিবে এবং অনেক জাতি তোমার সংগে আসিবে তাহারা সকলে ঘোড়ায় চড়িয়া আসিবে’ (যিহিস্কেল-৩৮:১৫)। তৃতীয়ত তারা পৃথিবীর সর্বত্র ছড়িয়ে পড়বেঃ ‘তাহারা পৃথিবীর বিস্তার দিয়া আসিয়া পরিত্রিগণের শিবির এবং প্রিয় নগরটি ঘৰিলে, তখন স্বর্গ হইতে অগ্নি পড়িয়া তাহাদিগকে গ্রাস করিল’ (প্রকাশিত বাক্য-২০৪৯)। চতুর্থত উত্তরাঞ্চলে তাদের আবাসস্থল থেকে দেশান্তরে চলে যাবে এবং পৃথিবীর চতুর্দিকে স্থায়ী বসবাস স্থাপন করবে এবং যুদ্ধ বাধলে তারা তাদের দ্বৰবর্তী উপনিবেশগুলো থেকে এসে একত্রে মিলিত হবে। ‘শয়তানকে তাহার কারা হইতে মুক্ত করা যাইবে। তাহাতে তো পৃথিবীর চারিকোণস্থিত জাতিগণকে ও গগ ও ম্যাগগকে ভ্রাতৃ করিয়া যুদ্ধে একত্র করিবার জন্য বাহির হইবে’ (প্রকাশিত বাক্য-২০৪৮)। যিহিস্কেল নবীর এন্তে ইয়া’জুজকে ‘হে মনুষ্য সত্ত্বন, তুমি রোশের, মেশকের ও তুবালের অধ্যক্ষ’ বলে অভিহিত করা হয়েছে। স্পষ্টতই প্রতীয়মান হয় যে রোশ হচ্ছে রাশিয়া, মেশক মক্কো এবং তুবাল টবোলক। গগ (ইয়া’জুজ) কে ম্যাগগ বা মা’জুজের দেশীও বলা হয়েছে (যিহিস্কেল ৩৮:২) এবং বাইবেলের ব্যাখ্যাকারীদের মতে ম্যাগগ বা মা’জুজ সেই এলাকা নির্দেশ করে যা প্রাচীন মতে ‘সিদিয়া’ (রাশিয়া এবং তাতারসহ) নামে পরিচিত, যে স্থান থেকে অতীত অনেক বর্বর যায়াবর দল উঠিত হয়েছিল। রাশিয়া যেহেতু মা’জুজের দেশের অন্তর্ভুক্ত ছিল সেহেতু রোশ, মেশক এবং তুবালকে যথাক্রমে রাশিয়া, মক্কো এবং টবোলক বলে ধরা যায়। ম্যাগগ বা মা’জুজকে এক জাতির নাম বলে যিহিস্কেল ৩৯:৬-তে এবং প্রকাশিত বাক্য-২০৪৮-তে বলা হয়েছে। প্রথমোক্ত যিহিস্কেল-৩৯:৬ মা’জুজকে যারা ‘উপকূল নিবাসী’ তাদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত বলে উল্লেখ করেছে। এই সমস্ত ঘটনার প্রেক্ষিতে ইয়া’জুজ এবং মা’জুজ (গগ এন্ড ম্যাগগ) রাশিয়াসহ ইউরোপের কোন কোন বৃহৎ শক্তিকে নির্দেশ করে। কুরআন করীমে ১৮:৯৫ আয়াতে আরানের উত্তর সীমান্তের রাজ্যসমূহে তাদের আক্রমণের সম্বন্ধে বলা হয়েছে। এতে প্রতিপন্ন হয়, এই সকল উপজাতিরাই সাধারণত সিদিয়ান (Scythians) নামে পরিচিত ছিল। এটা এক ঐতিহাসিক সত্য ঘটনা যে প্রাচীনকালে সিদিয়ানরা বড় বড় দলে রাশিয়া থেকে ইউরোপের দিকে গিয়েছিল, তাদের গমন পথ ছিল ককেশাস পর্বতের উত্তরাঞ্চল (এনসাইক, ব্রিট, ১২ খ্রি, ২৬৩ পৃষ্ঠা, ১৪শ সংস্করণ)। যখন ইউরোপে একদল অবস্থান স্থির করেছিল তখন নৃতন দল পূর্বদিকে থেকে আসতে আরম্ভ করলো এবং তাদের পূর্বগামীদেরকে পশ্চিম থেকে আরো পশ্চিমে সরিয়ে দিল। এরপে ইউরোপের জাতিগুলোকে যুক্তিসংস্কৃত ভাবেই বাইবেলের ভবিষ্যদ্বাণীতে ইয়া’জুজ এবং মা’জুজ (গগ এন্ড ম্যাগগ) রূপে অভিহিত করা হয়েছে। এটা যিহিস্কেল এবং প্রকাশিত বাক্যে প্রতিপন্ন হয় যে ইয়া’জুজ ও মা’জুজ এর প্রকাশিত হওয়ার কথা শেষ যুগে (আখেরী যামানায়) অর্থাৎ মসীহ (আঃ) এর দ্বিতীয় আগমনের অব্যবহিত পূর্বে ‘আর তুমি মেঘের ন্যায় দেশ আচ্ছাদন করিবার জন্য আমার প্রজা ইসরাইলের বিরুদ্ধে যাত্রা করিবে, উত্তরাকালে এইরূপ ঘটিবে; আমি তোমাকে আমার দেশের বিরুদ্ধে আনিব যেন জাতিগণ আমাকে জানিতে পারে’ (যিহিস্কেল-৩৮:১৬ এবং প্রকাশিত বাক্য-২০৪৭-১০ ও দেখুন)। এই আয়াতসমূহ প্রতিপন্ন করে, এই ভবিষ্যদ্বাণী এমন জাতির প্রতি ইশারা করছে যারা সেই সুদূর ভবিষ্যতে আস্ত্রপ্রকাশ করবে। যে যুগে ইয়া’জুজ ও মা’জুজ (গগ এন্ড ম্যাগগ) প্রকাশিত হবে সেই যুগে যুদ্ধ, ভূমিকম্প, মহামারী এবং ভয়ন্ক দৈবদুর্বিপাক ইত্যাদি দ্বারা চিহ্নিত (দি লারজার এডিশন অব দি কমেন্টেরী, ১৭১৮:১৭২০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)।

১৭২৯। সিদিয়ানরা (Scythians) বা ইয়া’জুজ-মা’জুজ কৃষ্ণ সাগরের উত্তর এবং উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যসমূহ দখল করেছিল এবং এই সকল এলাকা থেকে দারবন্দ গিরিপথের মধ্য দিয়ে অভিযান চালিয়ে পারস্য জয় করেছিল। সাইরাস তাদেরকে পরাম্পর করে পারশ্যবাসীকে তাদের কবল থেকে মুক্ত করে ছিলেন (হিষ্টরিয়ানস হিষ্টৱী অব দি ওয়াল্ড)। যে গিরিপথের মধ্য দিয়ে সিদিয়ানরা (Scythians) পারস্য দেশ আক্রমণ করেছিল, হিরোডেটাসের মতে ঠিক সেই স্থানে বিখ্যাত দারবন্দ (Derband) প্রাচীর দণ্ডায়মান ছিল। দারবেন্দ বা দারবন্দ (Derband) পারস্যের এক শহর দারবেন্দান বা (Daghestan) প্রদেশের অস্তর্গত ককেশিয়া (Caucasia) কাস্পিয়ান উপসাগরের পশ্চিম তীরবর্তী স্থান... এবং দক্ষিণ দিকে রয়েছে সমুদ্রাভিমুখে ৫০ মাইল দীর্ঘ ককেশাস প্রাচীরের দিগন্ত, যা কিনা আলেকজান্দ্রের প্রাচীর নামেও খ্যাত, যা লৌহ দ্বার বা কাস্পিয়ান দ্বার এর সংকীর্ণ পথ রূপ করে দাঁড়িয়ে আছে। এটি আসল (এনসাইক, ব্রিট, ‘দারবন্দ’ অধ্যায়)।

৯৭। তোমরা আমাকে লোহার টুকরো<sup>১৭৩১</sup> এনে দাও।' অবশেষে সে যখন দুই পাহাড়ের মধ্যবর্তী স্থান (ভরাট করে) সমান করে দিল<sup>১৭৩১-ক</sup> তখন সে বললো, 'তোমরা (এখন আগুনে) ফুঁ দাও।' অবশেষে সে যখন এ (লোহাকে) আগুনে পরিণত করলো তখন সে বললো, 'তোমরা আমাকে (গলিত) তামা এনে দাও যেন আমি তা এর উপর ঢেলে দিই।'

৯৮। সুতরাং (এ দেয়াল নির্মিত হবার পর) তারা (অর্থাৎ ইয়া'জুজ ও মা�'জুজ) এটিকে ডিঙাতে পারলো না আর এতে কোন ছিদ্রও করতে পারলো না<sup>১৭৩২</sup>।

৯৯। সে বললো, 'এ (কাজ) আমার প্রভু-প্রতিপালকের বিশেষ কৃপায় (হয়েছে)। এরপর আমার প্রভু-প্রতিপালকের প্রতিশ্রুতি পূর্ণ হওয়ার সময় যখন আসবে তখন তিনি এ (দেয়াল) চূর্ণবিচূর্ণ করে দিবেন<sup>১৭৩৩</sup>। কার আমার প্রভু-প্রতিপালকের প্রতিশ্রুতি অবশ্যই পূর্ণ হবে।'

দেখুন ৪ ক. ১৯৯৬২; ৪৬১৭; ৭৩১৯।

ত্রিতীয়সিকি স্বীকৃত সত্যের বিপরীতে লোক সাধারণের প্রচলিত ধারণা হলো, উক্ত প্রাচীর সম্মাট আলেকজান্ডার কর্তৃক নির্মিত হয়েছিল। কিন্তু আলেকজান্ডারের সামরিক অভিযান ক্ষণিকের ঘূর্ণিবাত্তার মত ছিল, যে সময়ের মধ্যে তাঁর পক্ষে এইরূপ প্রকান্ত প্রাচীর নির্মাণের বিরাট পরিকল্পনা করার মত সময় দেয়া অসম্ভব ছিল। উপরতু অল্প বয়সে মৃত্যু হওয়ায় তাঁর এত বড় বিরাট দায়িত্ব পালনের অবকাশ ছিল না। জনসাধারণের এই ধারণা সৃষ্টির কারণ কুরআন করীমের ব্যাখ্যাকারী মুসলমানরা যুলকারনাইনকে আলেকজান্ডার বা সেকান্দার বাদশা বলে ভুল করেছিলেন। নিম্ন বর্ণিত ঘটনা ও প্রমাণ দ্বারা প্রতিপন্ন হয়, সাইরাস সেটি নির্মাণ করেছিলেন :

(ক) সিদ্যানদের ক্ষমতা খর্ব করে দেয়ার জন্য সাইরাসের পুত্রের মৃত্যুর পর দারিয়স সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হয়ে গ্রীসের মধ্য দিয়ে ইউরোপের দিক থেকে তাদের উপর আক্রমণ করেন। এটা এক অকল্পনীয় ব্যাপার যে তিনি (দারিয়স) এত দীর্ঘ ও সংকটময় পথে তাদের বিরুদ্ধে আক্রমণ করেছিলেন দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপের দিক থেকে, অথচ তারা উক্ত দিক থেকে তাঁর অতি নিকটবর্তী ছিল। অতএব নিশ্চিত সিদ্ধান্ত হলো, সেই প্রকান্ত প্রাচীরের অঙ্গত্ব (যা তার পূর্ববর্তী সাইরাসই কেবল নির্মাণ করতে সক্ষম ছিলেন) তাঁর (দারিয়সের) জন্য আক্রমণকে অসম্ভব করে দিয়েছিল। নিজের দেশকে উত্তর থেকে আক্রমণের জন্য অরাক্ষিত রেখে বিশাল সৈন্য বাহিনীসহ অপরদিকে অতিক্রম করে যাওয়ার প্রয়োজন হতো না যদি না তাঁর সামনে কোন বাধা বা প্রাচীর থাকতো।

(খ) সাইরাসের সময়ের পূর্বে সিদ্যানরা পারস্যের উপর ঘন ঘন আক্রমণ চালিয়েছিল। কিন্তু তাঁর বিজয়ের পরে এই সকল আক্রমণ সম্পূর্ণভাবে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। এই ঘটনা এই সংগ্রাম সিদ্ধান্তে উপনীত করে যে সাইরাস অবশ্যই এমন বাধা সৃষ্টি করেছিলেন যা এই সমস্ত অভিযান কার্যকরভাবে প্রতিহত করেছিল এবং সেই বাধা ছিল দারবন্দের দেয়াল যাকে ভুলক্রমে আলেকজান্ডারের প্রাচীর বলে অভিহিত করা হয়েছে।

১৭৩০। সাইরাস উক্ত স্থানের অধিবাসীবৃন্দকে শ্রমিক সরবরাহ করতে বলেছিলেন। 'কুওয়াহ' অর্থ দৈহিক শক্তি অর্থাৎ কায়িক শক্তিসম্পন্ন শ্রমিক।

১৭৩১। শ্রমিক ছাড়াও সাইরাস স্থানীয় জনসাধারণের নিকট লৌহ এবং গলিত তামে চেয়েছিলেন। তাত্রের উপরে লোহার মত মরিচা ধরে না এবং যখন তা লোহার সাথে মিশ্রিত হয় তখন এই মিশ্রণ অধিকতর কঠিন পদার্থে পরণত হয়, মরিচা এবং ক্ষয় থেকে মুক্ত থাকে। প্রয়োজনীয় প্রকোশল ও যন্ত্র সাইরাসের দক্ষ শিল্পিরা সরবরাহ করেছিল।

১৭৩১-ক। এই দুর্গপ্রাচীর কাস্পিয়ান সাগর এবং কক্ষেশ পর্বত শ্রেণীর মধ্যবর্তী স্থানে নির্মাণ করা হয়েছিল।

১৭৩২। এই প্রাচীর নির্মাণ যখন শেষ হলো তখন উত্তর দিক থেকে ইয়া'জুজ মা'জুজ (গগ এন্ড ম্যাগগ) এর আক্রমণ বন্ধ হয়ে গেল। উক্ত প্রাচীর এত চওড়া ও উচ্চ ছিল যে তাকে ভাঙ্গা বা অতিক্রম করা সম্ভব ছিল না। এটি ২৯ ফুট উচ্চ এবং ১০ ফুট প্রশস্ত ছিল (এনসাইক ব্রিট) এবং এতে লোহার দরজা ও প্রহরার জন্য উচ্চ কক্ষ ছিল। এটি অত্যন্ত কার্যকরভাবে পারস্য সীমান্তে প্রতিরক্ষার কাজ করতো।

১৭৩৩। সাইরাস নিশ্চয় ইলহামযোগে সংবাদ পেয়েছিলেন যে সুদূর ভবিষ্যতে ইয়া'জুজ -মা'জুজ দক্ষিণ-পূর্বে বিস্তার লাভ করবে এবং তখন এই প্রাচীর তাদের অগ্রগতিকে প্রতিরোধ করতে সক্ষম হবে না। 'তিনি একে চূর্ণবিচূর্ণ করে দিবেন' কথার তাৎপর্য এটাই। ২১৯৯৭ আয়াতে বলা হয়েছে, ইয়াজজ-মা'জুজ সমগ্র পৃথিবীতে তাদের থাবা বিস্তার করবে। রূপক অর্থে 'প্রাচীর চূর্ণবিচূর্ণ হওয়া' ইসলাম ধর্মে বিশেষভাবে ইউরোপের তুর্কী জাতির রাজনৈতিক ক্ষমতার পতন বা অবক্ষয় বুঝাতে পারে। তুরস্কের ক্ষমতার দুর্বলতা ইউরোপের খৃষ্টান জাতিসমূহের প্রাচ্য বিজয় সহজ করে দিয়েছিল।

أَتُؤْنِي زُبَرَ الْحَوَى يُدْهَشُ إِذَا سَأَلَ  
بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ قَالَ أَنْفَخْتُهُمْ حَتَّى  
إِذَا جَعَلْتُهُ تَارِأً إِذَا قَالَ أَتُؤْنِي أَفْرَغْتُهُمْ  
قَطْرًا  
১৪

فَمَا اسْطَاعُوا أَنْ يَظْهَرُوهُ وَمَا  
ا شَتَّطَأُمُوا لَهُ تَقْبِيَا  
১৫

قَالَ هَذَا دَرْخَمَةٌ مِنْ رَبِّيْجْ فَإِذَا جَاءَهُ وَعْدُ  
رَبِّيْجْ جَعَلَهُ دَكَّاهَهْ وَغَانَ وَغَدْرَبِيْجْ حَقَّا  
১৬

১০০। আর সেদিন আমরা এদের এক (দলকে) অন্য (দলের) বিরুদ্ধে চেউয়ের পর চেউয়ের মত আঁচড়ে পড়তে দিব। <sup>ك</sup>আর শিংগায় ফুঁ দেয়া হবে। তখন আমরা এদের সবাইকে একত্র করে দিব।<sup>১৩৪</sup>

১০১। আর সেদিন আমরা জাহানামকে কাফিরদের একেবারে সামনে নিয়ে আসবে।<sup>১৩৪-ক</sup>

১০২। <sup>ك</sup>যাদের চোখ আমার 'যিক্ৰ'<sup>১৩৪-খ</sup> থেকে [১১] (উদাসীনতাৰ) পর্দায় (চাকা) ছিল এবং তাৰা শোনারও ২ ক্ষমতা রাখতো না।

১০৩। অতএব যারা অস্তীকার করেছে তাৰা কি মনে করে, তাৰা আমাকে ছেড়ে আমার বান্দাদের অভিভাবকরূপে গ্রহণ কৱতে পারবে? <sup>ك</sup>আমরা নিশ্চয় কাফিরদের জন্য আপ্যায়নীরূপে জাহানাম প্রস্তুত করে রেখেছি।

★ ১০৪। তুমি বল, 'কাজের ক্ষেত্ৰে তাদের (মাঝ থেকে) সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্তদের সম্পর্কে আমরা কি তোমাদের অবগত কৱবো?

১০৫। (এৱা হলো তাৰা) যাদের সব চেষ্টাপ্রচেষ্টা পার্থিব জীবনের অৰেমণে হারিয়ে গেছে।<sup>১৩৫</sup> এবং তাৰা মনে কৱে তাৰা শিল্পকৰ্মে উৎকৰ্ষ দেখাচ্ছে।'

১০৬। এৱাই সেসব লোক, যারা তাদের প্রভু-প্রতিপালকের নির্দশনাবলী ও তাঁৰ সাথে সাক্ষাতেৰ (বিশ্যটিকে) অস্তীকার করেছে। <sup>ك</sup>অতএব এদেৰ সব কৰ্ম বিনষ্ট হয়ে গেছে এবং কিয়ামত দিবসে এদেৱকে আমরা কোন গুরুত্ব দিব না।

দেখুন : ক. ২৩:১০২; ৩৬:৫২; ৩৯:৬৯; ৫০:২১; ৬৯:১৪ খ, ২১:৪৩; ৩৯:৪৬ গ. ২৯:৬৯; ৩০:৯; ৪৮:১৪; ৭৬:৫ ঘ. ২৪:১৮; ৩:২৩; ৭:১৪৮; ৯:৬৯।

১৭৩৪। ইয়া'জুজ-মা�'জুজেৰ প্ৰাতাপশালী হওয়াৰ যুগে পৃথিবীৰ সকল জাতি একত্ৰিত হবে এবং সমস্ত বিশ্ব এক দেশেৰ ন্যায় হবে এবং বাইবেল অনুযায়ী জাতি জাতিৰ বিৱুদ্ধে লড়বে, রাজ্য রাজ্যেৰ বিৱুদ্ধে এবং দুৰ্বাৰা কৰিবে এবং দুই বিশ্বযুদ্ধে পৃথিবীতে জাহানাম সৃষ্টি কৱা হয়েছিল এবং তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধেৰ ধৰংসঙ্গীলার কথা ভেবে মানুষ চিন্তায় আতঙ্কিত হয়ে পড়েছে। যিহিক্সেল ৩৮ ও ৩৯ অনুযায়ী সোভিয়েত ইউনিয়ন হলো ইয়া'জুজ (গগ) এবং পাশ্চাত্য জাতিগুলো হলো মাজুজ (ম্যাগগ)। এখন পৰ্যন্ত তাৰা জাতিসমূহেৰ সৰ্বশেষ রণক্ষেত্ৰেৰ জন্য প্ৰস্তুতি গ্ৰহণ কৱছে।

১৭৩৪-ক। ভয়ঙ্কৰ এবং সৰ্বনাশা ত্ৰিশী শাস্তি যা ইয়া'জুজ-মা�'জুজেৰ উপৰ নেমে আসবে তাৰ জন্য সূৰা আৰু রহমান দেখুন।

১৭৩৪-খ। 'যিক্ৰ' দ্বাৰা কুৱান কৱীম বুৰোয়।

১৭৩৫। এই সকল লোকেৰ দৈহিক আৱাম এবং পার্থিব স্বার্থই হলো জীবনেৰ মূল লক্ষ্য। তাৰে অন্তৱে আল্লাহ তাআলার জন্য কোন ঠাঁই নেই।

وَ تَرَكْنَا بِخَصْهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمْوَجُ فِي  
بَعْضٍ وَ نُفَخَّ فِي الصُّورِ فَجَمَّغَهُمْ  
جَمْعًا <sup>(١)</sup>

وَ عَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكُفَّارِينَ  
عَرْضًا <sup>(٢)</sup>

إِلَّاَذِينَ كَاتَبَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غَطَاءٍ عَنْ  
ذَكْرِنِي وَ كَانُوا لَا يَشْتَطِئُونَ سَمْعًا <sup>(٣)</sup>

أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ يَتَّخِذُ دُّ  
عَبَادَةً مِنْ دُوْنِنِي أَوْ لِيَأْءِدُنَا إِلَيَّ أَعْتَدْنَا  
جَهَنَّمَ لِلْكُفَّارِينَ نُزُلًا <sup>(٤)</sup>

قُلْ هَلْ نُتَبِّعُ كُفُّৰاً بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا <sup>(٥)</sup>

أَلَّاَذِينَ صَلَّى سَعْيْهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا  
وَ هُمْ يَخْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُخْسِنُونَ صُنْعًا <sup>(٦)</sup>

أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَيْتِ رَبِّهِمْ  
وَ لِقَائِهِ فَخَيَطَثُتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ  
لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَ زُنَاقًا <sup>(٧)</sup>

১০৭। এ হলো তাদের প্রতিফল (অর্থাৎ) জাহানাম। কারণ তারা অস্তীকার করেছিল এবং আমার নির্দশনাবলী ও আমার রসূলদের ঠাট্টাবিদ্যপের পাত্র বানিয়ে নিয়েছিল।

১০৮। যারা স্টমান এনেছে এবং সৎকাজ করেছে নিশ্চয় তাদের জন্য আপ্যায়নন্তরপে রয়েছে ফেরদাউসের জাহানসমূহ।

১০৯। \*সেখানে তারা চিরকাল থাকবে এবং এ থেকে তারা কখনো পৃথক হতে চাইবে না।

১১০। তুমি বল, \*‘আমার প্রভু-প্রতিপালকের কথা লেখার জন্য সাগর কালিতে পরিণত হলেও আমার প্রভু-প্রতিপালকের কথা শেষ হওয়ার আগেই সাগরের (পানি) শেষ হয়ে যাবে। এমনকি আমরা সাহায্যরূপে একুপ আরো (সাগর) নিয়ে এলে (তাও শেষ হয়ে যাবে)।<sup>১৭৩৬</sup>

১১১। তুমি বল, \*‘আমি তোমাদেরই মত একজন মানুষ। (তবে পার্থক্য হলো,) আমার প্রতি ওহী করা হয়। তোমাদের উপাস্য কেবল একজনই উপাস্য। \*অতএব যে-ই তার প্রভু-প্রতিপালকের সাক্ষাত (লাভ করতে) চায় সে যেন সৎকাজ  
১২ [৭] করে এবং তার প্রভু-প্রতিপালকের উপাসনায় কাউকে শরীক  
৩ সাব্যস্ত না করে।<sup>১৭৩৭</sup>।

দেখুন ৪ ক. ১১৪১০; ১৫৪৯ খ. ৩১৪২৮ গ. ১৪৪১; ৪১৪৭ ঘ. ২৪৪৭, ২২৪; ১১৪৩০; ২৯৪৬; ৮৪৪৭।

১৭৩৬। পাশ্চাত্যের খৃষ্টান জাতিগুলো তাদের উত্তাবন এবং বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের জন্য গর্ব বোধ করে এবং তারা ভাস্ত ধারণার বশবর্তী হয়ে এই ভেবে পরিশ্রম করে যে তারা সৃষ্টির রহস্য উৎসাটন করতে কৃতকার্য হয়েছে।

১৭৩৭। বর্ণিত হয়েছে, রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, এই সূরার প্রথম এবং শেষ দশ আয়াত পাঠ করলে দাজ্জালের প্রচন্ড আধ্যাত্মিক আক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে। এও প্রতীয়মান হয় যে দাজ্জাল, ইয়া'জূজ ও মাঁজূজ এক এবং অভিন্ন সম্প্রদায় অর্থাৎ পাশ্চাত্যের বর্তমান খৃষ্টান জাতিসমূহ। দাজ্জাল নির্দেশ করে ইসলামের বিরুদ্ধে তাদের ব্যাপক অনিষ্টকর ধর্মীয় প্রচারণাকে এবং ইয়া'জূজ ও মাঁজূজ নির্দেশ করে তাদের পার্থিব এবং রাজনৈতিক ক্ষমতা ও প্রাধান্যকে।

ذِلِّكَ جَزَاؤُهُمْ جَهَنَّمُ بِمَا كَفَرُوا وَ  
إِنَّهُمْ مِمَّا أَنْتَ<sup>۱۷۴</sup> تَعْلَمُ هُرُوًّا

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَاتِ  
كَانُوا لَهُمْ جَنَّتُ الْفِرْدَوْسُ نُزُلًا

خَلِيلُهُنَّ فِيهَا لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِوَّا

قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مَدَادًا لِّكَلْمَتٍ  
رَبِّيْنِ لَتَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَشْفَدَ كَلْمَتٍ  
رَبِّيْنِ وَلَوْ جَهَنَّمَ يُمِثِّلِهِ مَدَادًا

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُؤْخَى إِلَيَّ إِنَّمَا<sup>۱۷۴</sup>  
إِلَّهُ الْمُكْفَرُوا وَأَجَدُّ جَمَّنَ كَانَ يَزْجُوَا  
لِقَاءَ رَبِّهِ فَلَيَعْمَلَ عَمَلًا صَالِحًا وَ  
كَأَيْشِرِكَ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ آخَدًا